মুদ্রাকর : শ্রীনিমাইচরণ ঘোষ

ডায়মণ্ড প্রিণ্টিং হাউস

১৯।এ।এইচ।২, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

মারাঠা-মোগল

(বাজীরাও)

(ঐতিহাসিক নাটক)

সাহিত্যরত্নোপাধিক

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ

"বাসন্তী অপেরা" কর্ত্তৃক অভিনীত

—ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—

১০৫, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

শ্রীকানাইলাল শীল কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

সন ১৩৬৬ সাল।

ভূমিকা

—*::*—

যেদিন ভারতের মাটিতে দুরন্ত মোগল-শক্তি তার প্রভুত্ব বিস্তার কর্‌ছিল, হিন্দুর হিন্দুত্ব, জাতীয়তা হরণ কর্‌তে উদ্যত হয়েছিল, সেদিন যে শহীদবীর দাঁড়িয়েছিলেন মোগলের সে পরিকল্পনা ব্যর্থ ক'রে হিন্দুর গৌরব চির অটুট রাখ্‌তে, তিনি হ'চ্ছেন মারাঠাকুলতিলক মহাত্মা ছত্রপতি শিবাজী। কিন্তু ভগবানের অভিসম্পাতে কিম্বা জাতির দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি পারেন নি তাঁর কর্ম্ম সফল ক'রে যেতে।

তাঁর সে অর্দ্ধ সমাপ্ত কর্ম্ম সফল কর্‌তে দাঁড়িয়েছিলেন পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথের পুত্র দেশপ্রেমিক বিংশতিবর্ষ বয়স্ক যুবক পেশোয়া বাজীরাও। জীবনের সবটুকু সুখ-শান্তি বিসর্জ্জন দিয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে দুর্ব্বার মোগলশক্তির সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু হায়, সেখানেও নেমে এলো ভগবানে ক্রুর অভিশাপ—অকালসন্ধ্যায় নিভে গেল দীপ, জাতির জীবনে জেগে উঠ্‌লো হাহাকার, হিন্দুর দেশ হ'লো মুসলমানের দেশ।

ইংরাজ-রাজত্বের অবসানে আবার এসেছে হিন্দুর সেদিন। আমার রচিত এই বাজীরাও নাটকখানির অভিনয় দর্শনে যদি কোন হিন্দুর প্রাণে ক্ষণেকের জন্যও জাতীয়তার উদ্দীপনা জেগে ওঠে, তাহ'লে জান্‌বো নাটক রচনার শ্রম আমার সার্থক। সফল হোক্ মহান্ ছত্রপতি শিবাজীর স্বপ্ন—ফিরে আসুক্ সর্ব্বহারা হিন্দুর ঘরে আবার অসংখ্য শহীদবীর বাজীরাও। ইতি—

নাট্যকার

কুশীলবগণ।

—পুরুষ—

সাহু ... ... সাতারার রাজা।

বাজীরাও ... ... ঐ পেশোয়া।

চন্দ্রসেন ... ... ঐ সেনাপতি।

চিমনাজী ... ... বাজীরাওয়ের ভ্রাতা।

পলাজি, শ্রীপতিরাও, মলহররাও ... ... মারাঠা-সর্দ্দার।

মহাদেব পণ্ডিত ... ... রাজ-পারিষদ।

ছত্রশাল ... ... বুন্দেলখণ্ডের রাজা।

মহম্মদখাঁ বঙ্গস ... ... রোহিলার নবাব।

চিনকিলিচ ... ... নিজামের নবাব।

গিরিধর ... ... মালবরাজ।

রণজি সিন্ধিয়া ... ... ঐ সেনাপতি।

ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী ... ... মারাঠা-গুরু।

ত্র্যম্বক ... ... পরিব্রাজক।

বিদ্যাবাগীশ, তর্কচঞ্চু, নাগরিক, সৈন্যগণ ইত্যাদি।

—স্ত্রী—

কাশীবাঈ ... ... বাজীরাওয়ের পত্নী।

মস্তানী ... ... ছত্রশালের মুসলমানী কন্যা।

ধীরাবাঈ ... ... চন্দ্রসেনের স্ত্রী।

নর্ত্তকীগণ, সহচরীগণ ইত্যাদি।

মারাঠা-মোগল

—:*:—

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

আশ্রম।

ত্র্যম্বক গাহিতেছিল।

ত্র্যম্বক।—

গীত।

ওই যে জননী কাঁদে।
জেগে ওঠ বীর ভক্ত শহীদ, জেগে ওঠ রণোন্মাদে॥
চেয়ে দেখ ওই মাটির স্বর্গ নয়নের জলে ভাসে,
আকাশে বাতাসে ওই হাহারব
নিবিড় আঁধার নেমে আসে,
আর কেন ঘুমে আছ অচেতন,
মায়ের পূজার বসাও বোধন মিলিত তূর্য্যনাদে॥

[প্রস্থান।

ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীর প্রবেশ।

ব্রহ্মেন্দ্র। হায়, হিন্দুস্থানের আজ কি দুর্দ্দিন! হিন্দুর হিন্দুত্ব—

গৌরব—কীর্ত্তি—যশঃ সবই যায়। সারা হিন্দুস্থানের বুকের ওপর মোগলশক্তি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। হিন্দুর দেবদেবীর কি শোচনীয় দুর্দ্দশা—পথের ধূলায় প'ড়ে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন কর্‌ছে! বিধ্বস্ত মন্দিরতলে মসজিদ গ'ড়ে উঠ্‌ছে! সেই মোগলশক্তিকে ইন্ধন যুগিয়ে দিচ্ছে দেশদ্রোহী বেইমানের দল। চমৎকার নীতি! হায়, শহীদবীর শিবাজি! আজ তুমি কোথায়? ফিরে এস—ফিরে এস বীর! আবার নবকলেবরে ফিরে এসে, যে অপূর্ণ আশা নিয়ে চ'লে গেছ, সে আশা পূর্ণ কর্‌বে এস। মোগলের জয়পতাকা কেড়ে নিয়ে, যে পথ বেয়ে তারা এসেছিল এখানে, আবার সেই পথে তাদের পাঠিয়ে দাও। নতুবা হিন্দুর উত্থানের মেরুদণ্ড যে চূরমার হ'য়ে যায়!

সাহুর প্রবেশ।

সাহু। সত্যই বলেছেন দেব! হিন্দুর উত্থানের মেরুদণ্ড বুঝি চূরমার হ'য়ে যায়। [প্রণাম]

ব্রহ্মেন্দ্র। [আশীর্ব্বাদ করতঃ] তুমি কি তা দেখ্‌তে পাচ্ছো রাজা?

সাহু। হ্যাঁ প্রভু! আমি যেন স্পষ্টই দেখ্‌তে পাচ্ছি, পরাধীনতার নাগপাশে বদ্ধ হবে এই আর্য্যসেবিত হিন্দুস্থান।

ব্রহ্মেন্দ্র। যদি দেখ্‌তে পেয়ে থাক, তবে তার প্রতিকারের জন্য কি কর্‌ছো সাহু?

সাহু। প্রতিকার কি কর্‌বো দেব?

ব্রহ্মেন্দ্র। কি প্রতিকার কর্‌বে? সাহু! তুমি না মহাপ্রাণ শিবাজীর বংশধর? তার রক্ত না তোমার দেহে সঞ্চালিত? একথা বল্‌তে স্বর্গগত পিতামহের কর্ম্মের তালিকা তোমার মনে

পড়্‌লো না? মনে কর সাহু, তোমার পিতামহ ছত্রপতি শিবাজীর জাতীয়তা রক্ষার কি অপূর্ব্বধারা! যার অস্ত্রের ঝন্‌ঝনায়, আকুল উন্মাদনায় দুর্দ্ধর্ষ মোগলের প্রাণ কেঁপে উঠেছিল। সারাজীবনব্যাপী সে যুদ্ধ করেছিল ভারতের বুকে হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষায়। জীবনে পায় নি কোনদিন শান্তির আস্বাদ। শুধু রেখে গেল মারাঠাজাতির অমর গৌরব মারাঠা-ইতিহাসের ছত্রে ছত্রে। তুমি তার বংশধর, শিবাজীর স্বপ্ন সার্থক কর্‌তে কুন্ঠিত হ'য়ো না সাহু!

সাহু। পিতামহের সে অতীত কীর্ত্তির ইতিহাস আমার মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথা আছে দেব! কিন্তু গৃহভেদী বিভীষণদের হ'তেই যে হিন্দুর এ অধঃপতন। এমন কোন কর্ম্মবীর আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি নে, যার হাতে আমার সমস্ত শক্তি তুলে দিয়ে আমিও পিতামহের অসম্পূর্ণ কার্য্য সম্পন্ন ক'রে যাই।

ব্রহ্মেন্দ্র। হ্যাঁ, তোমাকে তাই কর্‌তে হবে সাহু! জাতির গৌরব যেন তোমার হাতে কলঙ্কিত না হয়—পিতৃপুরুষের উজ্জ্বল কীর্ত্তি যেন তোমার আত্মদানে আরও দীপ্ত হ'য়ে ওঠে। তোমার যে সমস্ত কর্ম্মচারী আছে, তাদের মধ্যে কাউকে যদি বেইমান দেশদ্রোহী ব'লে মনে হয়, অচিরাৎ তাকে কারারুদ্ধ ক'রে রাখ, না হয় কঠোর দণ্ড দাও।

সাহু। কিন্তু তাতে বিদ্রোহিতার সৃষ্টি হবে। তাই ভাব্‌ছি—এ রাজ্য-পরিচালনার ভার কার হাতে দেবো?

ব্রহ্মেন্দ্র। একজন আছে। তুমি তার হাতে সরল বিশ্বাসে রাজ্যের গুরুভার তুলে দাও; তাকে প্রধান পেশোয়া-পদে অভিষিক্ত কর।

সাহু। কে সে গুরু?

ব্রহ্মেন্দ্র। বালাজী বিশ্বনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দেশভক্ত কর্ত্তব্যপরায়ণ বীর বাজীরাও।

সাহু। সে কি দেব! বাজীরাও—সেই বিংশতি বর্ষ বয়স্ক তরলমতি যুবকের হাতে এতবড় দায়িত্ব—এতবড গুরুভার তুলে দেবো! তাতে কি রাজ্যের কল্যাণ—জাতির কল্যাণ হবে গুরু?

ব্রহ্মেন্দ্র। হবে সাহু! তুমি জান না, বালাজীর রক্তে যে তার জন্ম। স্বর্গগত পেশোয়া বালাজী একদিন বাদশার কারাগার হ'তে তোমাকে মুক্ত ক'রে এনেছিলেন। যার অখণ্ড প্রতাপে বৈরিদল স্তম্ভিত হয়েছিল, যার অক্লান্ত পরিশ্রমে সাতারা-রাজ্যের সম্পদশ্রী বেড়ে উঠেছিল—মারাঠাজাতির মুখ উজ্জ্বল হয়েছিল, বাজীরাও তারই পুত্র; বয়সে নবীন হ'লেও কর্ত্তব্যকর্ম্মে সে বৃদ্ধের চেয়েও শ্রেষ্ঠ—বিচক্ষণ।

সাহু। একথা কি সত্য গুরু?

ব্রহ্মেন্দ্র। সম্পূর্ণ সত্য রাজা! তুমি সরল বিশ্বাসে বাজীবাওকে প্রধান পেশোয়া-পদে অভিষিক্ত কর। দেখ্‌তে পাবে, বাজীরাওয়ের অভিষেকের পর মারাঠাজাতির নব জাগরণ, দেখ্‌তে পাবে জাতির কল্যাণলক্ষ্মীর শুভাগমন। শিবাজীর স্বপ্ন সার্থক হবে, মোগল-সাম্রাজ্যের ভিত্তি ন'ড়ে উঠ্‌বে।

সাহু। গুরু-আজ্ঞা শিরোধার্য্য। অভিষেকের দিন আপনি ধার্য্য ক'রে দেবেন।

ব্রহ্মেন্দ্র। দিন ধার্য্য ক'রে তোমায় সংবাদ পাঠিয়ে দেবো। হ্যাঁ, সাবধান সাহু, কারো পরামর্শে যেন সঙ্কল্পচ্যুত হ'য়ো না।

সাহু। যথা আজ্ঞা দেব!

[প্রস্থান।

ব্রহ্মেন্দ্র। দেখি, ঘুমন্ত মারাঠাশক্তি আবার জাগে কি না?

কাশীবাঈ আসিয়া প্রণাম করিল।

কাশীবাঈ। কি ক'রে জাগ্‌বে ঠাকুর? স্বার্থের নেশায় যারা উন্মাদ, জাতির ধ্বংসের জন্য যারা সচেষ্ট, সেই বিভীষণের দল দেশে থাক্‌তে জাতির উত্থান কোথায় ঠাকুর?

ব্রহ্মেন্দ্র। ঠিক বলেছ মা! কিন্তু আমিও সঙ্কল্প করেছি সেই বিভীষণের দল যেন আর মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। একটা শুভ সংবাদ শুনেছ মা?

কাশীবাঈ। কি শুভ সংবাদ বাবা?

ব্রহ্মেন্দ্র। মহারাজ সাহু বাজীরাওকে প্রধান পেশোয়া-পদে অভিষিক্ত করবেন।

কাশীবাঈ। এতবড় গুরুভার তিনি কি বহন করতে পারবেন?

ব্রহ্মেন্দ্র। সিংহশাবক মা।

কাশীবাঈ। কিন্তু চন্দ্রসেনই যে পেশোয়া-পদে অভিষিক্ত হবে শুনেছি।

ব্রহ্মেন্দ্র। আমার ইচ্ছা তা নয়।

কাশীবাঈ। কিন্তু বিপ্লবের সৃষ্টি হবে না তো?

ব্রহ্মেন্দ্র। না মা! আর হ'লেও সে বিপ্লব একদিনেই দূর ক'রে দেবে—বালাজী-পুত্র বাজীরাও। যাও মা, তুমি বাজীরাওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাওগে।

কাশীবাঈ। তিনি শিকারে গেছেন।

ব্রহ্মেন্দ্র। আচ্ছা, শিকার থেকে ফিরে এলে আমার আদেশ জানাবে। হিন্দুর গৌরব-সূর্য্য ওই অস্ত যাচ্ছে, না—যেতে দেওয়া

হবে না। আবার তাকে উদয় করাতে হবে অরুণ কিরণজালে হিন্দুর দুর্ভাগ্যদলিত ভাগ্যাকাশে।

[প্রস্থান।

কাশীবাঈ। স্বামী আমার সাতারা-রাজ্যের প্রধান পেশোয়া-পদে অভিষিক্ত হবেন। এ আমার সৌভাগ্য। কিন্তু প্রাণে কেন শঙ্কা জেগে উঠ্‌ছে। না—না, শঙ্কা কি? বীরের পত্নী আমি—মারাঠার নারী আমি—

মৃত ব্যাঘ্রস্কন্ধে চিমনাজীর প্রবেশ।

চিমনাজী। বৌদি! বৌদি! তোমায় খুঁজে খুঁজে হাল্লা, বেশ লোক তো তুমি? একবারে আশ্রমে এসে হাজির হয়েছ? এই দেখ, দাদাতে আমাতে কেমন একটা বাঘ মেরে এনেছি।

কাশীবাঈ। য়্যাঁ, তাইতো! এ যে প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র! কে মা্‌রলে চিমন?

চিমনাজী। আমি—আমি, এই গোঁয়ার-গোবিন্দ চিমন। দাদা কোন কর্ম্মের নয় বৌদি। আমি এক তীরে ব্যাটাকে শেষ ক'রে দিলাম। বল তো বৌদি, আমি কি রকম বীর?

কাশীবাঈ। তুমি মারাঠার ছেলে, এরকম বীরত্ব তোমার থাকাই তো উচিত।

চিমনাজী।— গীত।

আমি মারাঠার ছেলে মারাঠাবীর।
ঝঞ্ঝার মুখে দাঁড়াবো দর্পে তুলিয়া উচ্চ শির।
রাখিতে জাতির মান,
শিবাজীর মত হইবে আমার নতুনের অভিযান;
শহীদ-মন্ত্রে নাচিব ছন্দে মুছাতে মায়ের অশ্রুনীর।

কাশীবাঈ। তাই হোক্ ভাই, তাই হোক্। শিবাজীর মত তুমি আবার মোগলের ভাগ্যাকাশে কাল ধূমকেতুর মত উদয় হও। মারাঠার ইতিহাসে চিরনমস্য হ'য়ে থাক।

চিমনাজী। এস বৌদি, আমায় খেতে দেবে এস। সারাদিন বনে ঘুরে ঘুরে ক্ষিদেয় নাড়ী বাপান্ত কর্‌ছে।

কাশীবাঈ। চল দিইগে। শুনেছ চিমন, তোমার দাদাকে মহারাজ সাতারা-রাজ্যে প্রধান পেশোয়া-পদে অভিষিক্ত কর্‌বেন।

চিমনাজী। বল কি বৌদি?

কাশীবাঈ। হ্যাঁ ভাই, সত্যিকথা,—গুরুদেব বল্‌লেন।

চিমনাজী। আমি দাদাকে এক ছুটে গিয়ে বলিগে। দেখ বৌদি, এইবার রাজ্যের বেইমানগুলো ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে। তুমি এস, আমি চল্‌লাম।

[দ্রুত প্রস্থান।

কাশীবাঈ। তরুণের দল না জাগলে দেশ জাগ্‌বে না। মারাঠা-জননি! দেখিস্ মা, তোর স্বাধীনতা যেন চিরদিন অটুট থাকে। তুই তরুণদের আশীর্ব্বাদ কর্ মা, তাদের প্রাণে যেন তরুণের আলো জ্ব'লে ওঠে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বুন্দেলখণ্ড—পুষ্পোদ্যান।

মস্তানী উপবিষ্টা ; সখীগণ গাহিতেছিল।

সখীগণ।—

গীত।

জোয়ার এল সখি, যৌবন-নীরে।
ব'সে কেন আর, খুলে দে দুয়ার,
ভালবাসা দিতে এসে যাবে সে ফিরে।
ওই চাঁদ ডেকে কয়, নাহিক সময়,
এই বেলা হিয়াটি কর বিনিময়,
মালাটী হাতে রূপালি রাতে
চল প্রেমের বাগেতে তার ধীরে—ধীরে।

মস্তানী। তোরা এখন যা, তোদের তামাসা আমার কাছে আজ বিষ ব'লে মনে হ'চ্ছে।

সখীগণ। ও মা গো! গরব ভাঙ্‌বে লো রাজকুমারি! গরব ভাঙ্‌বে।

[সকলের প্রস্থান।

মস্তানী। আমার জীবনটা যেন সত্যই রহস্যময়। পিতা আমার হিন্দু, লোকের মুখে শুনেছিলাম মা ছিলেন আমার মুসলমানী গণিকা, পিতার রক্ষিতা। হিন্দুরা আমার ছায়া স্পর্শ

করে না, মুসলমানেরা আমার করে বিদ্রূপ। কি রহস্যময় আমার জীবন! পিতা আমায় স্নেহ করেন, কিন্তু তাঁর মহলে আমার প্রবেশ কর্‌বার অধিকার নেই। কোনদিন তাঁর মুখে আমার স্পর্শিত আহার্য্য তুলে দিতে পারি নি। কি মর্ম্মন্তুদ এ জীবন আমার! এর জন্য কি দায়ী আমি?

বৃদ্ধ ছত্রশালের প্রবেশ।

ছত্রশাল। মস্তানি! মস্তানি!

মস্তানী। কেন বাবা?

ছত্রশাল। আজ ক' দিন হ'লো রোহিলাখণ্ডের নবাব মহম্মদখাঁ বঙ্গষ বাহাদুর আমার আতিথ্যস্বীকার করেছেন।

মস্তানী। বেশ তো, সর্ব্বতোভাবে তুমি তাঁর অভ্যর্থনা কর বাবা! এ তো মানুষের ধর্ম্ম।

ছত্রশাল। হ্যাঁ, একটা কথা কি—তুই বোধ হয় শুনেছিস্—সে তোর সৌভাগ্য বলতে হবে, নবাব বাহাদুর তোর পাণিপ্রার্থী।

মস্তানী। ও, সেই কথাই বল্‌তে তুমি আমার কাছে এসেছ?

ছত্রশাল। হ্যাঁ মা, নবাব তোকে দেখে একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে গেছে। বল্ মা মস্তানি, এখন তোর অভিমত কি?

মস্তানী। আমার মতামতের ওপর নির্ভর ক'রে তুমি কি কাজ কর্‌তে পার্‌বে বাবা?

ছত্রশাল। কেন পার্‌বো না মা?

মস্তানী। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী রোহিলার নবাব, তুমি সামান্য হিন্দুরাজা, অভ্যর্থও তোমাতে এসেছে—

ছত্রশাল। একথার অর্থ কি মা মস্তানি?

মস্তানী। এমন সরল কথাটার অর্থ তুমি বুঝতে পারলে না বাবা? অর্থাৎ এ বিবাহে আমার সম্পূর্ণ অমত।

ছত্রশাল। সে কি মা?

মস্তানী। সেই জন্যেই তো বল্লাম বাবা, আমার মতামতের ওপর নির্ভর ক'রে তুমি কি কোন কাজ করতে পারবে?

ছত্রশাল। ছেলেমানুষী করিস্ না। তোর বিবাহ তো দিতেই হবে। একথা শুনলে লোকে বলবে কি? বিবাহে অমত করিস্ নে।

মস্তানী। গণিকার মেয়ে আমি—বিবাহ করবো না।

ছত্রশাল। কেন?

মস্তানী। তার উত্তর, আমি কোন হিন্দুর ছেলেকে বিবাহ করতে চাই।

ছত্রশাল। অসম্ভব।

মস্তানী। অসম্ভব কেন? আমি হিন্দুর ঔরসজাত কন্যা, হিন্দুর সমাজে কি আমার স্থান হবে না?

ছত্রশাল। না।

মস্তানী। তাহ'লে হিন্দুর সমাজ কেন তোমায় স্থান দিলে বাবা? আমার মা ছিল তোমার রক্ষিতা। তখন কি সমাজসংস্কার ছিল না? সেই মুসলমানীকে আদরে বুকে টেনে নিলে তুমি, কিন্তু তোমারই ঔরসজাত তার কন্যাকে আজ তোমার প্রাসাদে প্রবেশ করতে দাও না, ছায়া স্পর্শ কর না। বল বাবা, এ কি অবিচার নয়?

ছত্রশাল। ওসব কথা ভুলে যা মা! রোহিলাখণ্ডের নবাবের পত্নী হবি তুই; এর চেয়ে তোর আর কি সৌভাগ্য হ'তে পারে? তুই সম্মতি দে, আমি নিশ্চিন্ত হই।

মস্তানী। তুমি নবাবকে জবাব দাও গে বাবা, আমি মুসলমানকে বিবাহ কর্‌বো না। কোন হিন্দু যদি আমার পাণিগ্রহণ না করে, আমি চিরদিন কুমারী থাক্‌বো।

ছত্রশাল। বেশ ভাল বুঝছিস্ নে মা! এর জন্য হয়তো আমাদের নবাবের বিদ্বেষের চোখে পড়্‌তে হবে। আমি সামান্য একজন রাজা—আমার যে সর্ব্বনাশ হবে মা মস্তানি!

মস্তানী। তুমি কি বল্‌তে চাও, মস্তানীকে না পেলে নবাব তোমার শত্রুতাচরণ কর্‌বে?

ছত্রশাল। তাইতো মনে হয় মা!

মস্তানী। কিন্তু আজ যদি তোমার কোন হিন্দুপত্নীর গর্ভজ কন্যার পাণিগ্রহণের জন্য রোহিলার নবাব তোমার কাছে এম্নিধারা দাবী কর্‌তো—তাহ'লে তুমি কি এক কথায় তার দাবী সমর্থন কর্‌তে?

ছত্রশাল। [নীরব]

মস্তানী। বল—চুপ ক'রে রইলে যে? এইখানেই তো তোমার স্নেহচুরি ধরা প'ড়ে যাচ্ছে বাবা! আমি মুসলমানী গণিকার কন্যা ব'লে তুমি আমায় একজন উচ্ছৃঙ্খল নবাবের হাতে তুলে দিতে চাও? মরণের কূলে এসে দাঁড়িয়েছ—বেলা আর নাই—এখনো তোমার মরণের ভয়? তুমি না হিন্দু—ক্ষত্রিয়-রাজা? নবাবকে স্পষ্ট ব'লে দাও—তার প্রস্তাব মূল্যহীন। বিবাহ হবে না—বিবাহ দেবো না।

ছত্রশাল। রাজ্য যে ধ্বংস হবে মা!

মস্তানী। ক্ষত্রিয়ের কথা কি এই? রাজ্য ধ্বংস হ'লেও—সেই ধ্বংসস্তূপের বুকের ওপর আবার গ'ড়ে উঠ্‌বে ক্ষত্রিয়ের নূতন

রাজ্য। চারণের কণ্ঠে কণ্ঠে, দেশের নরনারীর প্রাণে প্রাণে থাকবে তুমি চিরদিন জাগ্রত হ'য়ে। তোমার জাতির ইতিহাস কলঙ্কিত ক'রো না বাবা, তোমার জাতি যে অম্লান বদনে প্রাণ দেয়—কিন্তু মান দেয় না।

ছত্রশাল। মস্তানি!

মস্তানী। আর তুমি কি বল্‌তে চাও বাবা? চল, নবাবকে তুমি বল্‌তে না পার, আমি গিয়ে বল্‌ছি।

মহম্মদখাঁ বঙ্গষের প্রবেশ।

মহম্মদ। আপনার কন্যার অভিমতটা আমায় শীঘ্র জানান মহারাজ! আমি এখনি রোহিলা যাত্রা করবো।

মস্তানী। তবে শুনুন নবাব বাহা—

ছত্রশাল। [বাধা দিয়া] মস্তানি! মস্তানি!

মস্তানী। চুপ কর বাবা! শুনুন নবাব বাহাদুর, আপনার প্রস্তাবে আমি সম্পূর্ণ অসম্মত।

মহম্মদ। কেন রাজনন্দিনি? প্রবল প্রতাপশালী রোহিলার নবাব আমি, আমার সহধর্ম্মিণী হওয়া কি সৌভাগ্যের কথা নয়?

মস্তানী। আর গৃহস্থের অতিথি—ফেরবার পথে তার যে কোন বস্তুকে দাবী করা কি অসঙ্গত নয়? তবে গৃহস্থ যদি স্বেচ্ছায় সম্মত হয়—

মহম্মদ। কেন, তোমার পিতার তো কোন অমত নেই!

মস্তানী। তাঁর মস্তিস্ক বিকৃত, সুতরাং তাঁর কাছে প্রস্তাব না ক'রে আমার কাছে প্রস্তাব করা নবাব বাহাদুরের খুবই উচিত ছিল।

মহম্মদ। তার জন্যে আর অভিমান কেন সুন্দরি?

মস্তানী। আপনি একটু সংযত হ'য়ে কথা বলবেন নবাব বাহাদুর!

মহম্মদ। যাক্, আমি তোমায় বিবাহ করতে চাই। তোমার অভিমতটা কি রাজকন্যা?

মস্তানী। আমি বিবাহ করবো না।

মহম্মদ। কেন?

মস্তানী। তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে একজন পরপুরুষকে?

মহম্মদ। সুন্দরি!

মস্তানী। আপনি শীঘ্র এখান হ'তে বেরিয়ে যান আপনার শিষ্টাচার রক্ষা ক'রে।

মহম্মদ। তুমি আমার অপমান করতে চাও? আমার পাণি-গ্রহণ না করলে—জেনে রেখো রাজনন্দিনি! তোমার পিতার রাজ্য ছারখার হবে—মহাশ্মশানে পরিণত হবে। বৃদ্ধ রাজা, এখনো তোমার কন্যাকে সম্মত করাও।

মস্তানী। ভয় পেয়ো না বাবা! মেরুদণ্ড খাড়া ক'রে বীরের ভঙ্গিমায় দাঁড়াও। তুমি হিন্দু—রাজপুত—ক্ষত্রিয়। মরণ যে তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের সাধনা।

মহম্মদ। [উত্তেজিতভাবে] রাজনন্দিনি!

মস্তানী। বেরিয়ে যান, শুধু শুধু কেন অপমানিত হবেন?

মহম্মদ। আচ্ছা; মহারাজ ছত্রশাল! শীঘ্রই বঙ্গষর্থা আবার এসে দেখা দেবে—অতিথিরূপে নয়, তোমার নিয়তিরূপে। আর মনে রেখো মস্তানি! নবাবের পাদুকা একদিন তোমায় বহন করতেই হবে। [প্রস্থান।

মস্তানী। আর আপনিও মনে রাখ্‌বেন নবাব বাহাদুর! একদিন এই রাজনন্দিনীর পাদুকাতলে প'ড়ে সজল চক্ষে আপনাকেও মার্জ্জনা চাইতে হবে।

ছত্রশাল। কর্‌লি কি মা মস্তানি?

মস্তানী। তোমার মুখ উজ্জ্বল করেছি বাবা! তোমার রক্তে জন্ম আমার, কর্ম্ম কেন আমার অবজ্ঞার হবে?

[প্রস্থান।

ছত্রশাল। বাঃ-রে মেয়ে! আমি যে এখন উভয়সঙ্কটে পড়্‌লাম। মস্তানি! মস্তানি! দেখ্‌ছি তুই এ রাজ্যের বিভীষিকা—নিয়তি; তোর জন্যে আমার সব যাবে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

গুপ্তকক্ষ।

শ্রীপতি, পিলাজি ও চন্দ্রসেন।

শ্রীপতি। আজ এ উৎসবের কারণ কি চন্দ্রসেন?

চন্দ্রসেন। এ আমার জন্মতিথি-উৎসব; তাই আপনাদের নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠিয়েছিলাম।

পিলাজি। বেশ—বেশ, তোমার সৌজন্যে আমরা খুব সন্তুষ্ট হয়েছি।

চন্দ্রসেন। সৌভাগ্য আমার! দেখুন, মারাঠারাজ্যের পেশোয়ার পদ এখন ন্যায়তঃ আমারি প্রাপ্য।

শ্রীপতি। একশোবার। তুমি একজন মহাযোদ্ধা, রাজনীতি-অভিজ্ঞ, তোমাকে পেশোয়া-পদে অভিষিক্ত করাই তো মহারাজের একান্ত উচিত।

চন্দ্রসেন। কিন্তু শুন্‌লাম, মহারাজ নাকি বিশ্বনাথ-পুত্র বাজীরাওকে পেশোয়া-পদে অভিষিক্ত কর্‌বেন।

পিলাজি। সংবাদ তো তাই।

চন্দ্রসেন। আপনারা মহারাজের কথার কোন কিছু প্রতিবাদ কর্‌লেন না?

পিলাজি। যথেষ্ট করেছিলাম, কিন্তু কোন ফল হ'লো না, বাধ্য হ'য়ে মত দিতে হ'লো।

চন্দ্রসেন। একজন তরলমতি যুবক হবে মহারাষ্ট্রের পেশোয়া?

এ দেখছি ধ্বংসের পূর্ব্বসূচনা। শুনুন আপনারা। মহারাজের এ প্রস্তাবে কখনো সম্মত হবো না আমরা—আর বাজীরাওকেও পেশোয়ার পদ দেবো না। সে ক্ষেত্রে আমি উপস্থিত থাকলে কখনই এতদূর গড়াতো না। যাক্—এখনো সময় আছে।

[নেপথ্যে ডঙ্কাধ্বনি ও জয়ধ্বনি—জয় পেশোয়া বাজীরাওয়ের জয়।]

চন্দ্রসেন। ওকি? চলুন—চলুন, ব্যাপার কি দেখিগে চলুন।

[প্রস্থানোদ্যোগ।]

মহাদেব শর্ম্মার প্রবেশ।

মহাদেব। শুধু শুধু আর রাস্তা হেঁটে যাবেন না সেনাপতি মশায়! সে গুড়ে বালি!

চন্দ্রসেন। সে কি ব্রাহ্মণ?

মহাদেব। আজ্ঞে, কাজ একদম ফরসা। হায় হায়, আপনার কপাল এবার ভাঙলো। ভেবেছিলাম আপনার মত মহাশয় ব্যক্তির ল্যাজ ধ'রে অধম ব্রাহ্মণ আমিও ত'রে যাবো। সিপাই-মিপাই একটা কিছু হ'য়ে ঘুষ খেয়ে খেয়ে ভুঁড়ি মোটা ক'রে ফেল্‌বো। হায় হায়, সব 'উল্টা বুঝিলি রাম' হ'য়ে গেল।

চন্দ্রসেন। পাগলামি ক'রে না মহাদেব! ব্যাপার কি, তাই খুলে বল।

মহাদেব। বাজীরাওয়ের অভিষেক হ'য়ে গেল।

চন্দ্রসেন। হ'য়ে গেল?

মহাদেব। শুন্‌তে পেলেন না জয়ধ্বনি আর ডঙ্কানাদ? এখন আর কি কর্‌বেন বলুন, বুক চাপড়ে মারা যান; না হয় লোটা-কম্বল হাতে নিয়ে বোম্ বোম্ কর্‌তে কর্‌তে কাশী চ'লে যান।

চন্দ্রসেন। দেখুন পিলাজি! আপনি আছেন, শ্রীপতিরাও আছেন, ত্র্যম্বক রাও, মলহর রাও ইত্যাদি বহুদিনের পুরাতন ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী আছেন, আপনারা সকলে এ বিষয়ে প্রতিবাদ করুন। মহারাজকে জানিয়ে দেন যে, যুবক বাজীরাওয়ের প্রভুত্ব আমরা মান্‌তে পার্‌বো না। একি কম অপমানের কথা! আমাদের সকলকে ঠেলে ফেলে পেশোয়া-পদে অভিষিক্ত কর্‌লেন কিনা একজন চঞ্চলমতি বালককে।

মহাদেব। আর হা-হুতাশ্ কর্‌লে কি হবে সেনাপতি মশাই! ওদিকে কাজ তো ফরসা হ'য়ে গেছে।

চন্দ্রসেন। তা হোক্, তত্রাচ আমরা মহারাজের এ অন্যায় কর্ম্মের প্রতিকূলে দাঁড়াবো। বলুন, আপনাদের কি অভিমত?

পিলাজি। আপনার মতেই আমাদের মত।

শ্রীপতি। তা যা বলেছেন।

চন্দ্রসেন। মহারাজ যদি আমাদের অনুরোধ রক্ষা না করেন, তাহ'লে আমরা বিদ্রোহিতা কর্‌বো। উদ্ধত যুবা বাজীরাওয়ের আদেশে আমাদের চালিত হ'তে হবে? এর চেয়ে মৃত্যুই আমাদের শ্রেয়ঃ।

মহাদেব। সেই ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীই তো এই কাণ্ড কর্‌লেন। বাজীরাও তাঁর প্রধান ভক্ত। মহারাজের মোটেই ইচ্ছা ছিল না। তাইতো সব মাটি হ'য়ে গেল। যাক্, তার জন্য আর চিন্তা কি? এইবার গোঁফে চাড়া দিয়ে তুড়িলাফ খেয়ে পড়ুন।

চন্দ্রসেন। চলুন, আমরা সকলে এখনই রাজসভায় যাই। আমিই প্রথমে এ বিষয়ে প্রতিবাদ আরম্ভ কর্‌বো—আপনারাও আমার প্রতিবাদের সমর্থন কর্‌বেন। মোটকথা বাজীরাওকে পেশোয়া-পদ দেওয়া হবে না।

শ্রীপতি। উত্তম যুক্তি। আমরা তাহ'লে রাজসভার দিকে অগ্রসর হ'লাম। আসুন পিলাজি!

মহাদেব। চলুন, আমিও আপনাদের সঙ্গে যাই। দক্ষযজ্ঞটা কেমন হয়, দেখ্‌তে হবে।

[চন্দ্রসেন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

চন্দ্রসেন। ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীব কি স্পর্দ্ধা! বাজীরাওকে পেশোয়া-পদ দিতে মহারাজকে অনুরোধ কর্‌লেন। ব্রাহ্মণ! রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দাঁড়াবার তোমার কি অধিকার আছে? না, পেশোয়া-পদ আমায় নিতেই হবে।

ছদ্মবেশী গিরিধরের প্রবেশ।

গিরিধর। সেনাপতি মশায়ের জয় হোক্।

চন্দ্রসেন। একি। মালবরাজ! আসুন—আসুন!

গিরিধর। চুপ! চুপ! আস্তে কথা বলবেন। শত্রু চতুর্দ্দিকে। আমায় এখন শেঠজি ব'লে সম্বোধন করুন। যাক্, সেদিকের কতদূর? আমার যে আর ধৈর্য্য থাকে না! যতদিন না কাশীবাঈকে আমার অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী কর্‌তে পারি, ততদিন আমার শান্তি নেই।

চন্দ্রসেন। কাশীবাঈকে কৌশলে আপনার হাতে আমি নিশ্চয় তুলে দেবো। তবে কি জানেন, উপস্থিত একটা নূতন বিভ্রাট ঘটেছে।

গিরিধর। বিভ্রাট!

চন্দ্রসেন। মহারাজ বাজীরাওকে প্রধান পেশোয়া-পদে অভিষিক্ত করেছেন। ন্যায়তঃ সে পদ আমারি প্রাপ্য। সেইজন্য আমার মস্তিষ্ক বিকৃত। সর্ব্বাঙ্গে যেন বৃশ্চিক দংশন কর্‌ছে।

গিরিধর। তার জন্য চিন্তা কি বন্ধু, আপনি জোর ক'রে এই পদ গ্রহণ করুন। প্রয়োজন হয়, আমি আপনার সাহায্য করবো, আমার বন্ধু নিজাম বাহাদুরও সাহায্য করবেন। মালব আর নিজাম দুই শক্তির বিরুদ্ধে মহারাজ কতক্ষণ টিকে থাকবেন?

চন্দ্রসেন। আজ রাজসভায় মহারাজের এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করবো আমরা। তাতে যদি তিনি না শোনেন, পরে ওই ব্যবস্থা করলেই চলবে।

গিরিধর। যাতে শীঘ্র শীঘ্র কাশীবাঈকে উধাও করাতে পারেন, তার চেষ্টা করুন। এর জন্য লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা আপনি নিশ্চয়ই পাবেন। ধরুন, আজই ধরুন, তাহ'লে আপনার নিশ্চয়ই বিশ্বাস হবে।

[মুদ্রার থলি দিল।]

চন্দ্রসেন। না—না, আপনাকে আমার কোন অবিশ্বাস নাই। তবে স্থির জানবেন—কাশীবাঈকে আমি আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবোই দেবো।

গিরিধর। তাহ'লে আমি এখন চললাম, সময়মত এসে সাক্ষাৎ করবো।

[প্রস্থান।

চন্দ্রসেন। লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা! সৌভাগ্য অযাচিতভাবে আমার কাছে এসে উপস্থিত হ'লো। এইবার পেশোয়া-পদ গ্রহণ করতে পারলেই পূর্ণ সৌভাগ্যের অধিকারী হবো।

ধীরাবাঈয়ের প্রবেশ।

ধীরাবাঈ। মানুষ যা মনে করে, ভগবান্ করেন ঠিক তার

বিপরীত। তবু মানুষের চৈতন্য হয় না। দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের মত আলেয়ার পেছু পেছু ছুটে যায়।

চন্দ্রসেন। তুমি কি বল্‌ছো ধীরা?

ধীরাবাঈ। সংসারে যা সত্য, সেই কথাই বল্‌ছি। মানুষ মনে মনে অনেক কিছু জল্পনা-কল্পনা করে, পরের সর্ব্বনাশের অনেক কিছু মতলব আঁটে, কিন্তু একটিবারও ভাবে না অলক্ষ্যে একজন আছেন, তিনি মানুষের মনের কথা সবই জান্‌তে পারেন।

চন্দ্রসেন। যাও, বিরক্ত ক'রো না। সব সময় তোমার হিতোপদেশ ভাল লাগে না।

ধীরাবাঈ। পেশোয়া-পদ পাও নি ব'লে বড় দুঃখ হয়েছে তোমার। আহা, তা তো হবারই কথা। যেহেতু তুমি একজন—

চন্দ্রসেন। বিদ্রূপ কর্‌তে এলে? জান, আমি তোমার স্বামী?

ধীরাবাঈ। জানি।

চন্দ্রসেন। তবে দ্বিরুক্তি না ক'রে এখান হ'তে চ'লে যাও।

ধীবাবাঈ। এখনি একজন এসে তোমায় যে ঐ মুদ্রার থলিটা দিয়ে গেল, উনি কে?

চন্দ্রসেন। শেঠজি—আমার বন্ধু।

ধারাবাঈ। কি জন্য দিয়ে গেল?

চন্দ্রসেন। তার কৈফিয়ৎ তোমায় দিতে হবে?

ধীরাবাঈ। ক্ষতি কি? আমি তো তোমার পত্নী।

চন্দ্রসেন। নামে মাত্র।

ধীরাবাঈ। তার অর্থ?

চন্দ্রসেন। স্বামীর প্রতি পত্নীর যেটুকু ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকা দরকার, তোমাতে তার কিছুই নেই। তাই মনে হয়—

ধীরাবাঈ। কি মনে হয়?

চন্দ্রসেন। যাক্, আমি তোমার সঙ্গে তর্ক কর্‌তে চাই না। তবে একটা কথা—তুমি আজ থেকে বাজীরাওয়ের বাড়ীতে যাওয়া আসা কর্‌তে পাবে না, তাদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখ্‌বে না।

[প্রস্থান।

ধীরাবাঈ। উঃ! বুঝেছি। আমার চরিত্রে তোমার সন্দেহ এসেছে। স্পষ্ট বল্‌তে না পেরে আকার ইঙ্গিতে সেই কথা আমায় জানিয়ে দিয়ে গেলে। দেখ্‌ছি তোমারও অধঃপতনের দিন ঘনিয়ে এসেছে। তোমায় রক্ষা করে কার সাধ্য।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

সাতারা-রাজ্য—বনপথ।

বন্যবালিকাগণ গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল।

বন্যবালিকাগণ।—

গীত।

ফুল—ফুল—ফুল!
বনের আঁধারে ফুলের তরে ছুটি গো আকুল॥
গান গেয়ে যাই, রোশনি ছড়াই,
পাতার কুঁড়েতে জোছনা রাতে বঁধুর সাথে দিই কত দুল॥

[প্রস্থান।

মস্তানী ও ছত্রশালের প্রবেশ।

মস্তানী। পিতা! পথশ্রমে ক্লান্ত তনু,
অবশ চরণ, পিপাসায় কণ্ঠাগত প্রাণ!
আর কতদিন এইভাবে বেড়াবে ঘুরিয়া?
তাচ চেয়ে এইখানে—
ওই বুনোদের ঘরে
চল যাই লইগে আশ্রয়।

ছত্রশাল। উঃ, মস্তানি! সত্য কথা মা গো!
কিন্তু ওরা পরিচয় পেলে
আমাদের দেবে না আশ্রয়।
আমাদের যেই দেখে,
সেই করে সন্দেহ মা!
দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী নবাবের ভয়ে
কেউ আমাদের দিলে না আশ্রয়।
মস্তানি! মস্তানি!

মস্তানী। কেন বাবা?

ছত্রশাল। কেন তুই সে বিবাহে করিলি অমত?
তাহ'লে তো এত জ্বালা হ'তো না সহিতে।
নাহি যেতো রাজ্যধন,
দীন ভিখারীর মত
পথে পথে হ'তো না কাঁদিতে।

মস্তানী। উঃ, পিতা! তুমি কি নিষ্ঠুর!
পুনঃ কেন সেই কথা কর উচ্চারণ?

হিন্দুরাজা তুমি,
রাখিয়াছ মর্য্যাদা তোমার।
যাক্ রাজ্যধন, কিবা ক্ষতি তায়?

ছত্রশাল। হিন্দুরাজা আমি,
কিন্তু বিপন্ন এ হিন্দুরাজে
কোন হিন্দুরাজা দিলে না আশ্রয়।
তাই ভয় হয় মনে—
হিন্দুর কি জাতীয়তা মুছে যাবে
ইতিহাস হ'তে?

মস্তানী। তবে অনুমতি দাও মোরে পিতা
মরিবার তরে। মোর মৃত্যু বিনা
তোমার দুঃখের দিন যাবে না কখন।
দাও—অনুমতি দাও পিতা—

ছত্রশাল। তাও কি সম্ভব? স্বহস্ত-রোপিত তরু
কেবা পারে করিতে ছেদন?

মস্তানী। কদর্য্যে জনম মোর, জগতের
আবর্জ্জনা আমি। মৃত্যুতে আমার
নাহি হবে জগতের কোন অকল্যাণ।

ছত্রশাল। চুপ কর্—চুপ কর্ মা মস্তানি!
জীর্ণ বক্ষে কেন তুই করিস্ আঘাত?
কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্য—দুঃখের বিষয়—
দুনিয়ায় একজন নাহিক মানুষ।

মস্তানী। ভুল পিতা! নিশ্চয় মানুষ আছে
দুনিয়ার বুকে। নিতে হবে

সন্ধান তাহার।
এতদিন অমানুষের কাছে
চেয়েছ আশ্রয়,
তাই পাও নাই কৃপাকণা তার।
এইবার মানুষের কাছে গিয়ে
জানাইব মোরা, মানুষ আমরা—
চাই যে আশ্রয়—বাঁচাও মোদের।
দেখি, মানুষ তাহাতে দেয় কিনা সাড়া?

ছত্রশাল। কোথা সে মানুষ?

মস্তানী। এসেছি আমরা এবে শিবাজীর রাজ্যে।
শিবাজীর বংশধর মহারাজ সাহু
হেথা করেন রাজত্ব।
তাঁর কাছে চল যাই পিতা!

ছত্রশাল। তিনি কি আশ্রয় দেবেন মোদের?

মস্তানী। নিশ্চয় দেবেন।
শিবাজীর পৌত্র তিনি—
প্রকৃত মানুষ, তাঁর দ্বারা কলঙ্কিত
নাহি হবে বংশের গরিমা।
ভেবে দেখ শিবাজীর কর্ম্মের মহিমা।
তাঁরি রক্ত সঞ্চালিত সাহুর দেহেতে।

ছত্রশাল। তবে তাই চল্ মা!
শেষ চেষ্টা—শেষ আশা।
বিফল হইলে দুইজনে একসঙ্গে
ঝাঁপ দেবো ওই তটিনী-সলিলে।

সহসা সৈন্যগণসহ মহম্মদখাঁ বঙ্গষের প্রবেশ।

মহম্মদ। ওই যে পলায়িত বৃদ্ধ রাজা ছত্রশাল—ওই তার কন্যা মস্তানী। সৈন্যগণ! বন্দী কর—বন্দী কর দু'জনকে।

ছত্রশাল। মস্তানি! মস্তানি!

মস্তানী। ধৈর্য্য ধর বাবা!

মহম্মদ। বৃদ্ধ রাজা ছত্রশাল! তোমার রাজ্য তো মহাশ্মশানে পরিণত করেছি—তবুও তোমার চৈতন্য হ'লো না। চুপি চুপি প্রাসাদ হ'তে কন্যাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছ। কিন্তু বঙ্গষখাঁর শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে তুমি কোথায় যাবে? কেউ তোমাদের আশ্রয় দেবে না। যদি ভাল চাও, আমার হস্তে তোমার কন্যাকে অর্পণ কর। রাজ্য ধন সব ফিরে পাবে।

ছত্রশাল। কিন্তু সম্মান তো ফিরে পাবো না।

মহম্মদ। রাজনন্দিনি!

মস্তানী। যা ব'লে এসেছি আমি তার আর নড়চড় হবে না।

মহম্মদ। আমি যদি এখনি তোমায় জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যাই?

মস্তানী। তা আপনি নিয়ে যেতে পারেন। আপনার সে ক্ষমতা যথেষ্ট আছে। কিন্তু আপনি কি আমার মনকে জয় করতে পারবেন কোনদিন?

মহম্মদ। সে কথা পরে হবে। এখন আমার সঙ্গে নীরবে চ'লে এস।

মস্তানী। আমার বৃদ্ধ পিতাকে ফেলে আমি কোথাও যাবো না।

ছত্রশাল। নবাব! নবাব! তুচ্ছ একটা নারীর জন্য কেন তুমি

ভগবানের অভিশাপ মাথায় তুলে নিচ্ছো? মস্তানীর চেয়ে বহু সুন্দরী কন্যা তো সংসারে আছে। তোমায় যে চায় না, তুমিই বা তাকে চাইছো কেন? জীবন তাতে শান্তির হবে না—চিরদিন অশান্তিই ভোগ করতে হবে।

মহম্মদ। স্তব্ধ হও বৃদ্ধ রাজা! এস মস্তানি!

[মস্তানীর হস্তধারণ]

মস্তানী। পিতা! পিতা!

ছত্রশাল। নবাব! দুর্ব্বৃত্ত নবাব! তবে এস, আমি তোমায় একবার শেষ কামড় দিয়ে যাই!

[গুপ্ত অস্ত্র বাহির করিয়া মহম্মদ খাঁকে আঘাত করিতে উদ্যত]

মহম্মদ। সৈন্যগণ! বধ কর—বধ কর উন্মাদ রাজাকে।

[সৈন্যগণের সঙ্গে যুদ্ধ, ছত্রশাল আহত হইয়া পতিত হইল, মস্তানীকে লইয়া সৈন্যগণসহ মহম্মদ খাঁ বঙ্গষের প্রস্থান, মস্তানী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।]

ছত্রশাল। মস্তানি! মস্তানি! মা আমার! উঃ, ভগবান্! একি কঠিন শাস্তি আমায় দিলে?

ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীর প্রবেশ।

ব্রহ্মেন্দ্র। কে কাঁদে—কে কাঁদে? রমণীর আর্ত্তকণ্ঠস্বর! এই নিবিড় অরণ্যে সহসা রোদনধ্বনি! মা ব্রহ্মময়ি! আবার তুই কি খেলা খেল্‌তে চাস্ মা! একি! কে—কে তুমি বৃদ্ধ, আহত অবস্থায় প'ড়ে রয়েছ? [তুলিল]

ছত্রশাল। বুন্দেলখণ্ডের রাজা আমি—নাম ছত্রশাল। হে মহা-পুরুষ! রোহিলার নবাব কর্ত্তৃক আমি রাজ্যভ্রষ্ট! নবাব আমার কন্যার

পাণিগ্রহণ করতে চায়, কিন্তু আমার কন্যা তাকে প্রত্যাখ্যান করে, সেইজন্য নিষ্ঠুর নবাব আমার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়েছে। অনন্যোপায় হ'য়ে গভীর রাত্রে কন্যার হাত ধ'রে প্রাসাদ হ'তে পালিয়ে আসি। অনেকের কাছে আশ্রয় ভিক্ষার জন্য গিয়েছি, কিন্তু কেউ নবাবের ভয়ে আমাদের আশ্রয় দেয় নাই। শেষ আশা ছিল শিবাজীর বংশধর মহারাজ সাহু যদি আমাদের আশ্রয় দেন। সারা হিন্দুস্থানে মানুষ দেখ্‌তে পেলাম না দেব! দেখ্‌তে এসেছিলাম এবার মানুষের সাড়া পাই কিনা? কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, নবাব এখানেও আমাদের অনুসরণ করে। উঃ, ঠাকুর! আমার কন্যাকে আমার বুক থেকে জোর ক'রে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। ওই তার আর্ত্তস্বর এখনো ভেসে আস্‌ছে।

ব্রহ্মেন্দ্র। ভয় নেই রাজা, তুমি এইখানেই আশ্রয় পাবে, এখানে মানুষও দেখ্‌তে পাবে।

ছত্রশাল। তেমন মানুষ কি আছে?

ব্রহ্মেন্দ্র। আছে। পরিচয় পাবে তার কর্ম্মে—চরিত্রে। অশ্রুজল মুছে ফেল রাজা! ব্রহ্মময়ী মাকে আমার ডাক।

ছত্রশাল। কে আপনি মহাভাগ?

ব্রহ্মেন্দ্র। আমি মায়ের দীন সন্তান। এখন আমার সঙ্গে এস। নবাবের কবল হ'তে কন্যাকে তোমার উদ্ধার ক'রে দেবো।

ছত্রশাল। জয় হোক্ আপনার।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

সাতারা-রাজসভা।

সাহু, শ্রীপতি, চন্দ্রসেন, পিলাজি ও মহাদেব।

সাহু। কহ পারিষদগণ! সত্যই কি
আমি বাজীরাওয়ে পেশোয়ার পদ
দিয়ে করিয়াছি ভুল?

চন্দ্রসেন। সত্য মহারাজ, হইয়াছে ভুল।

সাহু। সেকি চন্দ্রসেন? বালাজী বিশ্বনাথের
পুত্র বাজীরাও। যে বালাজী
স্তম্ভসম ছিল সাম্রাজ্যের,
যাঁর বুদ্ধিবলে, সমর-কৌশলে
একদিন সাতারার রাজবংশ
হয়েছিল গৌরবমণ্ডিত
হিন্দুস্থান মাঝে, সেই বীর বালাজীর
বীররক্তে গড়া বাজীরাও।
দানিয়া তাহারে পেশোয়ার পদ
করি নাই ভুল।
মনে হয় বাজীরাও হ'তে
সাতারার বাড়িবে গৌরব।

শ্রীপতি। সত্য কথা মহারাজ, কিন্তু—

পিলাজি। কাজটা এত শীঘ্র সম্পন্ন করা—

মহাদেব। যেহেতু মহারাজের হইয়াছে ভুল। যেহেতু মহারাজ

রাজ্যের মহারথীদের অন্নে হাত দিলেন। যেহেতু এতদিন এঁরা বেশ চালাচ্ছিলেন—

শ্রীপতি। সংযত হও মহাদেব!

চন্দ্রসেন। ন্যায়তঃ আমারি প্রাপ্য পেশোয়ার পদ।
পৈতৃক সম্পত্তি ইহা নহেক কাহারো।
রাজকার্য্যে পারদর্শী যেবা,
আছে যার উপযুক্ত রাজনীতি-জ্ঞান,
তাহারি পেশোয়া-পদে ন্যায্য অধিকার।
[পারিষদগণের প্রতি]
আপনাদের কিবা অভিমত?

পিলাজি ও শ্রীপতি। আমরাও সেই কথাটাই বল্‌তে চাই

মহাদেব। নইলে—

শ্রীপতি। আঃ!

সাহু। হ'লেও সে বয়সে নবীন,
চাহি তার যোগ্যতার পানে,
চাহি তার জনপ্রিয় কর্ম্মের সাধনে
বাজীরাওয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি
পেশোয়ার পদে।
সুযোগ্য পিতার পুত্র
পিতৃমুখ করিবে উজ্জল।

চন্দ্রসেন। তবে কি অযোগ্য মোরা?
এতদিন রাজ্যের কল্যাণকল্পে
করিলাম প্রাণপাত—
এখন কি মহারাজ আমাদের

অক্ষমতা করিয়া দর্শন
বাজীরাওয়ে দানিলেন পেশোয়ার পদ?

সাহু। না—না সেনাপতি! কোনদিন
তোমাদের ভাবি নি অযোগ্য;
সকলেই সুবিশ্বাসী সাধু কর্ম্মনিষ্ঠ
কর্ম্মচারী মোর। সকলেই এ রাজ্যের
পরম সুহৃদ।

চন্দ্রসেন। তবে কেন বাজীরাও—

সাহু। পূর্ব্বে কেন প্রতিবাদ হয়নি ইহার?
তাহ'লে তো অভিষেক
থাকিত স্থগিত।

মহাদেব। সেনাপতি মশাই সেদিন উপস্থিত থাকলে হয়তো এর জন্যে তেড়ে-ফুঁড়ে উঠ্‌তেন। মহারাজের খুব অন্যায় হ'য়ে গেছে। দেখ্‌ছেন না, পেশোয়া-প্রেয়সীকে ভেবে ভেবে ক'দিনে কি রকম কাহিল হ'য়ে পড়েছেন।

চন্দ্রসেন। চুপ কর্‌ পাগল!

মহাদেব। পাগল ব'লেই তো মাঝে মাঝে ছাগলের দলে মিশ্‌তে হয়।

সাহু। [অন্যান্য অমাত্যগণের প্রতি]
আপনাদের অভিমত কিবা?

শ্রীপতি। আমাদের অভিমত অন্য কিছু নয়,
তবে—বাজীরাও বয়সে বালক,
প্রকৃতি উদ্ধত, তাই ভয় হয়,
ভবিষ্যতে—

পিলাজি।　　সত্য কথা, চতুর্দ্দিকে
　　　　শ্যেনদৃষ্টি অরাতির।
　　　　রাজ্যের এ দুঃসময়ে
　　　　যদি বাজীরাও হ'তে
　　　　হয় কোন যুদ্ধের সূচনা—

মহাদেব। আহা, সেই ভয়ে এঁরা একবারে আড়ষ্ট হ'য়ে গেছেন। সকলেই রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কিনা!

গীতকণ্ঠে ত্র্যম্বকের প্রবেশ।

ত্র্যম্বক।—

গীত।

আমি বলি তাহা নয়, তাহা নয়।
অন্তর এদের ভ'রে আছে বিষে, নিঃশ্বাসও বিষময়।
এরা নিজে নিজে চায় বড় হ'তে
কেহ না দাঁড়াবে তাতে,
উ ই ইঁদুরের স্বভাব যাদের তারা কি কখনো সাধু হয়।

[প্রস্থান।

সাহু। শোন চন্দ্রসেন আমি যেন আর তোমার মুখ দিয়ে বাজীরাওয়ের অভিষেকের বিরুদ্ধে কোন কথা শুন্‌তে না পাই। আর আপনাদেরও বল্‌ছি অমাত্যগণ, বাজীরাওয়ের উপর সকলে যখন এতখানি সন্দিহান ছিলেন, অভিষেকের পূর্ব্বে আমার কাছে আপনাদের অভিযোগ করা উচিত ছিল। আমি গুপ্তভাবে অভিষেক-কার্য্য সম্পন্ন করি নি। আমি তাকে পেশোয়া-পদে বরণ করেছি—আজ দরবারে প্রথম অধিবেশনে স্বহস্তে তাকে পেশোয়ার

আসনে বসাবো। তবে ভবিষ্যতে নবীন পেশোয়া হ'তে যদি রাষ্ট্রের কোন অমঙ্গল সাধিত হয়, তখন আমি সেদিকে লক্ষ্য দেবো। এখন আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, আজ আপনারা দরবারে শিষ্টাচার রক্ষা কর্বেন।

ছত্রশালের প্রবেশ।

ছত্রশাল। মহারাজের জয় হোক্।

সাহু। কে তুমি আগন্তুক ?

ছত্রশাল। একজন সর্ব্বহারা।

সাহু। কি চাও তুমি ?

ছত্রশাল। চাই সাহায্য।

সাহু। সেকি ?

ছত্রশাল। কন্যাব জন্য আমার সব গেছে, তারপর পথে এসে দাঁড়িয়েছিলাম তার হাত ধ'রে, কিন্তু দানব আমার কন্যাকে—

সাহু। আগে পরিচয় দাও ভদ্র! তারপর সাহায্যের কথা।

ছত্রশাল। আমি বুন্দেলখণ্ডের রাজা ছত্রশাল।

সাহু। আপনি!

ছত্রশাল। হ্যাঁ মহারাজ! একদিন রোহিলাখণ্ডের নবাব মহম্মদ খাঁ আমার গৃহে অতিথিরূপে উপস্থিত হয়, আমার কন্যাকে দেখে, তার পাণিগ্রহণের জন্য আমায় অনুরোধ করে, কিন্তু আমার কন্যা প্রত্যাখ্যান করে তার দাবী। সেজন্য নবাব প্রতিহিংসায় ক্ষিপ্ত হ'য়ে আমার রাজ্য আক্রমণ করে, আমায় রাজচ্যুত ক'রে বন্দী করে। তারপর একদিন নিশীথরাত্রে কারারক্ষীকে উৎকোচ দিয়ে কন্যাকে নিয়ে পালিয়ে যাই।

সাহু। তারপর?

ছত্রশাল। তারপর আমাদের ধর্‌বার জন্য নবাব চতুর্দ্দিকে পুরস্কার ঘোষণা ক'রে দিলে। অনেক রাজার কাছে গেলাম, কিন্তু কেউ নবাবের ভয়ে আমাদের আশ্রয় দিলে না। এতবড় হিন্দুস্থানের কোন হিন্দুরাজা তার বিপন্ন ভাইকে একটু আশ্রয় দিলে না। জীবনে ধিক্কার হ'লো, আত্মহত্যার সঙ্কল্প কর্‌ছিলাম, হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল মারাঠাকুলতিলক হিন্দুর গৌরব প্রাতঃস্মরণীয় ছত্রপতি শিবাজীর বংশধরের কথা। তাই পিতা-পুত্রীতে আস্‌ছিলাম এখানে, কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত মহম্মদ খাঁ অতর্কিতভাবে উপস্থিত হ'য়ে বনমধ্য হ'তে আমার বুক ছিনিয়ে কন্যাকে ধ'রে নিয়ে গেল।

সাহু। আপনি এখন কি চান?

ছত্রশাল। চাই সাহায্য, কন্যার উদ্ধার।

সাহু। সাহায্য! তাইতো—

শ্রীপতি। শুধু অশান্তির সৃষ্টি।

ছত্রশাল। মহারাজ!

সাহু। আমি নিরুপায়। রাজনীতিঘটিত ব্যাপারে আমি এখন হস্তক্ষেপ কর্‌তে পার্‌বো না।

ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীর প্রবেশ।

ব্রহ্মেন্দ্র। এই কি মহাত্মা শিবাজীর বংশধরের মত কথা হ'লো মহারাজ? রাজপুতের জীবন নিয়ে জন্মেছ, তুচ্ছ বিপদের আশঙ্কায় আশ্রয়প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান ক'রে মারাঠার ইতিহাসখানাকে মলিন ক'রে রেখে যেতে চাও? অগ্রগামী মারাঠাজাতিকে সমস্ত জাতির পশ্চাতে ফেলে রেখে দিতে চাও?

সাহু। আমায় কি এর জন্য বিপদগ্রস্ত হ'তে বলেন দেব ?

ব্রহ্মেন্দ্র। সর্ব্বস্ব বিনিময়েও মারাঠার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে হবে—পিতামহের মুখ উজ্জ্বল কর্‌তে হবে। আমিই এই রাজা ছত্রশালকে বন হ'তে আহত অবস্থায় আমার আশ্রমে নিয়ে এসেছি; আজ তোমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি।

সাহু। কিন্তু—

ব্রহ্মেন্দ্র। এতে আর কিন্তু নেই সাহু! এমন সুযোগ আর আস্‌বে না। মারাঠার ইতিহাস কীর্ত্তির অক্ষরে গৌরবান্বিত কর্‌তে, মারাঠার জীবন সহস্রগুণে গৌরবময় কর্‌তে এমন দিন আর আস্‌বে না। তুমি এঁকে আশ্রয় দাও—এঁর কন্যার উদ্ধারে সাহায্য কর। এর জন্য যদি তোমার সর্ব্বস্ব যায় সেও ভাল, তবু পৃথিবীর পরমায়ুর সঙ্গে ছত্রপতি শিবাজীর অমর কীর্ত্তির মত তোমারও কীর্ত্তি উজ্জ্বল হ'তে উজ্জ্বলতর হোক্।

সাহু। কিন্তু আমার শক্তি কোথায় প্রভু? দুরন্ত মোগল যে আমার শক্তিকে চূরমার ক'রে দিয়েছে।

ব্রহ্মেন্দ্র। না সাহু, শক্তি আকাশ হ'তে আবার নেমে আস্‌বে। নিজেকে অত হীন মনে ক'রে শিবাজীর কীর্ত্তি মলিন ক'রো না। বুক ফুলিয়ে দাঁড়াও, দেখ্‌বে দেবতার শক্তিতে তোমার বুক ভ'রে যাবে, দেখ্‌বে প্রতি শিরা উপশিরায় শিবাজীর রক্ত নৃত্য কর্‌ছে, প্রতি লোমকূপ দিয়ে শক্তির উত্তেজনা নির্গত হ'চ্ছে। আশ্রিত-রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়ে এমন কীর্ত্তি সঞ্চয় ক'রে যাও, যা চিরদিন শাশ্বত—অষ্টবজ্র সম্মিলনের মত মারাঠার ইতিহাসকে পৃথিবীর বুকে মহিমময় ক'রে রেখে দেবে।

সাহু। আমার শান্তির রাজ্যে অন্তর্বিপ্লবের আগুন জ্বালাতে পারবো না। আমায় অনুরোধ করবেন না গুরুদেব!

ব্রহ্মেন্দ্র। ওঃ! সাহু! তোমার একি অধঃপতন!

ছত্রশাল। আশ্রয়ে আর কাজ নেই দেব, সাহায্যেও আর প্রয়োজন নাই। ভেবেছিলাম এইবার প্রকৃত মানুষের সন্ধান পাবো, কিন্তু এখন দেখ্‌ছি মহাত্মা শিবাজীর সঙ্গে সঙ্গে মারাঠার সব চ'লে গেছে। [প্রস্থানোদ্যত]

বাজীরাওয়ের প্রবেশ।

বাজীরাও। না, কিছুই যায় নাই। এতবড় দুরপনেয় কলঙ্কের মাঝখানে মারাঠাজাতিকে ফেলে দিয়ে আপনি কোথায় যাবেন মহারাজ? ন্যায়ের পথে—অত্যাচারীর বিরুদ্ধে—আর্ত্তের রক্ষাকল্পে বাজীরাও দেবে আপনাকে আশ্রয়; আর সমস্ত রাষ্ট্র থাকবে আপনার সহায়।

চন্দ্রসেন। আমাদের অনুমান সত্য কিনা দেখুন মহারাজ! বাজীরাওয়ের হঠকারিতায় এইবার রাজ্যের সর্ব্বনাশ হবে।

মহাদেব। আহা, সেনাপতি মশাই পূর্ব্বজন্মে নিশ্চয় কোন বিখ্যাত 'রাস্তায় বসা' জ্যোতিষী ছিলেন।

বাজীরাও। মহারাজ! আজ যদি এই বৃদ্ধ রাজা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফিরে যায়, তাহ'লে আপনার কল্যাণলক্ষ্মীরও দ্বার ধীরে ধীরে রুদ্ধ হ'য়ে যাবে। যান গুরুদেব, আপনি এখন এঁকে নিয়ে আশ্রমে যান।

ব্রহ্মেন্দ্র। মনে রেখো সাহু! কীর্ত্তি-প্রতিষ্ঠার এ সুযোগ আর আস্‌বে না। এস ছত্রশাল! নির্ভয়। [ছত্রশালকে লইয়া প্রস্থান।

চন্দ্রসেন। দেখুন মহারাজ, কি ঔদ্ধত্য আপনার নিযুক্ত নবীন পেশোয়ার।

শ্রীপতি। সেইজন্যেই তো আমরা শঙ্কিত হ'য়ে পড়েছি।

পিলাজি। তা বইকি! এ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে—

বাজীরাও। আপনারা জানেন, আমি নামসর্ব্বস্ব পেশোয়া-পদের জন্য একটা দিনও লালায়িত হই নি। বর্ত্তমানে দেশের অবস্থা—প্রজার দুর্দ্দশা আমাকে এমনি মুহ্যমান ক'রে দিয়েছে যে, আমি তাতেই আত্মহারা; আমি নামসর্ব্বস্ব পেশোয়া-পদের অভিলাষী নই, প্রয়োজন হয়, সে পদ আপনারা নিন। আমার আকাঙ্ক্ষা, আমি যেন রেখে যেতে পারি জগতে আমার জাতির পরিচয়।

মহাদেব। সেনাপতি মশাই! আর কেন, এইবার কোমর বাঁধুন।

চন্দ্রসেন। কি জ্বালাতন কর ব্রাহ্মণ!

বাজীরাও। ব্রাহ্মণ প্রকারান্তরে সত্য কথাই বলেছেন। যদি পেশোয়া-পদের জন্য রাজ্যে অন্তর্বিপ্লবের সৃষ্টি হয়, আমি চাই না পেশোয়া হ'তে, আপনারা যে কোন যোগ্য ব্যক্তিকে পেশোয়ার পদে বরণ করুন। অন্তর্বিপ্লব জাতির উত্থানের মেরুদণ্ড বিচূর্ণ ক'রে দেয়, এ অতি সত্য কথা। অন্তর্বিপ্লব বন্ধ না হ'লে কখনো জাতির প্রতিষ্ঠা হয় না। আর জাতির সাহায্য ছাড়াও রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা হয় না। চেয়ে দেখুন, দিল্লীশ্বরের স্বেচ্ছাচারী শাসনকর্ত্তাদের অত্যাচারে হিন্দুস্থানে হিন্দুদের কি চরম দুর্দ্দশা!

শ্রীপতি। আমরা তার কি করতে পারি?

বাজীরাও। আমরা সব করতে পারি। সমস্ত হিন্দুরাজা যদি আজ একতাবদ্ধ হ'য়ে দাঁড়ায়, সাধ্য কি মোগল প্রভুত্ব করে এই

হিন্দুস্থানের বুকের উপর? কিন্তু হিন্দুর সে ঐক্যশক্তি—সে পণ কোথায়? নিজ নিজ স্বার্থের জন্য মোগলের স্বার্থের পদতলে মাথা নত ক'রে দিয়েছে—এমন কি স্বজাতির উচ্ছেদসাধনে বিভীষণের মত মোগলকে ঘরের কথা জানিয়ে দিচ্ছে। মহারাজ! যদি আমায় পেশোয়া-পদে নিযুক্ত করেছেন, তবে আমার শক্তির পরিধি জানিয়ে দিন। আমি নামসর্ব্বস্ব পেশোয়া-পদ নিয়ে নিজেকে ধন্য হ'তে চাই নে। আমি মানুষ, হিন্দুর সন্তান, চাই আমার জাতির গৌরব-প্রতিষ্ঠা—চাই আমার জন্মভূমির চির স্বাধীনতা।

সাহু। চন্দ্রসেন! বাজীরাও বয়সে বালক হ'লেও অন্তরে এর জাতির কল্যাণকামনার কতখানি উদ্দীপনা দেখ্‌ছো? না—না, আমি এঁকে পেশোয়া-পদে প্রতিষ্ঠিত ক'রে ভুল করি নি। আমার মনে হয়, এই বাজীরাও একদিন শিবাজীর স্বপ্ন সফল করবেন। শুনুন বাজীরাও! আমি আপনাকে নামসর্ব্বস্ব পেশোয়া-পদে অভিষিক্ত করি নি। পেশোয়ার দায়িত্ব নিয়ে—করুন আপনি দেশ ও জাতির কল্যাণসাধন; আপনার জনহিতকর কার্য্যের সাম্‌নে মাথা তুলে দাঁড়াবে না কেউ। আপনি এখন দরবারে প্রথম অধিবেশনে গৌরবমণ্ডিত পেশোয়ার আসনে উপবেশন করুন।

[পেশোয়ার আসনে উপবেশন করাইয়া দিলেন।]

বাজীরাও। আমার পূজনীয় পিতৃদেব-স্পর্শিত এই পবিত্র আসন স্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, আমার এই অসি চিরদিন থাক্‌বে জাগ্রত—কর্ত্তব্য থাক্‌বে উদ্দীপিত রাষ্ট্র ও জাতির মঙ্গলবিধানে।

সাহু। আমি নিশ্চিন্ত! শুনুন আপনারা, পুনশ্চ যদি কোনদিন আপনাদের মুখে বাজীরাওয়ের বিরুদ্ধে কোনকথা শুন্‌তে পাই,

তাহ'লে সেদিন আপনাদের স্ব স্ব পদ হ'তে বিদায় গ্রহণ করতে হবে। জান্‌বেন বালকের অন্তরে যদি মানবতার দীপ্তি থাকে, তাহ'লে সে চিরনমস্য।

[প্রস্থান।

মহাদেব। চলুন চলুন সেনাপতি মশাই! চোখে কাপড় বেঁধে ঘরে চলুন। এযে একেবারে গুড়ে বালি।

চন্দ্রসেন। আসুন আপনারা। তুচ্ছ একটা বালকের সাম্‌নে আমাদের অপমান করা মহারাজের খুবই অসঙ্গত হয়েছে। এ অপমানের প্রতিশোধ আপনাদের নিতেই হবে। চ'লে আসুন।

[বাজীরাও ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বাজীরাও। বাঃ—চমৎকার। এরাই রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী পরিচালক! ওঃ, জাতির কি অধঃপতন। এঁরা শুধু চায় নিজের স্বার্থ। দেশ যাক্—জাতি যাক্—মান যাক্—মর্য্যাদা যাক্, তবু এরা চায় না মানুষ হ'তে। হিংসায় অন্তর এদের বিষিয়ে গেছে। এরাই কলির বিভীষণ। সর্ব্বাগ্রে চাই এদেরি উচ্ছেদসাধন, নইলে সব আয়োজন ব্যর্থ হবে, সব পণ্ডশ্রম হবে, মোগলের প্রভুত্ব কোনদিনই ট'লে উঠ্‌বে না, কোনদিনই হবে না এই ভারত আবার স্বাধীন ভারত।

[প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মাতৃমন্দির

ত্র্যম্বক গাহিতেছিল।

ত্র্যম্বক।—

গীত।

এবার জেগেছে মা তোর ঘুমিয়ে থাকা ছেলে।
কাঁদিস্ নে আর অভাগিনী—ভাসিস্ নে আর নয়নজলে॥
এবার মা গো ঘরে ঘরে কর্‌বে তোমার পূজা,
ওই নীল আকাশে দিনরাত উড়্‌বে জয়ের ধ্বজা;
আমরা তখন আকুল হ'য়ে
পড়্‌বো মা তোর চরণতলে ডেকে মা—মা ব'লে॥

চিমনাজীর প্রবেশ।

চিমনাজী। সত্যি নাকি ত্র্যম্বকদা, মায়ের ঘুমিয়ে থাকা ছেলে জেগে উঠেছে? সে মাই বা কে, ছেলেই বা কে?

ত্র্যম্বক। মা হ'চ্ছে জন্মভূমি, ছেলে হ'চ্ছে বাজীরাও।

চিমনাজী। কিন্তু দাদা আমার একা—জন্মভূমির সেবা কি ক'রে কর্‌বে? দাদার যে চারিদিকে শত্রু।

ত্র্যম্বক। শত্রু আপনিই নত হ'য়ে পড়্বে ভাই! তুমিও যেন দাদার মত হ'য়ো।

চিমনাজী। শুনেছ ত্র্যম্বকদা! দাদা আমার গেছে বুন্দেলখণ্ডের রাজাকে নিয়ে তার কন্যাকে উদ্ধার ক'রে আন্তে রোহিলার নবাবের কাছে।

ত্র্যম্বক। ভালই তো! তাতে মারাঠাজাতির মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্বে। আমি এখন চল্লাম।

চিমনাজী। কোথায়?

ত্র্যম্বক। দেশকে জাগাতে—আমার গানের ছন্দে।

[প্রস্থান।

চিমনাজী।—

গীত।

তবে আমিও জাগাবো দেশের মাটিকে আমারি গানের ছন্দে।
আর না ঘুমাবে, রহিবে জাগিয়া সারাটি সকাল-সন্ধ্যে॥
কাঁদিবে না আর বেদনা আঘাতে, করিবে না আর হাহাকার,
স্বর্গ নামিয়া আসিবে এখানে, কেহ না ফেলিবে অশ্রুধার;
মাতিয়া উঠিবে যত নরনারী নন্দন-ফুলগন্ধে॥

কাশীবাঈয়ের প্রবেশ।

কাশীবাঈ। খাবার সময় এখনো কি হয় নি ভাই? মায়ের মন্দিরে এসে দাঁড়িয়ে থাক্লেই পেট ভরবে?

চিমনাজী। মায়ের মন্দিরে দাঁড়িয়ে থাক্লে মা কি তার ছেলেকে খেতে দেবে না?

কাশীবাঈ। এ মা এখন আর সে মা নেই। এখন যে পাষাণ

হ'য়ে গেছে। নইলে সন্তানদের এত দুর্গতি হবে কেন? এস, অনেক বেলা হ'য়ে গেছে।

চিমনাজী। আমি যে মাকে দাদার কথা জানাতে এসেছি বৌদি! দাদার জন্য বড় ভাবনায় পড়েছি।

কাশীবাঈ। তাঁর জন্যে তোমায় ভাব্‌তে হবে না। তিনি মায়ের আশীর্ব্বাদে অক্ষত শরীরে ফিরে আস্‌বেন।

চিমনাজী। তবে যে বল্‌লে মা পাষাণী।

কাশীবাঈ। তিনি তো হাতে তুলে কিছু দেন না, অলক্ষ্যে থেকে আশীর্ব্বাদ করেন।

চিমনাজী। মা তো তাহ'লে বেশ।

কাশীবাঈ। সেইজন্যেই তো মাকে কেউ সহজে চিন্‌তে পারে না।

চিমনাজী। আচ্ছা এস বৌদি!

[প্রস্থান।

কাশীবাঈ। তাঁর জন্য আমিও মাঝে মাঝে চিন্তিত হ'য়ে পড়্‌ছি। জানি না মা তোর কি ইচ্ছা!

অদূরে চন্দ্রসেন ও গিরিধরের প্রবেশ।

চন্দ্রসেন। [দূর হইতে] ওই সেই বাজীরাও-পত্নী।

[প্রস্থান।

গিরিধর। তাই নাকি! [বংশীধ্বনি]

[দুইজন অনুচর আসিল; গিরিধরের ইঙ্গিতে কাশীবাঈয়ের চোখ মুখ বস্ত্রের দ্বারা বাঁধিয়া ফেলিল; কাশীবাঈ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।]

গিরিধর। নিয়ে আয়।

[কাশীবাঈকে লইয়া প্রস্থান।

চন্দ্রসেনের প্রবেশ।

চন্দ্রসেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! চমৎকার প্রতিশোধ। বাজীরাও! বাজীরাও! আমার ভাগ্যাকাশে তুমি রাহুর মত উদয় হয়েছ। প্রাণে আমার তিলমাত্র শান্তি নেই। ছলে—বলে—কিম্বা কৌশলে আমি চাই তোমার সর্ব্বনাশ সাধন। কেড়ে নেবো ওই পেশোয়া-পদ—যার জন্য তোমার অহঙ্কার হিমাচল স্পর্শ করেছে।

[প্রস্থানোদ্যত]

ধীরাবাঈয়ের প্রবেশ।

ধীরাবাঈ। পরের সর্ব্বনাশ কর্‌তে তোমার অন্তর একটুও কেঁপে উঠ্‌লো না? তোমার অন্তর্দেবতা কি একটিবারও তোমায় নিষেধ কর্‌লে না? ওঃ! আজ তুমি কি কর্‌লে?

চন্দ্রসেন। কি কর্‌লাম?

ধীরাবাঈ। কি কর্‌লে? একবার নিজের বুকে হাত দিয়ে বল তো দেখি। তুচ্ছ স্বার্থের জন্য তোমার মনুষ্যত্বকে জাহান্নমের পথে পাঠিয়ে দিলে? ছিঃ-ছিঃ! এ কলঙ্ক যে তোমার কোনদিন ঘুচ্‌বে না।

চন্দ্রসেন। কলঙ্ক! কিসের কলঙ্ক?

ধীরাবাঈ। হিন্দুর অধিষ্ঠাত্রী দেবী সম্মুখে বিরাজিত, ওঁর ওই করস্থিত খড়্গের দিকে চেয়ে দেখ, যেন ন'ড়ে ন'ড়ে উঠ্‌ছে! ওই মূর্ত্তির দিকে চেয়ে দেখ, যেন সজীব হ'য়ে উঠ্‌ছে। তাঁরি পুণ্য

প্রতিষ্ঠানে এত অনাচার? যাও—যাও, পালাও, নতুবা আকাশ চিরে এখুনি বাজ পড়্‌বে।

চন্দ্রসেন। হাঃ হাঃ-হাঃ! বাজ আমার মাথায় পড়্‌বে না। কেন তুমি ছায়ার মত আমার পিছু নিয়ে আছ? স্বামিদ্রোহিণি! কুলটা! ভ্রষ্টা! দূর হ'—দূর হ'!

[পদাঘাত করতঃ প্রস্থান।

ধীরাবাঈ। ওঃ! সতীরাণি! আমি কুলটা—ভ্রষ্টা—স্বামিদ্রোহিণী? তাইতো, আমি এখন কি করি? কুলনারীর ধর্ম্ম রক্ষা করি কি ক'রে? ভগবান্! তুমি আমায় পথ দেখিয়ে দাও।

চিমনাজীর প্রবেশ।

চিমনাজী। বৌদি—বৌদি, তুমি তো খাসা লোক আছ। আমায় ডাক্‌তে এসে তুমি কি এখানে ঘুমিয়ে গেলে? একি! কে? আমার বৌদি কোথায় গেল?

ধীরাবাঈ। সর্ব্বনাশ হয়েছে চিমন! তোমার বৌদিকে মালবরাজ ধ'রে নিয়ে গেল।

চিমনাজী। য়্যাঁ, তাহ'লে কি হবে? দাদা ফিরে এসে আমায় কি বল্‌বে? আমি যে বৌদির রক্ষার ভার নিয়েছিলাম। লজ্জায় কি ক'রে মুখ দেখাবো? সত্যি বল্‌ছো, মালবরাজ আমার বৌদিকে ধ'রে নিয়ে গেল?

ধীরাবাঈ। হ্যাঁ, সত্যই তাকে ধ'রে নিয়ে গেল।

চিমনাজী। উঃ! যদি দেখতে পেতাম। এখন কি কর্‌বো?

ধীরাবাঈ। চল, আমরা তাকে উদ্ধার ক'রে আনি গে চল।

চিমনাজী। তুমি মেয়েমানুষ—

ধীরাবাঈ। মারাঠার মেয়ে আমি।

চিমনাজী। কিন্তু তোমার স্বামী—

ধীরাবাঈ। তিনি কিছু বল্‌বেন না।

চিমনাজী। তাহ'লে চল।

ধীরাবাঈ। এস, দেখি এই শিশুনারীর অভিযানে ভগবানের মহিমারাশি বিচ্ছুরিত হয় কি না? মা! মা! সতীরাণি! সতীর ধর্ম্ম তুই রাখিস্ মা! [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রোহিলার প্রমোদকক্ষ।

নবাব চিনকিলিচ খাঁ ও মহম্মদখাঁ বঙ্গষকে জনৈক বান্দা সুরা দিতেছিল; নর্ত্তকীগণ গাহিতেছিল।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

আজি গোলাপ বাগে ঢেউ খেলে যায় চাঁদের মিঠি আলো।
বউ কথা কও ডাক্‌ছে পাখী ঢালো সখি সরাব ঢালো॥
হাস্‌নাহানা ছড়ায় মধু, আকুল তাতে হয় যে বঁধু,
মরা গাঙের বালুর চরে জোয়ার বুঝি এলো॥

[প্রস্থান; পশ্চাতে বান্দার প্রস্থান।

চিনকিলিচ। তোফা! তোফা! এইবার তোমার সাদিটা হ'য়ে গেলেই আনন্দে গৃহে ফিরে যাই দোস্ত!

মহম্মদ। শুভকার্য্য এইবার সম্পন্ন হবে। কিন্তু শুন্‌তে পাচ্ছি,

মস্তানী সুন্দরীকে উদ্ধার করতে নাকি পেশোয়া বাজীরাও আসছে এখানে। সেই খবর পেয়েই তো আপনাকে নিমন্ত্রণ ক'রে আনিয়েছি নিজাম বাহাদুর!

চিনকিলিচ। আরে তার জন্য ভয় কি! তোপে উড়ে যাবে বাজীরাও। নিজাম বাহাদুর চিনকিলিচ খাঁ, রোহিলার নবাব মহম্মদখাঁ বঙ্গষের সামনে থেকে মস্তানী সুন্দরীকে কেড়ে নিয়ে যাবে? হাঃ—হাঃ—হাঃ! তোপে উড়ে যাবে। কিন্তু বুন্দেল রাজ্যটা আমার চাই। ওই মুলুকে হীরের খনি আছে, সম্রাট ঔরঙ্গজেব অনেক চেষ্টাতেও রাজ্যটা দখল করতে পারে নি। রাজা ছত্রশাল ভারী জাঁহবাজ লোক।

মহম্মদ। আমি তার গর্ব্ব অহঙ্কার চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে দিয়েছি। বুন্দেল রাজ্য এখন আমার করায়ত্ত। এইবার মস্তানীর সঙ্গে সাদিটা হ'য়ে গেলেই—ব্যস্।

চিনকিলিচ। মালবরাজ গিরিধর—তিনিও আমায় জানিয়েছেন, প্রয়োজন হ'লে বাজীরাওকে দমন করতে আমায় সাহায্য করতে হবে। সাতারার সেনাপতি নাকি গিবিধরের বন্ধু। এইবার আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে বাজীরাওয়ের বুকে চেপে বসবো। ব্যস্, সে তখন আমাদের সঙ্গে সন্ধি করতে পথ পাবে না।

মহম্মদ। ইয়া আল্লা!

চিনকিলিচ। সাদিটা তাহ'লে হ'য়ে যাক্।

মহম্মদ। বাঁদি! নিয়ে আয় মস্তানী সুন্দরীকে।

চিনকিলিচ। হিন্দুরাজার মুসলমানী কন্যা—

মহম্মদ। মস্তানীর মা ছিল মুসলমানী বাঈজী, সে ছিল রাজা ছত্রশালের রক্ষিতা—তারই গর্ভে মস্তানীর জন্ম।

চিনকিলিচ। মুসলমান জাতির এ একটা কলঙ্ক। মস্তানীর মুসলমানেরই সহধর্ম্মিণী হওয়া উচিত।

মহম্মদ। কিন্তু সেই রূপগর্ব্বিতা মস্তানী কোন মুসলমানকে বিবাহ করতে চায় না।

চিনকিলিচ। স্পর্দ্ধার কথা! জানে না এর জন্য দিল্লীর বাদশা পর্য্যন্ত ক্ষেপে উঠ্‌তে পারেন। গোলামের বাচ্ছিকে সায়েস্তা ক'রে দাও দোস্ত! ভয় কি, নিজামশক্তি আছে তোমার পেছুতে।

মস্তানীকে জনৈক বাঁদী রাখিয়া গেল।

মস্তানী। আর নিজাম বাহাদুরেরও যেন স্মরণ থাকে দুর্ব্বলের পেছনে থাকে খোদার অপার শক্তি।

মহম্মদ। এই সেই মস্তানী।

চিনকিলিচ। বাঃ—বাঃ! যেন রমজানের চাঁদ। দোস্ত! তোমার নসিবটা খুব ভাল! তাই এমন আসমানের হুরীকে তোমার হারেমে আন্‌তে পেরেছ। যাক, এখন—

মহম্মদ। মস্তানি! তোমার সঙ্গে আজ আমার সাদির দিন। দেখ্‌ছো না কি রকম উৎসবের ঘটা প'ড়ে গেছে। মহামান্য নিজাম বাহাদুরও এ সাদিতে নিমন্ত্রিত হ'য়ে এসেছেন। এইবার তোমার দিল মসগুল ক'রে ফেল।

মস্তানী। রোহিলার নবাব মহম্মদখাঁ বড় ভুল ক'রে এই উৎসবের আয়োজন করেছেন। তাঁর ভাবা উচিত ছিল—এ উৎসব ব্যর্থ হবে।

মহম্মদ। কেন?

মস্তানী। জানি না আজ আমার বিবাহ হবে জানে কি

অজ্ঞানে! কি বল্‌বো নবাব! আপনি আমার বৃদ্ধ পিতার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়েছেন, তারপর—উঃ! ইচ্ছা হ'চ্ছে, আপনার বুকে একখানা ছুরী আমূল বসিয়ে দিয়ে প্রতিশোধ নিয়ে যাই।

মহম্মদ। শুন্‌ছেন নিজাম বাহাদুর?

মস্তানী। যদি ভাল চান আমায় এখনি ছেড়ে দিন। নতুবা দেখ্‌তে পাবেন আপনার এই পাপের পরিণাম কি ভয়ঙ্কর হ'য়ে দাঁড়াবে।

চিনকিলিচ। কেন মিছে তর্ক কর্‌ছো রাজনন্দিনি! তুমি তো মুসলমানী, বাঈজী-কন্যা; চিরদিন হিন্দু-মুসলমানের অবজ্ঞাত হ'য়ে পড়ে থাক্‌বে? আজ যদি রোহিলার নবাবের অঙ্কলক্ষ্মী হও, কি হিন্দু—কি মুসলমান, উভয় জাতিই তোমায় শ্রদ্ধাব আসন দেবে—যথাযোগ্য সম্মানও দেখাবে।

মস্তানী। আমি শ্রদ্ধা সম্মান কিছুই চাই না, আঁধারের বুকে জন্ম আমার, চিরদিন আঁধারেই মিশে থাক্‌তে চাই।

মহম্মদ। তাহ'লে বিবাহে সম্মত নও?

মস্তানী। কতবার আপনাকে বল্‌বো নবাব?

মহম্মদ। বটে! [মস্তানীর হস্ত ধরিল।]

চিনকিলিচ। আমি এখন বিশ্রাম-কক্ষে চল্‌লাম। চিড়িয়া বাগে এলে আমি যেন সংবাদ পাই! [প্রস্থান।

মহম্মদ। এস, এস মস্তানি! আজ এই মধুর উৎসবে আমার দিল মাতিয়ে তোল।

মস্তানী। ছাড়্‌—ছাড়্‌ শয়তান!

মহম্মদ। হাঃ—হাঃ—হাঃ!

[নেপথ্যে তোপধ্বনি]

মহম্মদ। ওকি! ওকি!

ছদ্মবেশী বাজীরাও ও ছত্রশালের প্রবেশ।

বাজীরাও। রক্ষা করুন নারীর মর্য্যাদা নবাবসাহেব! নতুবা এই পিস্তলের গুলিতে আপনার মাথার খুলি উড়ে যাবে।

মস্তানী। [ছুটিয়া গিয়া ছত্রশালের কাছে দাঁড়াইল।] বাবা! বাবা!

ছত্রশাল। এতদিনে মানুষ পেয়েছি মা, মানুষ পেয়েছি।

মহম্মদ। কে তুমি কাফের? এ কি দুর্ব্বার তোমার সাহস!

বাজীরাও। আমি কাফের হ'লেও মানুষ! প্রকৃত মানুষ যে, তার এ সাহস চিরদিনই থাকে। চ'লে আসুন মহারাজ আপনার কন্যাকে নিয়ে। সেলাম নবাব বাহাদুর!

[প্রস্থানোদ্যোগ]

মহম্মদ। ও, তুমিই বুঝি সেই পেশোয়া বাজীরাও?

বাজীরাও। অনুমান আপনার মিথ্যা নয় নবাব বাহাদুর!

মহম্মদ। এই, কে আছিস্, নিজাম-শিবিরে সংবাদ দে।

বাজীরাও। নিজাম-শিবির হ'তে একপ্রাণীও আর বেরুবে না। ওই শুনুন শিবিরবাসিগণের ঘোর আর্ত্তনাদ। [নেপথ্যে তোপধ্বনি ও "ইয়া আল্লা ইয়া আল্লা" শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল।] এইবার বুঝে দেখুন নবাব, কাফেরের শক্তি কত দুর্ব্বার।

মহম্মদ। কাফের! বিশ্বাসঘাতক! [অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

বাজীরাও। সাবধান! উড়ে যাবেন। অস্ত্র ফেলুন। [পিস্তল ধরিল, ভয়ে মহম্মদখাঁ অস্ত্র ফেলিয়া দিল।] চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকুন! আসুন মহারাজ!

মস্তানী। নবাব বাহাদুর! আপনাকে আর মস্তানীর পদতলে প'ড়ে মার্জ্জনা ভিক্ষা চাইতে হবে না; আমিই আপনাকে ক্ষমা ক'রে চল্‌লাম। তবে দিয়ে গেলাম আপনাকে এই ক্ষুদ্র পুরস্কারটুকু! যা আপনার অন্তরে চিরদিন গাঁথা থাকবে।

[পাদুকা নিক্ষেপ করতঃ প্রস্থান; পশ্চাতে
বাজীরাও ও ছত্রশালের প্রস্থান।

মহম্মদ। উঃ! একি অপমান! এই, কে আছিস্--কাফেরদের বন্দী কর্—বন্দী কর্—

দ্রুত চিনকিলিচ খাঁর প্রবেশ।

চিনকিলিচ। দোস্ত! দোস্ত! সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে। আততায়ীর দল এসে আমার শিবিরখানা ভস্মীভূত ক'রে ফেলেছে। অনেক কষ্টে প্রাণ নিয়ে আমি পালিয়ে এসেছি। কই, মস্তানী সুন্দরী কই?

মহম্মদ। পেশোয়া বাজীরাও তাকে নিয়ে গেছে।

চিনকিলিচ। এঃ, চিড়িয়া উড়ে গেল?

মহম্মদ। অতর্কিত আক্রমণে আমায় আজ পরাজিত হ'তে হ'লো। তারপর শয়তানী মস্তানী আমায় পাদুকা প্রহার ক'রে চ'লে গেল।

চিনকিলিচ। হ্যাঁ, তাই নাকি? তাহ'লে তো আপনার দিল একেবারে মসগুল হ'য়ে গেছে। মিঠে হাতের পাদুকা প্রহার তো দিল্লীর লাড্ডুর চেয়েও সরেস।

মহম্মদ। আপনি এ সময়ে আর উপহাস করবেন না নিজাম বাহাদুর! আমার অবস্থা যে এখন কি রকম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—

চিনকিলিচ। আমারো অবস্থা তদ্রূপ। যাক্, তার জন্য আর চিন্তা কি? এইবার দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে আমরা বাজীরাওকে আক্রমণ কর্‌বো, তাতেও যদি কৃতকার্য্য হ'তে না পারি, বাদশার সাহায্য প্রার্থনা কর্‌বো।

মহম্মদ। এ অপমানের প্রতিশোধ আমাদের নিতেই হবে। তুচ্ছ কাফের হিন্দু যদি এম্‌নিভাবে মাথা তুলে দাঁড়ায়, তাহ'লে মুসলমানদের প্রভুত্ব নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে।

চিনকিলিচ। না বন্ধু, তা হবে না। হিন্দুর শত্রু যখন হিন্দু, তখন হিন্দুজাতিকে দমন কর্‌তে আমাদের বিশেষ কষ্টস্বীকার কর্‌তে হবে না। যেখানেই হিন্দুরাজার পতন ঘটেছে, সেখানেই ছিল হিন্দুর নেমকহারামি; আমরাও সে সুযোগ পাবো। সুতরাং এর জন্য অনুতাপ কর্‌তে হবে না। আবার উৎসাহ নিয়ে জেগে ওঠ বন্ধু! জয় আমাদের অনিবার্য্য।

মহম্মদ। হুঁ! চাই—এ অপমানের প্রতিশোধ চাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

সাতারা—রাজপথ।

তর্কচঞ্চু ও বিদ্যাবাগীশের প্রবেশ।

তর্কচঞ্চু। একেই বলে দাদা, ঘোর কলি—ঘোর কলি।

বিদ্যাবাগীশ। তার মানে কি ভায়া!

তর্কচঞ্চু। তুমি কি কিছুই শোন নি! আঘাট ঘাট হ'য়ে :গল। এঁটোপাতা স্বর্গে চ'লে গেল। এইবার কলি ওল্টায় ার কি!

বিদ্যাবাগীশ। ব্যাপারটা কি খুলেই বল না ছাই! অত ভণিতা কর্‌ছো কেন?

তর্কচঞ্চু। তুমি যে কিছুই খবর রাখ না, তা জান্‌বো কি 'রে? কেবল ঘরে ব'সে টাকার সুদ কস্‌ছো—আর পরের র্ব্বনাশ কর্‌বার মতলব ভাঁজ্‌ছো।

বিদ্যাবাগীশ। দেখ চঞ্চুভায়া, তোমার সঙ্গে অনেকদিনের হৃদ্যতা াছে ব'লে তোমার অসৈরণ কথা সহ্য করি, নইলে এতদিন .তামার সঙ্গে এক কাণ্ড হ'য়ে যেতো।

তর্কচঞ্চু। তা তো হ'তো, কিন্তু এবার তোমার সুদের ব্যবসা উঠবে দাদা! নতুন পেশোয়া নাকি হুকুম জারি করেছে, যে মহাজন খাতকের কাছ হ'তে অন্যায়ভাবে সুদ আদায় কর্‌বে, তাকে এনে ফাঁসিকাঠে লট্‌কে দেওয়া হবে।

বিদ্যাবাগীশ। য়্যাঁ, তাই নাকি?

তর্কচঞ্চু। সাধ ক'রে কি তোমায় বল্‌ছি, তুমি দেশের কোন খবর রাখ না? নতুন পেশোয়া বাজীরাও—

বিদ্যাবাগীশ। সে তো ছেলেমানুষ, বয়েস মাত্র তার কুড়ি একুশ হবে। বালাজী বিশ্বনাথের ছেলে। সে হ'লো এ রাজ্যের পেশোয়া?

তর্কচঞ্চু। নইলে কি বল্‌ছি, কলি এবার উল্টে যাবে?

বিদ্যাবাগীশ। এর জন্যে কেউ কিছু বল্‌লে না?

তর্কচঞ্চু। ব'লে কি কর্‌বে? মহারাজের গুরু সেই ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীই হচ্ছেন চাঁইমশাই। তিনিই তো মহারাজকে ভূত বানিয়ে দিয়ে বাজীরাওকে পেশোয়া-পদ দেওয়ালেন। নইলে আমাদের সেনাপতি মশাই—চন্দ্রসেনই এ রাজ্যের পেশোয়া হ'তেন।

বিদ্যাবাগীশ। তাইতো ভায়া! কলি উল্টেই যাক্, আর পাল্টেই যাক্, আমার এ ব্যবসাটা কি উঠে যাবে?

গীতকণ্ঠে জনৈক নাগরিকের প্রবেশ।

নাগরিক।—

গীত।

আর চল্‌বে নাকো রক্তশোষণ—
পাল্টে গেছে দেশের হাওয়া ভাই।
চোখ ফুটেছে সবার এবার সত্যি কথা ব'লে যাই।
পুরোনো চাল ভুলতে হবে,
তবেই আবার আসন পাবে,
নইলে তল্পী বেঁধে যেতে হবে, তা ছাড়া আর উপায় নাই।

[প্রস্থান

তর্কচঞ্চু। শুন্‌লে দাদা?

বিদ্যাবাগীশ। শুনে যে আমি আড়ষ্ট হ'য়ে যাচ্ছি ভায়া! হায় হায়, বাজারে যে আমার অনেক টাকা ছড়ানো রয়েছে!

তর্কচঞ্চু। তারপর—আর শুনেছ ভায়া! এবার জাতজন্মও যাবে। রূপের ঠ্যালায় মুসলমানীরও জল চ'লে গেল।

বিদ্যাবাগীশ। যঁ্যা, বল কি হে! মুসলমানীর জল চল হ'য়ে গেল? তাহ'লে ছিদে হাড়ি, নিধে ডোম, খুদে বাউরী আমাদের তো আর মোটেই মান্‌বে না!

তর্কচঞ্চু। সেই নিয়ে তো দেশময় ঘোঁট আরম্ভ হ'য়ে গেছে। আমাদেরও দস্তরমত ঘোঁট কর্‌তে হবে দাদা!

বিদ্যাবাগীশ। ব্যাপারটা কি?

তর্কচঞ্চু। মস্তানী ব'লে একটা পরমাসুন্দরী মেয়ে আছে। সে নাকি বুন্দেলরাজের মেয়ে। তাকে বিয়ে কর্‌বে ব'লে রোহিলার নবাব ধ'রে নিয়ে যায়। তারপর বুন্দেলরাজ আমাদের রাজার কাছে এসে জানায়। মহারাজ তো মোটেই তাকে সাহায্য কর্‌তে রাজি হন্ নি, কিন্তু নতুন পেশোয়া ভারী জেদী লোক কিনা, বুন্দেলরাজকে সাহায্য কর্‌বে ব'লে একবার ক্ষেপে উঠ্‌লেন। ব্যস্, তারপর নাকি রোহিলার নবাবের কাছ হ'তে সেই মস্তানী মেয়েটাকে উদ্ধার ক'রে এনে নিজেই বিয়ে ক'রে ফেল্‌লেন।

বিদ্যাবাগীশ। রামচন্দ্র! রামচন্দ্র! তারপর?

তর্কচঞ্চু। তারপর আর কি? পেশোয়া এখন মস্তানীসুন্দরীর প্রেমসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। 'আবার বলে কিনা মস্তানীর মত মেয়ে রূপে গুণে দেখা যায় না। ওর চরিত্রে অপবাদ দিলে ধর্ম্মে সইবে না। ভাগ্যিস্ ছুঁড়িটার চাঁদপানা মুখখানা ছিল। তার

মুখখানা দেখ্‌লে হয়তো তুমিও দাদা, নামাবলী ফেলে, টিকি না কেটে ঝপাং ক'রে তার প্রেমসমুদ্রে তুড়িলাফ দিয়ে পড়্‌তে।

বিদ্যাবাগীশ। য়্যাঁ, তাই নাকি?

তর্কচঞ্চু। আবার বলে কিনা, মানুষের মধ্যেই আছে ভগবান্‌, মেয়েমানুষ মাত্রেই মহামায়ার অংশ। যে যত জ্ঞানী, তার মধ্যে ভগবানও তত বেশী স্পষ্ট হ'য়ে ওঠেন।

বিদ্যাবাগীশ। ওসব উচ্ছন্ন যাবার কথা। তার ওসব কথা শুন্‌বে কে?

তর্কচঞ্চু। পেশোয়ার কথা সকলেই শুন্‌ছে। দেশশুদ্ধ লোককে তিনি গোলাম ক'রে ফেলেছেন।

বিদ্যাবাগীশ। বাজীরাওয়ের তো স্ত্রী আছে? সে কি কিছু বল্‌ছে না?

তর্কচঞ্চু। সেদিকেও তো ফ্যাসাদ বেধে গেছে। বাজীরাওয়ের স্ত্রীকে নাকি কোন্‌দিন মালবের রাজা এসে ধ'রে নিয়ে গেছে।

বিদ্যাবাগীশ। তাহ'লে ব্যাপার তো বড় সাংঘাতিক হ'য়ে উঠেছে। এসব হ'লো কি?

তর্কচঞ্চু। এইবার যুদ্ধও বাধ্‌বে।

বিদ্যাবাগীশ। যাই হোক্‌, এ বিষয়ে দস্তুরমত ঘোঁট কর্‌তে হবে।

মহাদেবের প্রবেশ।

মহাদেব। কিসের ঘোঁট কর্‌বেন মশাই?

বিদ্যাবাগীশ। আসুন বয়স্যমশাই! এই দেখুন না, আমাদের পেশোয়া বাজীরাও কি রকম স্বেচ্ছাচার আরম্ভ করেছেন। হিন্দুর

ছেলে হ'য়ে মুসলমানীকে বিবাহ করলেন। আমাদেরও জাতজন্ম যাবে নাকি? আপনি কি বলেন?

মহাদেব। আপনি কি বলতে চান মুসলমানীকে বিবাহ করলেই জাত-ধর্ম্ম সব চ'লে যাবে?

তর্কচঞ্চু। শোন দাদা! ঘোঁট করলে আর কিছু হবে না।

বিদ্যাবাগীশ। হবে না? আলবৎ হবে। আমরা যে কি বংশের ছেলে, তা কারো জানতে বাকী নেই।

মহাদেব। দেখুন, পেশোয়া এক আদেশ জারি করেছেন, আমিও সেই আদেশ জারি করতে বেরিয়েছি।

বিদ্যাবাগীশ। কি আদেশ?

মহাদেব। এ বিষয়ে যিনি ঘোঁট না পাকাবেন, তাঁকে এক সহস্র মুদ্রা দান করা হবে। আর যিনি ঘোঁট পাকাবেন, তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। বলুন, আপনারা কি চান?

তর্কচঞ্চু। দাদা! ও দাদা!

বিদ্যাবাগীশ। এক সহস্র মুদ্রা?

মহাদেব। এই দেখুন তাঁর আদেশ-পত্র। [আদেশ-পত্র দেখাইল।]

বিদ্যাবাগীশ। [পত্র দেখিয়া] সত্যিই তো! একটী হাজার মুদ্রা। বহু ডিম্ব প্রসব করবে।

মহাদেব। তাহ'লে কি করবেন আপনারা বলুন। যদি ঘোঁট না করেন, তাহ'লে এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করুন। আগামী কল্য সহস্র মুদ্রা পাবেন।

বিদ্যাবাগীশ। তা বই কি—তা বই কি! জাত গেলেই হ'লো। দেন, স্বাক্ষর ক'রে দিই। [স্বাক্ষর করিয়া দিল।] দাও

হে ভায়া, তুমিও স্বাক্ষর ক'রে দাও। [তর্কচঞ্চুও স্বাক্ষর করিল।]

মহাদেব। আগামী কল্য পেশোয়ার সঙ্গে দেখা কর্‌বেন।

বিদ্যাবাগীশ। যে আজ্ঞে, যে আজ্ঞে।

[মহাদেবের প্রস্থান।

তর্কচঞ্চু। দাদা, এ আবার হ'লো কি ?

বিদ্যাবাগীশ। কি আর হবে ? হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠ্যালা তো আর যায় না! একটি টাকা বহু বহু ডিম্ব প্রসব কর্‌বে ভায়া! তাতে আর হয়েছে কি ? শাস্ত্রে আছে—মূল্যেন সর্ব্বপাপং বিশুদ্ধতে।

তর্কচঞ্চু। তা বই কি—তা বই কি। শাস্ত্রবাক্য।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

হোলপুর—অবরুদ্ধ কক্ষ।

চিন্তামগ্না কাশীবাঈ।

কাশীবাঈ। কতদিনে এই দুর্গন্ধ নরক হ'তে
পাইব উদ্ধার! দিন চ'লে যায়,
নিরাশায় ছেয়ে ফেলে অন্তর আমার
কই, কেহ তো আসে না হেথা
উদ্ধারে আমার! তবে কি এখানে
এইভাবে কাটিবে জীবন ?

নারায়ণ! মুক্তি দাও মোরে!
অসহ্য এ নরক-যন্ত্রণা!

গিরিধরের প্রবেশ।

গিরিধর। এ যন্ত্রণা তুমি সাধ ক'রে ভোগ করছো কাশীবাঈ! মাত্র তোমার একটি কথায় এখনি তোমার সব দুঃখ দূর হ'য়ে যায়। তুমি সম্মত হও। মালবরাজ্যের রাণী হবে, এমন সৌভাগ্যকে তুমি পায়ে ঠেলো না সুন্দরি!

কাশীবাঈ। মালবরাজ! কেন আপনি এ অসঙ্গত প্রস্তাব বারবার আমার কাছে উত্থাপন ক'রে আমায় তিক্ত ক'রে তুলছেন? আপনি একজন রাজা—লক্ষ নরনারীর ভাগ্য-বিধাতা। আপনার মনোবৃত্তি যদি এতখানি গ্লানিময় হয়, তাহ'লে "রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট"—একথা সত্যই প্রমাণিত হ'য়ে যাবে। ভুল যা করেছেন, তার আর হাত নেই, এখন আমায় আমার স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দিয়ে আপনার মানবত্ব রক্ষা করুন।

গিরিধর। কিন্তু কাশীবাঈ! তুমি যে আমার বাগ্‌দত্তা স্ত্রী। আশা ছিল তোমায় আমি অঙ্কলক্ষ্মী ক'রে জীবন সার্থক করবো। তাই—

কাশীবাঈ। সত্য কথা। কিন্তু অখণ্ডনীয় ভবিতব্যের কাছে মানুষের কোন যুক্তিই খাটে না। তখন তার উপর অভিমান ক'রে নিজের চরিত্রকে কলুষিত করছেন কেন? সেদিনের কথা ভুলে যান, সেদিন আমায় যে চোখে দেখেছিলেন, আজ আর সে চোখে দেখ্‌বেন না। আজ আমি পরস্ত্রী, আমায় মায়ের মত দেখুন।

গিরিধর। অসম্ভব—অসম্ভব! আমি সেভাবে তোমায় দেখ্‌তে

পারবো না, সেভাবে ভাবতেও পারবো না। অন্ততঃ একটা দিনের জন্যও চাই তোমার আবেশময় মধুর স্পর্শন।

কাশীবাঈ। দেখ্‌ছি আপনি অনেকদূর এগিয়ে গেছেন। আপনার পরিণাম ভেবে আমি শিউরে উঠ্‌ছি। একবার উপর দিকে চেয়ে দেখুন। কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছেন ?

গিরিধর। কিছু না। দেখ্‌ছি শুধু তোমায়, আর তোমার রূপ-মাধুরী !

কাশীবাঈ। না—না, ভাল ক'রে চেয়ে দেখুন। ওই দেখুন কার বিকরাল ছায়ামূর্ত্তি, ওর চোখের আগুন কি রকম ঠিক্‌রে পড়্‌ছে, কি বিকট দশন বিস্তার ক'রে হাস্‌ছে, প্রতিধ্বনিতে বিরাট সংসারটা যেন কাঁপিয়ে দিচ্ছে। জানেন ও কে ? ও হ'চ্ছে পাপীর দণ্ডদাতা—ভগবানের আর এক প্রতিমূর্ত্তি—দুর্জ্জন-দলনে তাঁর ওই ভাবেই আবির্ভাব হয়।

গিরিধর। হাঃ—হাঃ—হাঃ ! অত্যধিক মানসিক চিন্তায় নিশ্চয় তুমি জ্ঞান হারিয়েছ কাশীবাঈ ! একটা কথা, তোমায় যদি এখন সাতারায় পৌছে দিই, তোমার স্বামী তোমায় স্থান দেবেন না।

কাশীবাঈ। কেন ?

গিরিধর। স্বামী তোমার এক মুসলমানীকে বিবাহ করেছে। বুন্দেলখণ্ডের রাজা ছত্রশালের মুসলমানী রক্ষিতার কন্যা মস্তানী এখন তার পত্নী। সুতরাং আর সেখানে তোমার স্থান হবে না।

কাশীবাঈ। তাই যদি হয়, তাহ'লেও তিনি আমার দেবতা। তাঁরই সেবায় আমার আত্মার সদগতি। আমি সেই দেবতার চরণেই আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি দান ক'রে আমার নারীজন্মটা সার্থক করবো।

গিরিধর। তাহ'লে আমার প্রস্তাবে সম্মত নও?

কাশীবাঈ। সম্মত হওয়াটা কি আপনি সম্ভব ব'লে মনে কর্‌তে চান্? আপনার এ ঘৃণিত প্রস্তাবে আমি সহস্রবার পদাঘাত করি।

গিরিধর। ওঃ! কি স্পর্দ্ধা! এস তবে সুন্দরি! দেখি কে তোমায় রক্ষা করে।

[কাশীবাঈকে ধরিতে উদ্যত; কাশীবাঈ ভয়ে
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। নেপথ্যে
সহসা পিস্তলধ্বনি।]

পিস্তলহস্তে পুরুষবেশী ধীরাবাঈ ও চিমনাজীর প্রবেশ।

গিরিধর। একি! কে তোমরা?

ধীরাবাঈ। তোমার যম। আজ তোমার রক্ষা নেই মালবরাজ! তুমি ভেবেছ যে, পেশোয়া বাজীরাওয়ের পত্নীকে কৌশলে অপহরণ ক'রে এনে তোমার পাপপ্রবৃত্তি চরিতার্থ কর্‌বে? তা পার্‌বে না মালবরাজ! আজ আপনার নিস্তার নেই।

গিরিধর। কি? এই, কে আছিস্—এদের বন্দী কর্।

চিমনাজী। বন্দী? কে আমাদের বন্দী কর্‌বে? যে আস্‌বে এখানে, সে উড়ে যাবে আমাদের গুলিতে। আজ আমরা ভগবানের শক্তিতে শক্তিমান। যদি জীবন চাও, তাহ'লে মা ব'লে ক্ষমা চেয়ে এঁকে ছেড়ে দাও।

গিরিধর। বটে! কবলিত শিকার আমি ত্যাগ কর্‌বো? না—না। এস সুন্দরি—[কাশীবাঈকে ধরিতে উদ্যত]

চিমনাজী ও ধীরাবাঈ। সাবধান মালবরাজ। [পিস্তল তুলিল।]

গিরিধর। রণজি! রণজি!

দ্রুত রণজি সিন্ধিয়ার প্রবেশ।

রণজি। এ আবার কি?

গিরিধর। এরা আততায়ী; এদের বন্দী কর।

রণজি। আমি অক্ষম মহারাজ!

গিরিধর। কেন?

রণজি। স্বর্গের এমন পারিজাত দুটির হস্তে শৃঙ্খল তুলে দিতে পারবো না। এরা আততায়ী ব'লে মনে হয় না, মনে হয় এরা দেবদূত, এসেছে কোন দুর্জ্জনকে দমন করতে ভগবানের অভয়বাণী নিয়ে। ওই যুগল মূর্ত্তির দিকে চেয়ে দেখুন, ওদের স্বর্গীয় দীপ্তিতে বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য্য উদ্দীপ্ত হ'য়ে ফুটে উঠ্‌ছে।

গিরিধর। তুমি কি উন্মাদ?

রণজি। না মহারাজ, আমি উন্মাদ নই। উন্মাদ হয়েছেন আপনি। চেয়ে দেখুন আপনার পদতলে পতিতা শঙ্কিতা এক কুলনারীর অব্যক্ত বেদনাব্যথিতা ম্লানময়ী মূর্ত্তি—এ দৃশ্যে সৃষ্টির বুকখানা যে সিক্ত হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু আপনার কি কঠোর প্রাণ, দুর্জ্জয় আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সাধনে কি ভয়ঙ্কর উল্লাস! তাই আপনার এ অমার্জ্জনীয় অপরাধের শাস্তি দিতে ওই যুগল দেবদূতের আকস্মিক আবির্ভাব! ওদের হাতে শৃঙ্খল তুলে দেবার শক্তি আমার নেই মহারাজ!

গিরিধর। একি তোমার পরিবর্ত্তন রণজি?

রণজি। ভগবানের বাণীই মন্ত্রের মত এনেছে পরিবর্ত্তন— আমার এ দাসত্বের বিড়ম্বিত জীবনে।

কাশীবাঈ। ওগো, কে তুমি—কে তুমি? তুমি কি মানুষ না

দেবতা? যেই হও, আমি তোমায় সন্তান ব'লেই মেনে নিলাম। মায়ের মর্য্যাদা রক্ষা কর।

রণজি। ভয় নেই মা! মাতৃজাতির লাঞ্ছনা আমি কিছুতেই হ'তে দেবো না। দাসত্বের পদতলে আমার সমস্ত কর্ত্তব্যটুকু বিকিয়ে দিলেও—মায়ের মর্য্যাদা কখনও বিলিয়ে দিতে পার্‌বো না।

গিরিধর। রণজি! তুমি আমার আদেশ পালন কর্‌বে কিনা শুনতে চাই।

রণজি। এ আদেশ আমি পালন কর্‌তে পার্‌বো না—কাউকে পালন কর্‌তেও দেবো না।

গিরিধর। বিশ্বাসঘাতক! এই, কে আছিস্? বন্দী কর্—বিশ্বাস-ঘাতক সেনাপতিকে।

রক্ষীর প্রবেশ।

গিরিধর। বন্দী কর্—

রণজি। দূর হ' রক্ষি! তোর মত পতঙ্গকে মার্‌তে আমার হাত উঠ্‌বে না।

গিরিধর। শয়তান! [অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

রণজি। মনে রাখ্‌বেন মহারাজ! রণজি সিন্ধিয়া যদি এই অস্ত্র হাতে নিয়ে রাজপথে দাঁড়ায়, আপনার সমস্ত রাজশক্তি সেখানে পরাজিত হবে—তার কেশাগ্র স্পর্শ কর্‌তে পার্‌বে না কেউ। চ'লে এস মা! আমি সন্তান—বিশ্বাস কর আমায়, আমি তোমায় পৌঁছে দিয়ে আস্‌বো তোমার স্বামীর কাছে নির্ব্বিঘ্নে—নিরাপদে।

[কাশীবাঈকে লইয়া প্রস্থানোদ্যোগ।]

গিরিধর। রণজি—রণজি !

রণজি। সুর নরম করুন মহারাজ! আজ থেকে রণজি সিন্ধিয়া আপনার অন্নদাস ভৃত্য নয়—আপনিও আমার প্রভু নন।

[গিরিধর ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

গিরিধর। ওঃ, ভৃত্যের কি অসীম সাহস! আমায় চোখ-রাঙিয়ে চ'লে গেল। রণজি! রণজি! অহঙ্কারী রণজি! তোমারও কাল পূর্ণ হয়েছে।

চন্দ্রসেনের প্রবেশ।

চন্দ্রসেন। মহারাজ!

গিরিধর। আসুন সেনাপতি মশাই!

চন্দ্রসেন। সেদিকের খবর কি? চিড়িয়া কি পোষ মান্‌লো?

গিরিধর। সব আয়োজন ব্যর্থ হ'য়ে গেল বন্ধু! আমার বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি কাশীবাঈকে এইমাত্র উদ্ধার ক'রে নিয়ে গেল।

চন্দ্রসেন। সে কি মহারাজ!

গিরিধর। কাশীবাঈকে উদ্ধার কর্‌তে দুটি যুবক এসেছিল কোথা হ'তে, তারা আমার সামনে এসে পিস্তল তুলে ধর্‌লো। তখন তাদের বন্দী কর্‌তে ডাক্‌লাম আমার সেনাপতি রণজি সিন্ধিয়াকে। কি বল্‌বো, সে এসে তাদের বন্দী না ক'রে আমায় চোখরাঙিয়ে, ভয় দেখিয়ে কাশীবাঈকে নিয়ে এখান হ'তে চলে গেল।

চন্দ্রসেন। সর্ব্বনাশ! আমি যে বড় বিপদে পড়্‌লাম মালব-রাজ! আমার নাম প্রকাশ হ'লে পেশোয়া বাজীরাওয়ের হস্তে—

চলুন, আমরা এখনি দ্রুতগামী অশ্বে তাদের অনুসরণ করি। নিশ্চয় তাদের ধর্‌তে পার্‌বো, নতুবা আমার পরিত্রাণ নেই।

গিরিধর। তাই চলুন, যে কোন প্রকারে কাশীবাঈকে ধ'রে আন্‌তে হবে, আর শাস্তি দিতে হবে সেই বিশ্বাসঘাতক রণজিকে। উঃ! দুধকলা দিয়ে কালসাপ পুষেছিলাম। সুযোগ বুঝে আজ আমায় দংশন করলে।

চন্দ্রসেন। বাজীরাও—বাজীরাও! সারা হিন্দুস্থানের বুকের উপর যেন একটা সাড়া প'ড়ে গেছে। সকলেই এসে তার পায়ে মাথা নত কর্‌ছে। জানি না তার ভিতরে কি মাদকতা শক্তি আছে।

গিরিধর। আগুন এইবার জ্ব'লে উঠ্‌বে সেনাপতি মশাই! বাদশার তোপের মুখে উড়ে যাবে সাতারা—উড়ে যাবে বাজীরাও। দেখ্‌তে পাবেন ধ্বংসের কি তাণ্ডবলীলা,—সে লীলার নায়িকা হবে রূপসী মস্তানী।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

উদ্যান।

মস্তানী ও বাজীরাওয়ের প্রবেশ।

বাজীরাও। শুনেছ মস্তানি, দুর্ব্বৃত্ত মালবরাজ সেনাপতি চন্দ্রসেনের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে আমার পত্নীকে অপহরণ ক'রে নিয়ে গেছে।

মস্তানী। আপনি সে সংবাদ কি ক'রে শুন্‌লেন?

বাজীরাও। সাতারা হ'তে মহারাজ সে সংবাদ আমায় পাঠিয়েছেন।

মস্তানী। আপনি তাকে উদ্ধারের ব্যবস্থা কি করেছেন?

বাজীরাও। আমার উদ্ধারের ব্যবস্থা কর্‌বার পূর্ব্বেই আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চিমনাজী তাকে উদ্ধার ক'রে আন্‌তে গেছে। সে সংবাদও আমি পেয়েছি।

মস্তানী। শুনেছি, সে বালক!

বাজীরাও। বালক হ'লেও সে বাজীরাওয়ের ভাই—সিংহ-শাবক। তুমি শীঘ্রই তার বীরত্বের পরিচয় পাবে। যদি সে অকৃতকার্য্য হয়, তাহ'লে আমাকেই মালব যাত্রা কর্‌তে হবে। সেই নরপিশাচ রাজা গিরিধরকে দেখাতে হবে, তার সে দুঃসাহসের পরিণাম কত ভীষণ! তার রাজ্য আমি ছারখার কর্‌বো মস্তানি!

মস্তানী। একটা কথা—আমায় মুসলমানী ব'লে আপনি ঘৃণা করেন না তো?

বাজীরাও। না মস্তানি! তুমি মুসলমানী হ'লেও কোনদিন আমি তোমায় ঘৃণা করবো না। তুমি আমায় উজাড় ক'রে দিয়েছ তোমার ভালবাসা, বিলিয়ে দিয়েছ তোমার নিজের সত্তা আমার পায়ে। আমি মানুষ, আমারও প্রাণ আছে; তোমার সেই অপরিমিত দানের বিনিময়ে ঘৃণা অবজ্ঞা তাচ্ছিল্য? না প্রিয়ে, তা হ'তে পারে না। এখানে জাতির বালাই নেই, আছে শুধু প্রেম!

মস্তানী। কিন্তু আপনার যে স্ত্রী আছে।

বাজীরাও। তার জন্য চিন্তা ক'রো না প্রিয়তমে! সে বাজীরাওয়ের স্ত্রী; আমার শিক্ষায়—আমার আদর্শে গঠিত। তোমায় সে ভগ্নীর মত সস্নেহে বুকে টেনে নেবে।

মস্তানী। আমার পিতার সংবাদ কি?

বাজীরাও। তিনি কুশলেই আছেন। তাঁর হৃতরাজ্য উদ্ধার ক'রে দিয়েছি। বঙ্গষর্থা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত। এইবার মালব আর নিজামের দিকে আমায় লক্ষ্য করতে হবে। আর ঘরভেদী বিভীষণদের কঠোরভাবে শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু মস্তানি! আমি যে তোমায় ছেড়ে কোথাও যেতে পারছি নে। মনে হয়, অষ্ট প্রহর তোমার কাছে থাকি। বল মস্তানি, তুমি আমার কাছে কি চাও?

মস্তানী। আর কি চাইবো প্রিয়তম! যা চেয়েছিলাম, তা তো পেয়েছি! এ যে আশার অতীত পাওয়া। ভেবেছিলাম আমার এই কদর্য্য জীবনের পানে কোন হিন্দুবীর একটিবার ফিরেও চাইবে না, পণও আমার পূর্ণ হবে না। আমার সেই হতাশ আঁধারে তুমিই জেলে দিলে আশার আলোক, সমাজসংস্কার জাতি-ভেদ ভুলে গিয়ে তুমিই নিলে আমায় আদরে বুকে টেনে। সার্থক

হ'লো আমার ঘৃণিত জীবন। চাঁদের মত ফুটে উঠ্‌লে তুমি, আমিও ডুবে গেলাম তার জ্যোৎস্না-তরঙ্গে। সেই তুমি—

বাজীরাও। এইজন্যেই তো আমার এত তৃপ্তি—এত শান্তি! তাই তোমাকে ছাড়্‌তে পারি নে, চোখের আড়াল হ'লে আমার চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, আবার সাম্‌নে এসে দাঁড়ালে আলো ফুটে ওঠে—আনন্দে হৃদয় ভ'রে যায়। এত সৌন্দর্য্যময়ী তুমি! জানি না বিধাতা কোন্ নির্জ্জনে ব'সে এমন প্রতিমা তৈরী করেছিল। এত রূপ তোমার?

মহাদেবের প্রবেশ।

মহাদেব। এই রূপের জন্যই তো মহামান্য পেশোয়া তুচ্ছ এক নারীর বিলাস-কুঞ্জে কালযাপন কর্‌ছেন।

[মস্তানীর প্রস্থান।

বাজীরাও। সংবাদ কি মহাদেব?

মহাদেব। সংবাদ শুনে আর লাভ কি? যার মাথা-ব্যথা হবে, সে-ই দেবে ওষুধ। আপনারই বা কি, আমারি বা কি! কথায় বলে কিনা "বামুন গেল ঘর তো লাঙ্গল তুলে ধর্"। পেশোয়া মশায়েরও তাই হয়েছে। তিনি ঢুকলেন এক রূপসীর ঘরে, আর ওদিকে কুকুরের দল ঘেউ ঘেউ আরম্ভ ক'রে দিলে। এখন কুকুরগুলোকে থামায় কে?

বাজীরাও। তুমি আর আমায় বিদ্রূপ ক'রো না মহাদেব! তোমার শ্লেষবাণী আমার মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধে যাচ্ছে। জানি তুমি স্পষ্টবাদী—নির্ভীক; সত্য কথা বল্‌বার তোমার যথেষ্ট সাহস আছে। সংবাদ কি, এখন তাই বল।

মহাদেব। আপনার রাজকার্য্যে এই ঔদাসীন্য দেখে, শত্রুর দল মহারাজকে তো খুবই তাতিয়ে দিচ্ছে, গুরুদেব তো হতাশ হ'য়ে পড়েছেন, যারা কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছিল আপনার জন্যে, তারা আর একপাও এগুতে চাচ্ছে না। মলহররাও, ত্র্যম্বকরাও—যারা আপনার প্রকৃত সুহৃদ, তারাও তাদের বোঝাতে পারছে না।

বাজীরাও। হুঁ! দেখ্‌ছি আমার ওপর তাদের সন্দেহ এসেছে, কিন্তু আমার জীবনের বাস্তব দিকটায় তো কেউ একবার ফিরে তাকায় না। আমি কি অপরাধ করেছি মহাদেব? একজন দলিতা নারীর প্রেমকে দিয়েছি প্রতিষ্ঠা। এই কি আমার অপরাধ? যেখানে নিন্দা অপবাদ রটিত হয়েছে, সেখানে কি এই—এই নারীর কঠোর জীবন-সংগ্রামের বৈচিত্র্য একটুও বেদনার সৃষ্টি করে নি?

মহাদেব। না, জনমত—নারীর প্রেমে পেশোয়া উন্মত্ত।

বাজীরাও। তাই হোক্ মহাদেব, থাকুক্ পেশোয়া নারীর প্রেমে উন্মত্ত হ'যে। প্রেম যে কি বস্তু, তা তুমি কেমন ক'রে জান্‌বে মহাদেব? প্রেমেই যে উন্মত্ত বিশাল ব্রহ্মাণ্ড—শুধু প্রেমই দিতে পারে মানুষের তিক্ত বিষাদ প্রাণের ভেতর অপার শান্তি। এই প্রেমই আনে মুক্তি—সর্ব্বসিদ্ধি; তাতেই আসে জীবনে যুগান্তর! যাও—আমায় বিরক্ত করতে আর এসো না।

মহাদেব। একেই বলে ভাগ্য। জানি না এ মোহ কতদিনে কাটবে।

[প্রস্থান।

বাজীরাও। মস্তানি! মস্তানি!

মস্তানীর প্রবেশ।

মস্তানী। কেন প্রিয়তম ?

বাজীরাও। ডাক তোমার সঙ্গিনীদের। তারা গানের সুরে আমায় ভাসিয়ে নিয়ে যাক্ শান্তির দেশে।

গীতকণ্ঠে সঙ্গিনীগণের প্রবেশ।

সঙ্গিনীগণ।—

গীত।

আজি ঘুম পাড়াবো তোমায় প্রিয়, গানের সুরেতে।
বান ডাকাবো নয়না হেনে তোমার প্রাণেতে॥
আল্‌গা ক'রে হিয়ার বাঁধন,
মলয় হাওয়ায় খাবো দোলন,
বাঁধবো তোমায় ফুলের মালায় পারবে না আর চ'লে যেতে—
ভাঙ্গবে না আর ঘুমটি তোমার কুহু-কুহু ভোরের রেতে॥

[প্রস্থান।

বাজীরাও। বাঃ! চ'লে গেল ওরা! [মস্তানী কাঁদিতেছিল।] য়্যাঁ, একি! মস্তানি! মস্তানি! তুমি কাঁদ্‌ছো! কেন—কেন? এই তো আমি রয়েছি। [হাত ধরিল।] একি! তোমার সে সৌন্দর্য্য এত বিশ্রী হ'য়ে উঠলো কেন? বোধ হয় মহাদেবের কথা শুনে—

মস্তানী। না—না—

বাজীরাও। তবে কি জন্য তোমার চোখে জল?

মস্তানী। তোমার জন্য।

বাজীরাও। আমার জন্য?

মস্তানী। হাঁ, আমি যে তোমার সে মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাচ্ছি নে; তাই দিশেহারা হ'য়ে পড়্‌ছি।

বাজীরাও। কোন্ মূর্ত্তি?

মস্তানী। পূর্ব্বের সেই কোমলে কঠোরে মেশানো অভিনব মূর্ত্তি,—যে মূর্ত্তির পদতলে লক্ষ কোটী নরনারী শ্রদ্ধায় পুলকিত অন্তরে শির নুইয়ে দিত, দেখাও তোমার সেই উৎসাহ-দীপ্ত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সূর্য্যের মত তেজোময় আকৃতি।

বাজীরাও। এখনকার মূর্ত্তি কি সে মূর্ত্তি নয়?

মস্তানী। না, সে মূর্ত্তি নয়।

বাজীরাও। বুঝ্‌তে পেরেছি প্রিয়তমে। এখনো তোমার অভিমান যায় নি। লোকনিন্দার আঘাত তোমার গভীর আত্ম-বিশ্বাসকে ধূলিসাৎ করেছে। তোমার নারীত্বের নির্ভরতাকে টলিয়ে দিয়েছে। যাক্—আমি কিন্তু ধীর—স্থির, চাই শুধু প্রেম। এস মস্তানি! আমার হাত ধর—চাঁদের আলোয় চল, আমরা দু'জনে ভেসে যাই বিশ্বকবির কল্পনা-রচিত কোন নন্দন-কাননে।

মস্তানী। তা হয় না। একটা রাষ্ট্রের অধিনায়ক তুমি, বিলাস তোমার কলঙ্ক। ওই শোন লক্ষ কণ্ঠের কান্নার প্রতিধ্বনি।

বাজীরাও। তুমি কি আমায় চ'লে যেতে বল্‌ছো মস্তানি?

মস্তানী। তা কি বল্‌তে পারি প্রিয়তম! তবে এই কথা বল্‌তে পারি, যার মুখের পানে চেয়ে আছে একটা বিরাট জাতি, তার সেখানে দায়িত্ব যে কতখানি, সেকথা আমার বলা শোভা পায় না।

বাজীরাও। ঠিক বলেছ—ঠিক বলেছ! ওই—ওই লক্ষ কণ্ঠের কান্নার প্রতিধ্বনি, যাই—যাই—আমি যাই।

গীতকণ্ঠে ত্র্যম্বকের প্রবেশ

ত্র্যম্বক।—

গীত।

ওই চেয়ে দেখ সুনীল আকাশ
আঁধারে ফেলেছে আবরিয়া।
আর কেন আছ বিলাসব্যসনে
এস বীর, এস ছুটিয়া॥
শহীদের ডাক্ ওই শোন কানে,
জাগায় প্রেরণা সবাকার প্রাণে,
চল ছুটে চল আবার সেখানে
প্রলয়-ঝঞ্ঝা তুলিয়া॥

[প্রস্থান।

বাজীরাও। দাঁড়াও—দাঁড়াও ত্র্যম্বক! তোমার গানে আমার চেতনাশক্তি ফিরে এসেছে—শুন্‌তে পাচ্ছি শহীদের ডাক—দেখ্‌তে পাচ্ছি তাঁদের কীর্ত্তির দেউল! চল্‌লাম মস্তানি। বিদায়—বিদায়।

[দ্রুত প্রস্থান।

মস্তানী। যাও বীর! আমি শুধু তোমায় ভোগের জন্য চাই নি। চেয়েছি শহীদের সেবিকা হ'য়ে আমার এই বিড়ম্বনাময় জীবনকে ধন্য কর্‌তে।

[প্রস্থান।

———

ষষ্ঠ দৃশ্য।

অরণ্য।

রণজি সিন্ধিয়া, চিমনাজী, ধীরাবাঈ ও কাশীবাঈ।

কাশীবাঈ। আর আমাদের কোন ভয় নেই বাবা?

রণজি। না মা! আমরা সাতারায় আর এসে পড়েছি। তবে এখানেও যদি কোন বিপত্তি ঘটে, রণজির এই তরবারি আছে— সমস্ত বিপত্তি ফুৎকারে উড়ে যাবে।

চিমনাজী। ঠিক বলেছ রণজি-দা! আমারও হাতে তরবারি আছে, পিস্তল আছে। বৌদি! তোমায় আর অত ভাব্‌তে হবে না।

কাশীবাঈ। না ভাব্‌লেও যে ভাব্‌না আপনিই আসে ভাই! জানি না ভগবান্ মানুষকে কখন কি ভাবে পরীক্ষা করেন। রণজি!

রণজি। কেন মা?

কাশীবাঈ। আমার জন্য তুমি কেন বিপন্ন হ'লে? তোমায় যে সর্ব্বস্বান্ত হ'তে হবে; তোমার সোনার সংসার ছারখার হবে।

রণজি। তাতে আমার কোন দুঃখ নেই মা! সর্ব্বস্বের বিনিময়ে মায়ের মর্য্যাদা রক্ষা কর্‌তে পার্‌লেই আমি সুখী হবো। তুমি আর ওকথা তুলো না মা! এস, একটু তাড়াতাড়ি চ'লে এস, সন্ধ্যা হ'য়ে আস্‌ছে। হ্যাঁ, ইনিই সেই তো চন্দ্রসেনের পত্নী? সেদিন পুরুষের বেশ ধ'রে উপস্থিত হয়েছিলেন?

কাশীবাঈ। হ্যাঁ। কি দুর্ভাগ্য এঁর, একটি দিনও স্বামীর সোহাগ পেলো না। শুধু কাঁদ্‌তেই এসেছিল—কেঁদেই চ'লে যাবে।

ধীবাবাঈ। সত্যই বোন! সংসারে আমি শুধু কাঁদ্‌তেই এসেছিলাম। যাকে নিয়ে জীবনের সুখ-শান্তি, সেই স্বামীই যখন আমা'য় চায় না, তখন এ জীবনের মূল্যই বা কি? মনে হয় বিষ খেয়ে মরি, কিম্বা নদীর জলে ঝাঁপ দিই। আবার ভাবি আত্মহত্যা মহাপাপ। যদি কোনদিন তার জীবনের স্রোত ফেরে, হয়তো সেদিন হ'তে পাবে আমার জীবনের নতুন প্রভাত।

দূর হইতে কথা বলিতে বলিতে চন্দ্রসেন,
গিরিধর ও সৈন্যগণের প্রবেশ।

গিরিধর। ওই—ওই সেই শিকার। বাঁধ্—বাঁধ্, শীঘ্র ওদের বেঁধে ফেল্।

চন্দ্রসেন। ওকি, সেই কুলটাও যে ওদের সঙ্গে। উঃ, কি ভয়ঙ্কর শয়তানী!

গিরিধর। বিশ্বাসঘাতক রণজি!

রণজি। রণজি বিশ্বাসঘাতক নয় মহারাজ! সে মানুষ।

চিমনাজী। তোমার মত পশু নয় মালববাজ! আর তোমার বন্ধু চন্দ্রসেনের মতও নয়। বল না তুমি রণজি-দা! আমি এখনি ওদের শেষ ক'রে দিই।

রণজি। মানুষের মত কথাই তুমি বলেছ চিমন! কিন্তু তার প্রয়োজন হবে না। ওদর ঠাণ্ডা করবার মন্ত্র আমি জানি।

গিরিধর। বটে রে কালসাপ! বাঁধ্—বাঁধ্, সব ক'জনকে পিঠমোড়া ক'রে বাঁধ্।

রণজি। আমাদের বাঁধ্‌বার মত শক্তি ওদের নেই।

গিরিধর। রণজি! আমি শুন্‌তে চাই, তুমি এস্থান পরিত্যাগ করবে কিনা? তুমি আমার ভৃত্য—আমি তোমায় মার্জ্জনা ক'রে আবার কর্ম্মে নিযুক্ত করবো।

রণজি। হাঃ—হাঃ—হাঃ! দেখ্‌ছি মহারাজ একটা নারীর জন্য পাগল হ'য়ে পড়েছেন। ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করবেন। চ'লে যান এখান হ'তে। সম্মান হারাবেন না। এখন আর আপনার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। ভৃত্য পেটের দায়ে প্রভুর সব কিছু করতে পারে, কিন্তু তা'ব'লে কি তার মা-বোনের ইজ্জতটাকে প্রভুর হাতে তুলে দিতে পারে?

গিরিধর। স্পর্দ্ধিত কুক্কুর! সৈন্যগণ! বধ কর—বধ কর ওকে।

রণজি। ভাইসব! আমি তোমাদের সেই রণজি সিন্ধিয়া। একদিন আমারই আদেশ তোমরা অবনত মস্তকে পালন করেছিলে, আমারই আদেশে দুর্ব্বার মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে। একদিন আমিই ছিলাম তোমাদের সুখ-দুঃখের সহচর, তোমাদের অভাব অভিযোগের মাঝখানে আমিই বুক পেতে দিতাম। সেদিন কি তোমরা ভুলে গেছ? তোমাদের যদি ভুল হ'য়ে থাকে, এই আমি বুক পেতে দিচ্ছি—তোমরা আমায় হত্যা কর, আর যদি আমার প্রতি তোমাদের একবিন্দু ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকে, তা হ'লে নীরবে এখান হ'তে চ'লে যাও। এই আমার অনুরোধ।

[সৈন্যগণের প্রস্থান।

চন্দ্রসেন। সৈন্যগণ যে মন্ত্রমুগ্ধের মত চ'লে গেল মালবরাজ?

গিরিধর। সৈন্যগণ! সৈন্যগণ!

রণজি। ওরা মানুষ! কর্ম্ম ওদের ছোট হ'লেও অন্তর ওদের

উদার। ওরা শুন্‌বে কেন অমানুষের চীৎকার। ভাইসব, জয় হোক্ তোমাদের। যদি কোনদিন তোমরা রাজকোপে পড, সেদিন তোমাদের দুর্গত জীবনের সাম্‌নে গিযে দাঁড়াবে এই রণজি সিন্ধিয়া।

গিরিধর। চন্দ্রসেন! উদ্ধত ভৃত্যকে এইবার জাহান্নমে পাঠিয়ে দাও।

রণজি। সেখানে আমার যাবার পূর্ব্বে মহারাজকেই যেতে হবে।

[যুদ্ধ; গিরিধর ও চন্দ্রসেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। গিরিধব ও চন্দ্রসেনকে রণজি ও চিমনাজী বন্দী করিয়া ফেলিল।]

রণজি। এইবার এই নবপশু দু'টোকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে চল চিমনাজি! এবা দেখুক্, সবার উপরে আছে ভগবানেব সূক্ষ্ম বিচাব।

গিরিধর ও চন্দ্রসেন। উঃ!

[সকলেব প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

আশ্রম।

শিষ্যবালকগণ গাহিতেছিল।

শিষ্যবালকগণ।—

গীত।

স্বদেশ আমার, স্বর্গ আমার—
তোমায় করি নমস্কার।
বড় মিষ্টি মধুর তোমার মাটি,
কোথাও খুঁজে পাই না আর॥
তোমার তরে অন্তরেতে,
বেণু বাজে দিনে রাতে,
তোমার রেণু গায়ে মেখে
ধন্য করি জন্মটার॥

[প্রস্থান।

ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী ও মহাদেবের প্রবেশ।

ব্রহ্মেন্দ্র। বাজীরাও কি বল্‌লে?

মহাদেব। বল্‌লেন—যাও মহাদেব, আমার প্রেমের সাধনা তুমি ভেঙ্গে দিও না। হায় গুরুদেব! কেন আপনি তার অন্তর পরীক্ষা না ক'রে মহারাজকে পেশোয়া-পদ দিতে অনুরোধ করেছিলেন?

ব্রহ্মেন্দ্র। আমি যে তার অন্তর পরীক্ষা ক'রে দেখেছি মহাদেব! তার অন্তরে আছে দেবতা। আর সেই অন্তর্দেবতার জাগরণে হবে জনকল্যাণের প্রাণপ্রতিষ্ঠা—একটা বিরাট জাতির পুনরুত্থান।

মহাদেব। শিকারী বিড়ালের গোঁফ দেখলেই চিন্‌তে পারা যায়।

ব্রহ্মেন্দ্র। ভুল বুঝেছ মহাদেব! মানুষের বাইরের দিকটা শুধু দেখে যাও, কিন্তু তার অন্তরে কি আছে সেদিকে বোধ হয় মোটেই লক্ষ্য কর না। যাকে ঘৃণায় পদাঘাত কর, হয়তো একদিন দেখ্‌তে পাবে, তার ভেতর থেকে ফুটে উঠ্‌বে মহামানবত্ব।

মহাদেব। তাহ'লে কি বল্‌তে চান প্রভু! মস্তানীর রূপের মোহ কাটিয়ে আমাদের পেশোয়া আবার আস্‌বে আমাদের কাছে?

বাজীরাওয়ের প্রবেশ।

বাজীরাও। রূপের মোহ কাটিয়ে তোমাদের পেশোয়া আবার তোমাদের কাছে এসেছে। [ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীকে প্রণাম করিয়া] মার্জ্জনা করুন আমার সমস্ত অপরাধ।

ব্রহ্মেন্দ্র। প্রাণাধিক বাজীরাও! ভুল মানুষ মাত্রেরই হয়। তার জন্য অনুতাপের কি আছে? আমার কাছে তুমি একটুও অপরাধী নও—যেটুকু অপরাধ করেছ ওই মায়ের নিকট। মায়ের কাছে মার্জ্জনা চেয়ে নাও।

বাজীরাও। মা! মা! জন্মভূমি মা আমার! তোর সন্তানের সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা কর্ মা! যে মন্ত্র দীক্ষা নিয়ে নেমেছিলাম কর্ত্তব্যের আহ্বানে, ক্ষণিক মোহের বশে সে মন্ত্র ভুলে গিয়েছিলাম। শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদে আবার সেই মন্ত্র ফিরে পেয়েছি।

ব্রহ্মেন্দ্র। তাহ'লে আর বিলম্ব ক'রো না বাজীরাও! চতুর্দ্দিকে শত্রুর দল হুম্‌কি দিচ্ছে। উৎসাহহীন বৃদ্ধ রাজার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াও—কর্ম্মের রশ্মি দৃঢ় করে ধর, প্রকৃতির সমস্ত বিপর্য্যয় দূরে—বহু দূরে চ'লে যাক্।

বন্দী চন্দ্রসেন ও গিরিধরকে লইয়া রণজি সিন্ধিয়া চিমনাজী, কাশীবাঈ ও ধীরাবাঈয়ের প্রবেশ।

চিমনাজী। দাদা! দাদা! এই দেখ, বৌদিকে নিয়ে আমি ফিরে এসেছি। আর দেখ, তোমার জন্য কেমন দু'টো উপহার এনেছি।

বাজীরাও। য়্যাঁ, একি!

[কাশীবাঈ, ধীরাবাঈ ও চিমনাজী ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীকে প্রণাম করিল।]

বাজীরাও। চন্দ্রসেন বন্দী, মালবরাজ বন্দী। আর এই তেজোদ্দীপ্ত যুবকই বা কে?

রণজি। তবে শুনুন পেশোয়া! আমাব নাম রণজি সিন্ধিয়া; আমি ছিলাম এই মালবরাজেব সেনাপতি। একদিন দেখ্‌লাম মালবরাজ এই মাতৃস্বরূপিণী মহীয়সী নারীর মর্য্যাদা হরণে উদ্যত হয়েছেন, থাক্‌তে পার্‌লাম না আমি, কর্ত্তব্য আমার সজীব হ'য়ে উঠ্‌লো—প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ ভুলে গিয়ে দাঁড়ালাম দাম্ভিক রাজ-শক্তির সাম্‌নে।

ব্রহ্মেন্দ্র। তারপর?

রণজি। তারপর হ'লো ধর্ম্মের জয়। মাকে এখানে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছে দেবার জন্য আস্‌ছিলাম, পথিমধ্যে এরা আমাদের আবাব আক্রমণ করে, কিন্তু সেখানেও হ'লো ধর্ম্মের জয়। এই সেনাপতি

চন্দ্রসেনের চক্রান্তে পেশোয়া-পত্নী হয়েছিলেন মালবরাজ কর্ত্তৃক অপহৃতা। এখন এদের কি শাস্তি দেবেন দিন।

মহাদেব। কি হে চাঁদা মামা! ভেতরে ভেতরে তোমার এতখানি কারসাজি। আহা, রাধাও নাচ্‌লো না—সতেরো মণ তেলও পুড়লো না। কালনেমির লঙ্কাভাগের আশাটা একেবারে দফারফা হ'যে গেল। মাঝখান থেকে সূর্পনখার নাক কানটাই গেল।

চন্দ্রসেন। উঃ, কি উপহাস-বাণী। অসহ্য—অসহ্য!

বাজীরাও। মহাদেব! এদের দু'জনকে জীবন্ত অবস্থায় মাটিতে পুঁতে ফেল গে।

মহাদেব। আজ্ঞে, তাহ'লে হয়তো একদিন গজিয়ে উঠ্‌তে পারে। তার চেয়ে ওদের দুজনকে অন্ধকূপে ফেলে দেওয়া হোক্। সেখানে দু'জনে গলা ধরাধরি ক'রে আনন্দ করুতে থাকুক্।

বাজীরাও। তাই কর। ওদের অন্ধকূপেই ফেলে দাও গে।

মহাদেব। দেখুন, তার চেয়ে আরও একটা কঠিন শাস্তি আছে।

বাজীরাও। কি?

মহাদেব। মালবরাজের কান দুটো কেটে, মুখে চূণকালী মাখিয়ে, মাথায় ঘোল ঢেলে, গাধার পিঠে চড়িয়ে একবার মালবে পাঠিয়ে দিন। আর এই সেনাপতি মশাইকে—প্রকাশ্য রাজপথে মুখটা মাটির দিকে ক'রে ঝুলিয়ে রেখে দিন। আহা, উনি দেশের মাটিকে বড্ড ভালবাসেন কিনা, তাই মাটির দিকে দিনরাত চেয়ে থাকুন।

বাজীরাও। উত্তম, তাই কর গে।

মহাদেব। আসুন চাঁদা মামা! আপনিও আসুন চাঁদা মামার বন্ধু!

চন্দ্রসেন। আমাদের ক্ষমা করুন পেশোয়া!

বাজীরাও। ক্ষমা? গৃহভেদী বিভীষণদের ক্ষমা করা যায় না। যাও, নিয়ে যাও।

[চন্দ্রসেন ও মালবরাজকে লইয়া মহাদেবের প্রস্থান।

ধীরাবাঈ। উঃ—স্বামি! [মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।]

কাশীবাঈ। দিদি! দিদি!

বাজীরাও। এ আবার কি! মা! এ কি তোমার অভিনয়! তুমিই তো একদিন ন্যায়ের পূজায় স্বামীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলে মা! স্বামী যে তোমার গৃহভেদী বিভীষণ, সমস্ত অপরাধের মার্জ্জনা আছে মা, কিন্তু নেমকহারামের মার্জ্জনা নেই।

কাশীবাঈ। চন্দ্রসেনকে ক্ষমা কর স্বামি! গুরুদেব! আপনি আদেশ দিন। এই দেবীই যে আমার নারী-ধর্ম্ম রক্ষা করতে পুরুষের বেশ ধ'রে চিমনকে নিয়ে গিয়েছিল মালবরাজ্যে। এঁর ঋণ যে আমি জীবনে পরিশোধ করতে পারবো না।

ব্রহ্মেন্দ্র। বাজীরাও!

বাজীরাও। গুরু-আজ্ঞা শিরোধার্য্য! যাও চিমন, মহাদেবকে আমার আদেশ জানিয়ে দাও—সেনাপতির দণ্ড উপস্থিত স্থগিত থাক্। [চিমনাজীর প্রস্থান।] জানি না—নারীর জীবন কি ধাতুতে গড়া। যে নারী স্বামী কর্ত্তৃক দিবারাত্র পদদলিত হয়—অশ্রুর তরঙ্গে ভেসে যায়—সেই হৃদয়হীন স্বামীই তার ইষ্টদেবতা! বাঃ, চমৎকার নারীধর্ম্ম!

কাশীবাঈ। কেঁদো না দিদি, এস, সতীর কান্না ভগবান্ শুনেছেন।

[ধীরাকে লইয়া প্রস্থান

বাজীরাও। তুমি এখন কি চাও রণজি?

রণজী। চাই পেশোয়ার অনুগ্রহ।

বাজীরাও। তাহ'লে এস বন্ধু—এস ভাই! এস কর্ত্তব্যনিষ্ঠ মহাপুরুষ, এস নির্ভীক সাহসী বীর! শহীদ-মন্ত্র দীক্ষা নিয়ে আমাদের প্রতিষ্ঠা কর্‌তে হবে এক বিচিত্র মিনার। জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে যার পাদপীঠে মিলিত হ'য়ে সকলে সাগ্রহে কর্‌বে ঐক্যের বন্দনা—দান কর্‌বে শ্রদ্ধাঞ্জলি—প্রতি সন্ধ্যায় জ্ব'লে উঠবে সেখানে মঙ্গল-প্রদীপ। এস চিমন!

[চিমন ও রণজিকে লইয়া প্রস্থান।

ব্রহ্মেন্দ্র। আশীর্ব্বাদ করি বাজীরাও, মনোবাঞ্ছা তোমার পূর্ণ হোক্। শিবাজীর মত তুমিও নিয়ে এস বন্যাব প্লাবন, ঝঞ্ঝার আলোড়ন—দুরন্ত মোগলের মৃত্যুব যবনিকা।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সাতারা—মন্ত্রণা-কক্ষ।

শ্রীপতি, পিলাজি, সাহু ও মহাদেব।

সাহু। চতুর্দ্দিক হ'তে শত্রুর হুমকি শোনা যাচ্ছে। দেখ্‌ছি রাজ্যের ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত। কই, এরকম দুর্য্যোগ তো কোন দিন আমার রাজ্যে দেখা দেয় নি। কি জন্য শত্রুর দল আমায় রক্তচক্ষু দেখায়? এত স্পর্দ্ধা কেন তাদের?

শ্রীপতি। নিজাম, মালব, বোহিলা—এই ত্রিশক্তির হুমকি যে খুব অন্যায়, তা তো মনে হয় না।

সাহু। সে কি? আমি তাদের কি করেছি, যার জন্য তাদের এ ভয় প্রদর্শন?

পিলাজি। আপনি তাদের কিছুই করেন নি সত্য, কিন্তু আপনার পেশোয়া বাজীরাও হ'তেই রাজ্যে এই অশান্তির সৃষ্টি।

মহাদেব। এতক্ষণে পিলাজি মশাই আঁতের কথা টেনে বলেছেন। যাই হোক্, হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌লেন।

সাহু। পেশোয়া বাজীরাও—পেশোয়া বাজীরাও, দিবারাত্র ওই এককথা—পেশোয়া বাজীরাও হ'তেই রাজ্যে অশান্তির সৃষ্টি! এখনো আমি ঠিক বিশ্বাস ক'রে উঠ্‌তে পার্‌ছি নে, তাকে সাম্রাজ্যের শাসনভার দেওয়া আমার ভুল হ'য়ে গেছে কি না?

শ্রীপতি। তাহ'লে আমাদের আর বল্‌বার কিছুই নেই।

মহাদেব। বলুন না—বলুন না, অত চক্ষুলজ্জা করবেন না, পেটে পোরা থাক্‌লে যে বদ্‌হজম হবে। শেষকালে আবার অসুখে পড়বেন ?

সাহু। আপনারা কি বল্‌তে পারেন, পেশোয়া এমন কি অন্যায় করেছে, যাতে নিজাম, মালব, রোহিলা—ত্রিশক্তির বিদ্বেষ-অনল জ্ব'লে উঠেছে ?

শ্রীপতি। তাহ'লে শুনুন মহারাজ! প্রথমতঃ রোহিলার নবাবের গৃহে নিমন্ত্রিত নিজাম বাহাদুরের শিবিরে অগ্নি-সংযোগ—দ্বিতীয়তঃ মালবরাজকে তার সেনাপতির সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে তাঁকে ধ'রে এনে তাঁর কর্ণকর্ত্তন, তৃতীয়তঃ রোহিলার নবাবের সঙ্গে অনর্থক একটা স্ত্রীলোক নিয়ে যুদ্ধ।

পিলাজি। আবার আমাদের ধর্ম্মেও আঘাত করেছেন। মুসলমানীকে বিবাহ ক'রে তাকে নিয়ে সমাজে চল্‌তে হবে, এমন আইনও জারি করেছেন। আইন অমান্য করলে তার প্রাণদণ্ড হবে। রাজ্যের পুরুষ নারী সকলেই তাতে মর্ম্মাহত হ'য়ে পড়েছে।

মহাদেব। আপনাদের আর কিছু বল্‌বার নেই ?

শ্রীপতি। এর ফলে চতুর্থ শক্তি দিল্লীর বাদশাহও হুমকি দিতে পারেন।

সাহু। তার কারণ ?

শ্রীপতি। আমাদের পেশোয়া সম্প্রতি পুনায় এক নতুন কেল্লা তৈরি করেছেন। পেশোয়া জানিয়েছেন যে, কেল্লার ওই সিংদরোজা দিয়ে তাঁর রণবাহিনী শীঘ্রই দিল্লীর লালকেল্লায় হানা দেবে। আর ওই ফটকের নাম দেওয়া হয়েছে—দিল্লী-দরোয়াজা। ব্যাপারটা

বাদশাহের কানে উঠ্‌তেই, বাদশাহ্‌ জানিয়েছেন শীঘ্রই সেটা যেন ভেঙ্গে দেওয়া হয়, অন্যথায় তাঁর ফৌজ এসে হুকুম তামিল ক'রে যাবে।

পিলাজি। তাহ'লে ভেবে দেখুন মহারাজ, ওই পেশোয়ার বুদ্ধির দোষেই রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিদ্বেষ-অনল আমাদের রাজ্যের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। এর জন্য সকলেই আপনাকেই দায়ী করেছেন।

সাহু। হুঁ !

শ্রীপতি। আরো একটা সংবাদ পাওয়া গেছে—মহারাজের জ্ঞাতিভ্রাতা শাম্ভাজীকে রাজন্যবর্গ ছত্রপতি শিবাজীর প্রকৃত উত্তরাধিকারী স্থির করেছেন। শাম্ভাজীর মাতা তারাবাঈ এর জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে উঠেছেন; উদ্দেশ্য—মহারাজকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে শাম্ভাজীকে মহারাষ্ট্রপতির সম্মান দেওয়া।

সাহু। ব্যাপারটা এতদূর গড়িয়েছে ? কই, এসব তো এতদিন শুনি নি।

মহাদেব। মহারাজ ! একমুখে শুন্‌তে বেশ মধুর লাগে। যখন দুমুখ এক জায়গায় হয়, তখনই লেগে যায় ঠ্যালাঠেলি। আমি বলি—

শ্রীপতি। তোমায় কিছু বল্‌তে হবে না মহাদেব ! তুমি চুপ কর। বিচারক সাম্‌নে; বিচার কর্‌বেন তিনি।

মহাদেব। সবই তো বল্‌লেন আপনারা, কিন্তু চন্দ্রসেনের ব্যাপারটা তো বল্‌লেন না। আহা, নিরীহ বেচারার উপর খুবই অবিচার করা হয়েছে।

সাহু। চন্দ্রসেন এখন কোথায় ?

মহাদেব। দলে ভিড়ে গেছেন। তিনি এখন মালবরাজের সঙ্গে

মিতে পাতিয়ে মহারাজের সিংহাসনটীব জন্য ওৎ পেতে ব'সে আছেন।

সাহু। এ আবার কি? এ যে উপন্যাস-কাহিনীর মত মনে হ'চ্ছে। চন্দ্রসেনের ব্যাপারটি আমায় পরিষ্কার ক'রে বলুন। মনে হ'চ্ছে, আমার সাম্রাজ্য যেন রহস্যের রঙ্গালয় হ'য়ে উঠ্ছে।

গীতকণ্ঠে ত্র্যম্বকের প্রবেশ।

ত্র্যম্বক।—

গীত।

ফাঁদ পেতেছে ধর্‌তে পাখী চতুর শিকারী।
খুব হুঁসিয়ার থেকো তুমি,
নইলে পড়্‌বে ফাঁদে তাড়াতাড়ি॥
মন ভোলানো দেখ্‌ছো যাহা,
নয়কো সুধা, গরল তাহা,
ওর কাছেতে যেও নাকো
লাগবে তোমার পায়ে বেড়ি॥

[প্রস্থান।

সাহু। কর্ম্মবীর বালাজীর পুত্র বাজীরাওকে পেশোয়া-পদে অভিষিক্ত ক'রে দিবারাত্র কেন এত অশান্তি ভোগ কর্‌ছি! রাজকর্ম্মচারিগণের অভিযোগে আমি যে উত্যক্ত হ'য়ে পড়্‌ছি। জানি না, আমার এ বার্দ্ধক্যজড়িত জীবনের পথে কতদিনে শান্তির অলকনন্দা নেমে আস্‌বে। হ্যাঁ, বলুন চন্দ্রনাথের সংবাদ।

শ্রীপতি। চন্দ্রসেনেব পত্নীঘটিত সামান্য এক ব্যাপারে পেশোয়া চন্দ্রসেনকে আপনাব সাম্রাজ্য হ'তে বিতাড়িত ক'রে দিলেন।

মহাদেব। তা বই কি, যত দোষ নন্দ ঘোষ। চাপিয়ে দিন, যত পারেন চাপিয়ে দিন। আহা, মানুষ তো নিজের গায়ে হাত দিযে কথা বলে না; নিজেকেই খুব চতুর ও বুদ্ধিমান ব'লে মনে করে।

সাহু। তুমি খুব সত্য কথা বলেছ মহাদেব! মানুষের ওটা হ'চ্ছে একটা ধর্ম্ম।

শ্রীপতি। মহারাজ! চন্দ্রসেন মালবরাজের পক্ষে যোগদান করায রাজ্যের খুবই ক্ষতি হ'যে গেল। এর জন্য পরে মহারাজকে খুবই অনুতাপ ভোগ করতে হবে।

সাহু। আমি ভেবে উঠ্‌তে পারছি না, আমি এখন কি করি। এ সমস্যার সমাধান ক'রে দেয় কে?

বাজীরাওয়ের প্রবেশ।

বাজীরাও। সমস্যার সমাধান আমিই ক'রে দেবো মহারাজ! আমায় পেশোয়া-পদ হ'তে অবসর দিন, তাহ'লেই আপনার সমস্যার সমাধান হ'য়ে যাবে।

সাহু। আপনি একথা কি বল্‌ছেন পেশোয়া?

বাজীরাও। সত্য কথাই বল্‌ছি মহারাজ! আমার পেশোয়া-পদ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই সাম্রাজ্যে অন্তর্বিপ্লব বেধে গেছে। সীমাবদ্ধ শক্তি নিয়ে নামে মাত্র আমি পেশোয়া হ'তে চাই নি, এখনো চাই না। আপনার যাকে ইচ্ছা পেশোয়া-পদ দিন।

সাহু। আপনার এ অভিমানের কথা। আপনাকে উপযুক্ত ভেবেই পেশোয়া-পদ দিয়েছি।

বাজীরাও। তাহ'লে কতকগুলো নীচমনা পরশ্রীকাতর স্বার্থান্বেষীর কথা শুনে নিজের ব্যক্তিত্ব—নিজের সত্তা হারাবেন না মহারাজ!

সাহু। কিন্তু ত্রিশক্তি আজ কেন আমায় হুমকি দেয়? এর কৈফিয়ৎ আমায় দেবে কে?

বাজীরাও। দেবো আমি। অসহায়া এক নারীর মর্য্যাদারক্ষায় দাঁড়িয়েছিলাম আমি, সেইজন্য রোহিলা ও নিজামের এ হুমকি, আর আমার অবর্ত্তমানে আমার পত্নীকে চন্দ্রসেনের চক্রান্তে অপহরণ ক'রে নিয়ে যায় মালওবাজ, তাই তাকে দণ্ড দিয়েছি ব'লে মালওবাজও দাঁড়িয়েছে আমার বিরুদ্ধে।

শ্রীপতি। চন্দ্রসেনের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ, আমরা কল্পিত ব'লে মনে করি।

বাজীরাও। আপনারাও যে চিরদিন কল্পনার রাজ্যে ভ্রমণ করেন, তা আমার বিশেষভাবে জানা আছে।

পিলাজি। তা ব'লে মুসলমানীর পাণিগ্রহণ ক'রে সমাজের বুকে আঘাত দেওয়া, এটা কিন্তু পেশোয়ার উচিত হয় নি।

বাজীরাও। আদর্শ প্রেমের মূর্ত্তি যেখানে মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে, সেখানে ধর্ম্ম বা জাতির কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না। আমাদেরই পুরাণে আছে ক্ষত্রিয়নন্দন মহারাজ শান্তনু ধীবর-নন্দিনীর পাণিগ্রহণ করেছিলেন।

শ্রীপতি। ওসব অবাস্তর পুরাণের কথায় আমরা ভুলবো না। আপনার হঠকারিতাই যে সাম্রাজ্যের দুর্দ্দিনকে ডেকে এনেছে, এ অতি সত্য কথা। নইলে রাজ্যের একটা প্রধান বাহুবল চন্দ্রসেনের উপরেই বা অবিচার হয় কেন?

বাজীরাও। আপনারা কি বল্‌তে চান, চন্দ্রসেন নিরপরাধ? প্রত্যক্ষ প্রমাণ চান তার চরিত্রের—তার অপকর্ম্মের?

সাহু। প্রমাণ দেবার এমন কেউ আছে?

ধীরাবাঈয়ের প্রবেশ।

ধীরাবাঈ। আছে মহারাজ।

সাহু। কে তুমি মা?

বাজীরাও। ইনি সেই চন্দ্রসেনের পত্নী।

সাহু। তুমি কি বল্‌তে চাও মা?

ধীরাবাঈ। লক্ষমুদ্রার লোভে স্বামী আমার মালবরাজের হাতে পেশোয়ার পত্নীকে কৌশলে তুলে দেন। তাদের ষড়যন্ত্রের বিষয় আমি জান্‌তে পেরে, আমার স্বামীকে বহু অনুরোধ করেছিলাম প্রতিনিবৃত্ত হ'তে; এমন কি তাঁর পায়ে ধ'রে কত কেঁদেছিলাম, কিন্তু বিনিময়ে পেলাম পদাঘাত—দুর্জ্জয় কলঙ্ক।

বাজীরাও। আপনারা চন্দ্রসেনের চরিত্রের আর কি প্রমাণ চান?

সাহু। যাও মা তুমি, আর আমার শোনবার কিছুই নেই। [ধীরাবাঈ চলিয়া গেল।] বলুন পেশোয়া, এখন আমাদের কি করা কর্ত্তব্য? ত্রিশক্তির হুমকির জবাব দেবে কে?

বাজীরাও। জবাব দেবো আমি। এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শিবাজীর আদর্শ আমাকে উদ্দীপ্ত করেছে। আমি চাই শিবাজীর স্বপ্ন সার্থক কর্‌তে, আমার স্বর্গগত পিতৃদেবের পরিকল্পনা কার্য্যকরী কর্‌তে।

সাহু। তাতে যে সমস্ত ভারতবর্ষ অগ্নিক্ষেত্রে পরিণত হবে।

বাজীরাও। অগ্নিক্ষেত্রে পরিণত হ'য়ে গেছে মহারাজ! চেয়ে দেখুন ভারতের বুক জুড়ে আগুন জ্ব'লে উঠেছে।

শ্রীপতি। সে আগুন আপনিই জ্বালিয়ে দিলেন ওই মস্তানীকে দিয়ে।

বাজীরাও। তাই যদি মনে ক'রে থাকেন, তাহ'লে এটাও জেনে রাখ্‌বেন—ওই মস্তানীর জন্যই হবে আবার মারাঠাজাতির নব অভ্যুদয়, বেজে উঠ্‌বে জয়ের দুন্দুভি আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলে।

সাহু। আপনার কি ইচ্ছা তাহ'লে সমস্ত ভারতের বুকে মারাঠাশক্তির সার্ব্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা?

বাজীরাও। আমার ইচ্ছা তাই! আমার স্বপ্ন-সাধনা পূর্ণ করতে এসেছে সে সুযোগ—সে শুভ লগ্ন। পুলক ছন্দে নেচে উঠেছে আমার উষ্ণ রক্ত—আমার চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌ছে ছত্রপতি শিবাজীর শহীদ-মূর্ত্তি। ত্রিশক্তির হুমকির সঙ্গে সঙ্গে এসেছে বাদশার হুমকি—ভেঙ্গে দাও দিল্লী-দরোযোজা। তাই আমিও ধরেছি শাণিত কুঠার—হিন্দুস্থানের মোগল-তরুর মূলোচ্ছেদ করতে। বাস্তব হ'য়ে উঠ্‌বে তখন ছত্রপতির স্বপ্ন—গ'ড়ে উঠ্‌বে এক নূতন সাম্রাজ্য—জনশক্তি হবে যার প্রধান স্তম্ভ,—সেখানে থাক্‌বে না জাতিধর্ম্মের বৈষম্য—সেখানে থাক্‌বে সকলের সমান অধিকার।

সাহু। কিন্তু আমার মনে হয়, এ কল্পনা—এ উৎসাহ যেন ধ্বংসের পূর্ব্বসূচনা। বোধ হয় জানেন আপনি, বাদশাহের সঙ্গে সংঘর্ষে আমার পিতার কি দুরবস্থা হয়েছিল।

বাজীরাও। আর মহারাজেরও জানা আছে যে, আমার পিতাই বাদশাহের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে মহারাজকে মহারাষ্ট্রের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সাহু। তা আমার মনে আছে।

বাজীরাও। তবে আপনি শঙ্কিত হ'চ্ছেন কেন মহারাজ! ঘুমন্ত শক্তিকে জাগিয়ে তুলুন, মহারাষ্ট্রের নবজাগরণের পথে আপনি মাথা তুলে দাঁড়ান; পার্শ্বে আছে বাজীরাও—ছত্রপতির আদর্শ নিয়ে।

সাহু। এই বৃদ্ধ বয়সে যুদ্ধে জড়িত হ'য়ে আমার অবশিষ্ট জীবনটাকে আর ভাবাক্রান্ত করতে চাই না। তবে আপনাকে আমি বাধা দেবো না। আপনি বরুন জাতির মুখোজ্জ্বল। আপনি যখন সঙ্কল্প স্থির ক'রে ফেলেছেন—নতুন রণবাহিনীও যখন তৈরী করেছেন, তখন স্বাধীনভাবেই পরিচালনা করুন আপনার এই অভিযান। পুনায় যদি স্বতন্ত্র সরকার প্রতিষ্ঠা করবার প্রয়োজন মনে করেন—তাতেও আমার কোন আপত্তি নেই।

শ্রীপতি। তবে এটাও স্থির জানবেন পেশোয়া, আপনার এই অভিযানে সাতারা-সরকার কোন সাহায্যই করবে না—ব্যয়ভার বহনের জন্য কোন অর্থও দেবে না

বাজীরাও। মহারাজের অভিমত কি তাই?

সাহু। আমারও অভিমত তাই।

বাজীরাও। বাঃ! সম্মুখে বিরাট আহ্বান—সাতারা-সরকার সাহায্য করবে না—থাকবে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত? মহারাজ, এও কি আপনার অন্তরের কথা? বলুন, আমার যে স্বপ্ন ব'লে মনে হ'চ্ছে। আমার সাধনা আজ অর্দ্ধপথে ভেঙ্গে দেবেন না মহারাজ! আমি যে পূজার আয়োজন করেছি, সে পূজা আমায় পূর্ণ করতে দিন।

সাহু। আমি তো বলেছি পেশোয়া, বৃদ্ধ বয়সে আর যুদ্ধ-হাঙ্গামায় লিপ্ত হবো না। চাই শুধু শক্তি—শান্তি।

ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীর প্রবেশ।

ব্রহ্মেন্দ্র। শান্তি যদি চাও, তাহ'লে ওই সিংহাসন হ'তে নেমে এসে বানপ্রস্থে চ'লে যাও। নতুবা কলঙ্কিত হবে ওই সিংহাসন—শিবাজীর রুদ্র অভিশাপ নেমে আস্‌বে উর্দ্ধে হ'তে—ছড়িয়ে পড়্‌বে তোমার সর্ব্বাঙ্গে। শিবাজীর স্বপ্ন সার্থক কর্‌তে তুমি কুণ্ঠিত হ'লেও জাতি কখনো নিশ্চেষ্ট থাক্‌বে না। মহাসিন্ধুর তরঙ্গে ফেনিয়ে উঠ্‌বে তাদের লুপ্ত শক্তি—পেশোয়ার পতাকাতলে দাঁড়াবে এসে তারা।

কাশীবাঈয়ের প্রবেশ।

কাশীবাঈ। আর দাঁড়াবে সমগ্র নারীজাতি প্রচণ্ড উদ্দীপনায় পেশোয়ার সাম্‌নে—তাদের গায়ের অলঙ্কার খুলে দিয়ে। সঞ্চিত অর্থের অর্ঘ্য সাজিয়ে অঞ্জলি দেবে পেশোয়ার পদতলে—সাজ্‌বে তারা রণরঙ্গিণী। তাই গ'ড়ে উঠেছে আজ নারীবাহিনী পল্লীতে-পল্লীতে।

চিমনাজীর প্রবেশ।

চিমনাজী। আর দাঁড়াবে দেশের তরুণের দল তাদের সবুজ প্রাণের আকুল হিল্লোল নিয়ে পেশোয়ার চরণে, কর্‌বে তাদের মায়ের পূজা বুকের রক্ত নিংড়ে দিয়ে।

সাহু। চমৎকার! এ দৃশ্য দেখে যে আমার জরাবিকম্পিত বক্ষে যুদ্ধের উন্মাদনা জেগে উঠ্‌লো। সত্যই যে এ অপূর্ব্ব দৃশ্য! আমার প্রতি লোমকূপ দিয়ে যে বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে যাচ্ছে। না—না, আমি ভুল করি নি। মার্জ্জনা করুন আমায় গুরুদেব, আমি বুঝ্‌তে পারি নি যে মানুষের ভেতরেই আছে মহামানুষ। [নতজানু]

ব্রহ্মেন্দ্র। ওঠ সাহু! গুরুর আশীর্ব্বাদ চিরদিন তোমায় জয়যুক্ত কর্‌বে। মনে রেখো, তুমি মহাত্মা শিবাজীর বংশধর।

সাহু। শুনুন পেশোয়া! জগতের প্রত্যক্ষ দেবতা এই গুরুর সম্মুখে শপথ কর্‌ছি—সাতারা-সরকার সর্ব্বতোভাবে কর্‌বে আপনাকে সাহায্য।

[প্রস্থান, তৎসহ পিলাজি, শ্রীপতি ও মহাদেবের প্রস্থান।

বাজীরাও। তাহ'লে পদধূলি দিন গুরুদেব! আপনার চরণ-রেণু যেন আমার অক্ষয় কবচ হয়। আমি যেন পূর্ণ কর্‌তে পারি শিবাজীর স্বপ্ন, আমি যেন রেখে যেতে পারি জাতির মর্য্যাদা—কলঙ্কিত যেন না হয় আমার হাতে জাতির গৌরব—সূর্য্যের মত দীপ্ত হ'য়ে ওঠে যেন পিতৃকুলের কীর্ত্তি অকৃতী সন্তানের জীবন বলিদানে। [ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীকে প্রণাম করিল।]

ব্রহ্মেন্দ্র। পূর্ণ হোক্ তোমার মাতৃপূজা।

[বাজীরাওকে বক্ষে লইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

চিমনাজী।— গীত।

চল্ তবে চল্ ও পূজারি!
কর্‌তে মায়ের পূজা রে।
ওই যে ডোবে দিনের রবি
দিগন্তের ওই আঁধারে।
তোর সময় ব'য়ে যায়,
আয় রে ছুটে আয়, (ও পূজারি রে)
কর্‌বি কখন মায়ের পূজা
বুকের রক্ত দিয়ে রে॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

নিজাম বাহাদুরের খাসকামরা।

চিনকিলিচ খাঁ, মহম্মদখাঁ বঙ্গষ,
গিরিধর ও চন্দ্রসেন।

গিরিধর। পেশোয়া বাজীরাও সম্বন্ধে আজ আমাদের একটা শেষ মীমাংসা করতে হবে। কারণ তার স্পর্দ্ধা দিন দিন যে-রকম বেড়ে উঠ্‌ছে, তাতে মনে হয়, ভারতের কোন রাজাকেই সে আর মান্‌বে না। আমাদের সকলকেই মান-মর্য্যাদা হারাতে হবে। কি বল চন্দ্রসেন?

চন্দ্রসেন। আমি আর বেশী কি বল্‌বো। উদ্ধত পেশোয়া আমাদের সকলকেই অপমান করেছে। সেই অপমানের প্রতিশোধ নিতেই হবে।

মহম্মদ। সহস্রবার! মস্তানীকে আমার হাত হ'তে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, আমার বিজিত রাজ্য বুন্দেলখণ্ড কেড়ে নিয়ে রাজা ছত্রশালকে দিলে আবার সে রাজ্য ফিরিয়ে। আজও সেই অতীত দিনের কথা মনে হ'লে অপমানে ধিক্কারে বুকখানা ভ'রে যায়: তাই আমরা সকলেই নিজাম বাহাদুরের সাহায্যপ্রার্থী।

চিনকিলিচ। সব ঠিক হ'য়ে যাবে। আপনারা চিন্তিত হবেন না। এখন একটু স্ফূর্ত্তি করুন। কৈ হায়? সরাব নাচনেওয়ালী—

সরাব লইয়া বান্দার প্রবেশ, বান্দা সকলকে সরাব দিতে লাগিল, নর্ত্তকীগণ আসিয়া গাহিতে লাগিল।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

আজি ফুলের বনে জোয়ার এলো।
মনের আগল খুলে গেল॥
গোপন পিরীত জাগায় সখি,
ঘোমটা খুলে চেয়ে দেখি,
বঁধু আমার দাঁড়িয়ে আছে—
বলে প্রিয়া দুয়ার খোল;
তাই এসেছি নিঝুম রাতে
বাস্‌তে তোমায় ভালো॥

[প্রস্থান।

সকলে। বাহবা! বাহবা! তোফা! তোফা!

গিরিধর। নিজাম বাহাদুর কি বাদশাহের কোন সংবাদ শুনেছেন নাকি?

চিনকিলিচ। হুঁ। পুনায় নূতন কেল্লার সিংদরোয়োজা—যার নাম দিল্লী-দরোয়োজা, সেই দরোযোজা ভেঙ্গে ফেল্‌বার আদেশ দিয়েছেন বাদশাহ পেশোয়া বাজীরাওকে। যদি সে বাদশাহের হুকুম না মানে, তাহ'লে দিল্লী থেকে বাদশাহী ফৌজ এসে ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দিয়ে যাবে সেই দিল্লী-দরোযোজা; আর বেঁধে নিয়ে যাবে বাজীরাওকে।

মহম্মদ। তাহ'লে মস্তানীকে কিন্তু আমার চাই।

চিনকিলিচ। তার জন্যে আর চিন্তা কি? এইবার আমরা

ত্রিশক্তি একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়্‌বো, তাহ'লেই কেল্লা ফতে হ'য়ে যাবে।

গিরিধর। এই দেখুন নিজাম বাহাদুর! পেশোয়া বাজীরাও কি ভাবে আমার অপমান করেছে। আমার দু'টো কানই কেটে দিয়েছে।

চিনকিলিচ। ইয়া আল্লা! একবারে যে কিছুই নেই। বিলকুল সাফ হো গিয়া।

ফকিরবেশী মহাদেবের প্রবেশ।

মহাদেব। হজরত নিজাম বাহাদুরের জয় হোক্।

চিনকিলিচ। আসুন—আসুন, ফকির সাহেব আসুন। কি সংবাদ বলুন।

মহাদেব। হুজুর, আমার পীরের আস্তানা পেশোয়া পুড়িয়ে দিয়েছে। আপনি তার সুবিচার করুন।

মহম্মদ। উঃ! কি স্পর্দ্ধা কাফেরের!

চিনকিলিচ। আচ্ছা ফকির সাহেব! এর ব্যবস্থা আমি শীঘ্রই কর্‌ছি। অহঙ্কারী পেশোয়াকে এইবার দেখিয়ে দিতে হবে—তার এ ঔদ্ধত্যের পরিণতি কত ভীষণ—কত ভয়ঙ্কর।

গিরিধর। বাজীরাও চায় ভারতের সমস্ত রাজন্যবর্গ সাতারা-সরকারের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করুক্, আর রাজস্বের চতুর্থাংশ "চৌথ"রূপে সাতারা-সরকারে দাখিল করুক্। আপনারা তার এ প্রস্তাবে সম্মত কি?

চিনকিলিচ ও মহম্মদ। কখনই না।

চন্দ্রসেন। তাহ'লে উপস্থিত আমাদের সাতারা আক্রমণ করাই

কর্ত্তব্য। কারণ বাজীরাও এখন পুনায়। এই উপযুক্ত অবসর। সাতারার সিংহাসন আমার চাই।

চিনকিলিচ। বহুত আচ্ছা চন্দ্রসেনজি! তারপর আমরা পুনা আক্রমণ করবো—ওদিকে বাদশাহী ফৌজও এসে হাজির হবে দিল্লী-দরোয়োজা ভাঙ্গতে।

মহম্মদ। উত্তম যুক্তি।

মহাদেব। জনাব! তাহ'লে আমি এখন চল্‌লাম। যাতে শীঘ্র শীঘ্র কাফেদের শাস্তি দেওয়া হয়, তার ব্যবস্থা করবেন।

চিনকিলিচ। বহুত আচ্ছা ফকির সাহেব!

[মহাদেবের প্রস্থান।

চন্দ্রসেন। [স্বগত] ফকিরকে দেখে যেন সন্দেহ হ'লো। বাজী-রাওয়ের কোন গুপ্তচর নয়তো? একি! অন্তরটা সহসা কেঁপে উঠ্‌লো কেন? জন্মভূমি—আমার জন্মভূমি—আমার দেশ—আমার স্বর্গ, তাকে বিপন্ন করবার এ কি পরিকল্পনা? আমার মনে হয়—মান-অভিমান, ব্যথা-বেদনা সব মুছে ফেলে তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ি। তার মাহেন্দ্রক্ষণও উপস্থিত! তাইতো—

[চিন্তিত হইলেন।]

গিরিধর। কি ভাব্‌ছো বন্ধু! তোমার মুখখানা যেন ফ্যাকাসে হ'য়ে গেছে। বোধ হয় স্ত্রীর কথা ভাব্‌ছো?

চন্দ্রসেন। না—না, কিছুই ভাবি নি।

মলহররাওয়ের প্রবেশ।

মলহর। নিজাম বাহাদুরের জয় হোক্।

চিনকিলিচ। তুম্ কোন্ হ্যায়?

মলহর। বাজীরাওয়ের দূত—নাম মলহররাও। বাঃ! একি! এ যে দেখ্ছি হিন্দু-মুসলমানের মিলন-মন্দির।

চিনকিলিচ। কি চাও?

মলহর। পেশোয়া বাজীরাওয়ের আদেশ আপনাদের জানাতে এসেছি।

চিনকিলিচ। পেশোয়ার আদেশ কি?

মলহর। আপনারা হয়তো শুনে থাক্বেন, পেশোয়া সঙ্কল্প করেছেন, সমস্ত ভারতবর্ষে মারাঠার সার্ব্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা কর্তে, সেজন্য আপনাদের রাজস্বের এক চতুর্থাংশ "চৌথ"রূপে সাতারা-সরকারে দাখিল কর্তে হবে, অবশ্য এর জন্য আপনারা প্রয়োজন হ'লে সাতারা-সরকারের সাহায্য বা সহানুভূতি হ'তে বঞ্চিত হবেন না। যদি সম্মত হন্, সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করুন।

চিনকিলিচ। উন্মাদ তোমার পেশোয়া, তাই এই প্রলাপকাহিনী প্রচার কর্বার জন্য তোমায় এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন! কি স্পর্দ্ধা তার—দুর্জ্জয় বাদশাহী শক্তিকেও ভয় করে না!

মলহর। আপনাদের অভিমত কি শুধু তাই ব্যক্ত করুন।

মহম্মদ। আমরা তার এ প্রস্তাবে সহস্রবার পদাঘাত করি।

মলহর। তা'হ'লে মর্বার জন্য আপনারা প্রস্তুত থাকুন।

চন্দ্রসেন। নিজাম বাহাদুর! এই মলহররাওকে বন্দী ক'রে রাখুন। গর্ব্বিত মেষপালকের দম্ভ চূর্ণ হ'যে যাক্। কিছুকাল পূর্ব্বে এই মলহররাও মাঠে মাঠে মেষ চরাতো, বাজীরাওয়ের পিতা একে সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত করেছিল। বন্দী ক'রে রাখুন, বাজীরাওয়ের একটা অঙ্গ ভেঙ্গে যাক্।

মলহর। ঠিক বলেছ চন্দ্রসেন! কিন্তু জেনে রেখো, মলহর-

বাওকে বেঁধে রাখ্‌বার মত শক্তি এখানে কারো নেই। ধিক্ চন্দ্রসেন, তোমার জীবনটাকে সহস্রবার ধিক্! দেশ ও জাতির সর্ব্বনাশ কর্‌তে এসেছ পরের সাহায্য নিতে? অথচ চেয়ে দেখ, পেশোয়া বাজীরাওয়ের কি অপূর্ব্ব মাটির পূজা! জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তিকে জাতীযতার যূপকাষ্ঠে বলি দিয়ে মারাঠার অক্ষয় গৌরব-প্রতিষ্ঠার কি বিরাট অভিযান! এস চন্দ্রসেন, সে অভিযানে যোগ দেবে এস, নতুবা মারাঠার ইতিহাসে তুমি ত্রেতাযুগের বিভীষণের মত ফুটে থাক্‌বে।

চন্দ্রসেন। স্তব্ধ হও মলহররাও!

মলহর। কণ্ঠ আমার চির-স্বাধীন—ভাষা আমার চির-নির্ভীক। সপ্তরথী-পরিবেষ্টিত অভিমন্যুর মত এখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেও—চক্রব্যূহ ভেদ ক'রে চ'লে যাবো আমার এই তরবারির সাহায্যে।

গিরিধর। দেখ্‌ছেন নিজাম বাহাদুর, নগণ্য দূতের কি রকম আস্ফালন?

মলহর। তুমি না হিন্দুরাজা? মুসলমান হিন্দুর শত্রুতা কর্‌তে পারে—তার সর্ব্বনাশের জন্য বহু পথ আবিষ্কার কর্‌তে পারে, কিন্তু হিন্দু হ'য়ে হিন্দুর সর্ব্বনাশ কর্‌তে বিবেক তোমার অন্তরে একটিবারও কি আঘাত দিচ্ছে না মালবরাজ? চ'লে এস রাজা আমার সঙ্গে, তুমি হিন্দু—হিন্দু ভায়েদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে চল, তাদের হাতে হাত মিলিয়ে বল্‌বে চল—আমি তোমাদের ভাই—শক্তি—সহায়। দেখ্‌বে তোমার ওই কালিমাজড়িত জীবনপথে স্বর্গের প্রেরণা জেগে উঠ্‌বে, সমস্ত হিন্দুস্থান তোমার পায়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি দান ক'রে বল্‌বে তুমি বীর—তুমি শহীদ—তুমি মায়ের যোগ্য সন্তান।

চিনকিলিচ। এই, কে আছিস্? বন্দী কর্ কাফেরকে।

প্রহরী আসিয়া মলহররাওকে বন্দী করিতে উদ্যত হইল।

মলহর। [তরবারি নিষ্কাসিত করিয়া] কাফের নিরস্ত্র নয়।

[সহসা একটী গুলি আসিয়া প্রহরীর পৃষ্ঠদেশ ভেদ করিল ; প্রহরী "উঃ! ইয়া আল্লা"—বলিযা পলায়ন করিল।]

রণজি সিন্ধিয়ার প্রবেশ।

রণজি। সেলাম নিজাম বাহাদুর!

চিনকিলিচ ও মহম্মদ। য়্যাঁ, একি। একি!

গিরিধর। বিশ্বাসঘাতক রণজি!—

রণজি। রণজির চেয়েও যে আপনি শতগুণে বিশ্বাসঘাতক মহারাজ!

গিরিধর। আমি?

রণজি। হ্যাঁ, আপনি। বেতনভুক্ কর্ম্মচারী আমি—আমি করেছি প্রভুব সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা, কিন্তু যার বুকের সুধায় আপনি মানুষ হয়েছেন, সেই মাটির স্বর্গ জন্মভূমি মায়ের সঙ্গে কর্‌ছেন আপনি চরম বিশ্বাসঘাতকতা। বলুন মহারাজ, অপরাধ কার বেশী? আসুন মলহররাও। মনে রাখ্‌বেন নিজাম বাহাদুর—হিন্দুস্থানটা মুসলমানের জন্মভূমি নয়—এটা হিন্দুর জন্মভূমি, এখানে থাকবে হিন্দুর জন্মগত অধিকার।

চিনকিলিচ। হাঃ—হাঃ—হাঃ। হিন্দুর সে অধিকার মুছে দেবে মহম্মদপন্থী মুসলমান। এই হিন্দুস্থানের মাটিতে রচিত হবে মুসলমানের কীর্ত্তিস্তম্ভ।

রণজি। কালের পর্য্যায়ে—চক্রীর চক্রান্তে—হিন্দুস্থানের মাটিতে

লবুব্‌দের মত বৈদেশিক রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হ'লেও—শতাব্দী—
ভূ শতাব্দীর পরেও—হিন্দুস্থান হিন্দুরই হবে; এ মহাত্মা ছত্রপতির
স্তর্বাণী।

[মলহররাওসহ প্রস্থান।

গিরিধর। শত্রু যে পালিয়ে গেল! চন্দ্রসেন!—

চিনকিলিচ। কোথায় যাবে? মালবরাজ! ওদের পশ্চাৎ
নুসরণ করুন—ওদের আবার বন্দী করুন। ওঃ, এ আমার কি
পমান—কি অপমান! এ অপমানের প্রতিশোধ আমায় নিতেই
বে—নিতেই হবে; প্রতিশোধ আমার চাই।

[প্রস্থান।

চন্দ্রসেন। আগুন জ্ব'লে উঠ্‌লো রাজা! এ আগুনে পেশোয়া
াজীরাও পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

প্রাঙ্গণ।

গীতকণ্ঠে চিমনাজীর প্রবেশ।

চিমনাজী।—

গীত।

তুমি যে আমার হৃদয়রাণী।
সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা
সাগরমেখলা সুন্দর তনুখানি।
তুমি যে আমার প্রিয় হ'তে প্রিয়
সাধনার দেবী জানি,
তাই শয়নে স্বপনে, কিবা জাগরণে,
বাঞ্ছিত তব রাতুল চরণে
অঞ্জলি মম দানি।

মস্তানীর প্রবেশ।

মস্তানী। তোমার গান তো বেশ ভাই চিমন!

চিমনাজী। কেমন নতুন বৌদি! আচ্ছা, বল তো এ গা শুন্‌লে কার না ভাল লাগে।

মস্তানী। যাদের অন্তরে মানুষ ব'লে কোন বস্তু আছে, তারা ও গান আত্মহারা হ'য়ে শুন্‌বে; কিন্তু যাদের অন্তরে তার অভা তারা কোনদিন ও গান শুনে আনন্দে অধীর হবে না।

চিমনাজী। তাদের কি বলে?

মস্তানী। বলে পশু—শয়তান। মাতৃভূমির জঞ্জাল—অভিশপ্ত প্রেতের কঙ্কাল তারা। তুমি সর্ব্বদাই ওই গান করবে ভাই! তোমার গানের রেশ যেন ছড়িয়ে পড়ে নগরে পল্লীতে কাননে প্রান্তরে।

চিমনাজী। দাদাও ওই কথা বলেন। দেখ নতুন বৌদি, দাদা বল্‌ছিলেন তোমার বাবা নাকি পত্র দিয়ে জানিয়েছেন, মহম্মদখাঁ আবার নাকি বুন্দেল রাজ্য আক্রমণ করবার তোড়জোড় করছে।

মস্তানী। কই, তা তো শুনি নি। উঃ! মহম্মদখাঁর প্রতিহিংসা এখনো মেটে নি! আবার আমার বৃদ্ধ পিতার উপর অত্যাচার করবে!

চিমনাজী। তার জন্য আর ভয় কি নতুন বৌদি! দাদা আছেন, আমি আছি। গুরুদেব বলেন আমরা দু'জন রাম-লক্ষ্মণ।

কাশীবাঈয়ের প্রবেশ।

কাশীবাঈ। গুরুদেবের কথা মিথ্যা নয় ভাই! সত্যই তোমরা দু'জন রাম-লক্ষ্মণ। তবে বড় হ'লে যেন একথাটা মনে থাকে।

চিমনাজী। কেন থাকবে না বৌদি?

কাশীবাঈ। বড় হ'লে অনেকের মনে থাকে না, এমন কি এ বেলা খেয়ে ও বেলায় মনে রাখ্‌তে পারে না।

চিমনাজী। আমি ঠিক মনে রাখ্‌বো বৌদি!

[প্রস্থান।

কাশীবাঈ। রাখাই তো উচিত ভাই!

মস্তানী। দিদি!

কাশীবাঈ। কি বোন্?

মস্তানী। তুমি আমায় প্রকৃত ভালবাস, না মনে মনে ঘৃণা ক

কাশীবাঈ। এই অর্থহীন প্রশ্ন কেন মস্তানি?

মস্তানী। আমি যে তোমার সম্পত্তির অর্দ্ধাংশের দাবী ক' বসেছি।

কাশীবাঈ। সেই অর্দ্ধাংশ হ'তেই যদি সমস্ত সম্পত্তির উপ পাই, তখন বল্‌বার তো কিছুই নেই।

মস্তানী। আমি যে তোমার সপত্নী।

কাশীবাঈ। তিনি তো আমার পর নন। তিনি যে আ দেবতা। দেবতার তুষ্টিবিধানে মানুষ তার সর্ব্বস্বকে অম্লানে দেয়, আর আমি তুচ্ছ স্বার্থটুকু ভুল্‌তে পার্‌বো না? খুব পার্‌ বোন্! দেবতার সন্তোষবিধানে তোমাকে বুকের মাঝে ভ স্নেহ দিয়ে চিরদিনই ঘিরে রেখে দেবো।

[মস্তানীকে বক্ষে ধারণ

মস্তানী। দিদি! আমি যে মুসলমানী।

কাশীবাঈ। জাতিভেদের কুসংস্কার সাগরের অতল জলে তলি যাক্—লোকনিন্দা অপবাদ বাতাসে ভেসে যাক্। মানুষ মানুষকে ঘৃণা করে না—মানুষেরই ভেতর আছেন ওই ভগবা এস বোন্, চিন্তা কর্‌বার কিছুই নেই। একই তরুতে ভিন্ন লতা আশ্রয় নেয়, কই, তরুবর তো আশ্রয়দানে পক্ষপাত ক না। যাও বোন্, স্বামী-দেবতার পরিচর্য্যার উপাদান সংগ্রহ ক' রাখ গে। আমি এখন মন্দিরে চল্‌লাম।

[প্রস্থা

মস্তানী। সত্যই যেন দেবী। একি! বৃদ্ধ পিতাকে দেখ্‌বার জন্য প্রাণ যে আমার কেঁদে উঠ্‌ছে! বুন্দেল! বুন্দেল! আমার জন্মভূমি বুন্দেল—

বাজীরাওয়ের প্রবেশ।

বাজীরাও। না—না, আমি ফির্‌বো না—ফির্‌বো না। আমার অন্তরের বেলাভূমি বিধ্বস্ত ক'রে যে উদ্দাম প্রবাহ ছুটে চলেছে, সে প্রবাহ আর রুদ্ধ হবে না। যে আগুন জ্বলেছে, সে আর নিভ্‌বে না। যে পথে নেমেছি, সেই পথ ধ'রেই ছুটে চল্‌বো। জানি না সে পথের শেষ কোথায়, জানি না আমার গতির নিবৃত্তি কোন্‌খানে—কতদূরে—কোন্ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের পরপারে। ওই আমার কর্ম্মক্ষেত্র! যাও—যাও প্রেয়সি! তুমি আমায় উন্মাদ ক'রো না—আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে দিও না—অন্তরে আমার বিপ্লব বাধিও না। যাও—যাও—তুমি যাও।

মস্তানী। প্রিয়তম!

বাজীরাও। যঁ্যা, একি! তুমি—মস্তানী?

মস্তানী। আমায় দেখে ওরূপ চম্‌কে উঠ্‌লেন কেন?

বাজীরাও। না—না, চম্‌কে তো উঠি নি। মস্তানি! আজই আমায় বুন্দেল যেতে হবে।

মস্তানী। সে সংবাদ আমি শুনেছি।

বাজীরাও। তাই তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি।

মস্তানী। আমাকে সঙ্গে নিতে হবে।

বাজীরাও। সে কি! এতদিনে জীবনের দারুণ দুর্ভোগ কাটিয়ে আজ কিসের আকর্ষণে বুন্দেলায় তুমি ফিরে যেতে চাও?

মস্তানী। বৃদ্ধ পিতার জন্য, আর জন্মভূমির জন্য পেশোয়া! বুন্দেল যে আমার জন্মভূমি—মাটির আকর্ষণ যে বড় মধুর। সে আকর্ষণের যে কি উন্মাদনা, পেশোয়া তা ভালই জানেন।

বাজীরাও। চল তবে রাজনন্দিনি! তোমার প্রাণের এ উচ্ছ্বাসকে আমি বাধা দেবো না। পার যদি, দাঁড়াও গিয়ে সেখানে রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে—কর গে মাতৃভূমির কল্যাণসাধন। দেশপ্রীতি তোমাকে জয়মাল্যে ভূষিত করুক্—ফুটে উঠুক্ আদর্শের নূতন রূপ—জাতির জীবনে আসুক্ যুগান্তর।

মস্তানী। তবে আমি প্রস্তুত হই গে পেশোয়া! ওই এসেছে আহ্বান আমার দেশমাতৃকার।

[প্রস্থান।

বাজীরাও। দেশমাতৃকার আহ্বান এসেছে সমস্ত হিন্দুজাতির। ওই চেয়ে দেখ অনন্তের পথ হ'তে পুষ্পরথে নেমে আস্‌ছে হিন্দুস্থানের মাটিতে শহীদবীর ছত্রপতি শিবাজী! ওই শোন ঘন ঘন শঙ্খনাদ—দিব্যাঙ্গনার লাজবর্ষণ।

রণজি সিন্ধিয়া ও মলহররাও আসিয়া অভিবাদন করিল।

বাজীরাও। কি সংবাদ?

মলহর। আপনার নির্দ্দেশিত সর্ত্ত স্বীকার কর্‌তে নিজাম বাহাদুর ও অন্যান্য রাজন্যবর্গ অস্বীকৃত।

বাজীরাও। অস্বীকৃত! তাহ'লে আর কালবিলম্ব কর্‌বার আবশ্যক নেই। ছত্রপতি শিবাজীর স্বপ্ন আমায় সফল কর্‌তেই হবে। তাঁর ঈপ্সিত সার্ব্বভৌম শক্তি আমায় প্রতিষ্ঠা কর্‌তেই

হবে। জগতের সমস্ত শক্তি সম্মিলিত হ'য়ে আমার বিরুদ্ধে এসে দাঁড়াক্ বন্ধুগণ! আমিও দাঁড়াবো সহস্র বিপর্য্যয় মাথা পেতে নিয়ে অচল হিমাদ্রির মত ত্রিবেণী-তীর্থ ভারতের মাটিতে।

রণজি। আমরাও তার সাম্নদেশ ঘিরে থাক্‌বো দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মত পেশোয়া!

বাজীরাও। সন্তুষ্ট হলাম। আশা করি, তোমাদের এ পণ—এ দৃঢ়তা আমার জয়যাত্রার পথে প্রধান সহায় হবে। যাক্, এখন আমি বুন্দেলায় যাচ্ছি—

মহাদেবের প্রবেশ।

মহাদেব। আমরা এখন যাই কোথায় বলুন তো পেশোয়া? আপনি না হয় শ্বশুরবাড়ী গিয়ে লুচি মোণ্ডা খেয়ে মুখ বদলাবেন, কিন্তু আমরা কি গোলাগুলি খেয়ে কবিরাজ বাড়ী ছুটোছুটি কর্‌বো?

বাজীরাও। পণ্ডিতজি! তোমার প্রত্যেক কথায় যেন কি একটা মাদকতা আছে। পাগল ব'লে তোমায় অনেকে হেসে উড়িয়ে দেয়, কিন্তু তলিয়ে বোঝে না। আমি বুঝতে পেরেছি, এমন একটা কিছু দুর্ঘটনা ঘটেছে—যার জন্যে পণ্ডিতজিকে আজ পুনায় আস্‌তে হয়েছে।

মহাদেব। সত্যই পেশোয়া!

বাজীরাও। বল ব্রাহ্মণ, কি হয়েছে?

মহাদেব। সাতারা সম্পূর্ণ অরক্ষিত ভেবে মালবরাজ আর চন্দ্রসেন আস্‌ছে সাতারার সিংহাসন অধিকার কর্‌তে; তাই সংবাদটা পেশোয়াকে জানাতে এসেছি।

বাজীরাও। কি ক'রে এ গুপ্ত সংবাদ তুমি অবগত হ'লে মহাদেব ?

মহাদেব। দেখুন, চিরদিনই তো ভাঁড়ামি ক'রে আস্‌ছি। ভাবলাম—এতদিন যে মহারাজের অন্ন খেলাম, তার তো কিছুই শোধ দিতে পারলাম না। তাই বেরিয়ে পড়্‌লাম সেই বিভীষণ চন্দ্রসেনটাকে যে কোন প্রকারে ধ'রে আন্‌তে। শুন্‌লাম—তিনি শ্রীপাট নিজামে। কি করি, ফকিরের বেশ ধ'রে নিজাম বাহাদুরের খাস কামরায় গিয়ে উপস্থিত হ'লাম।

বাজীরাও। তারপর ?

মহাদেব। একটু ভাঁড়ামি করলাম। তখন সেখানে দাঁড়িয়ে শুন্‌তে পেলাম তাদের সব ফন্দিবাজির কথা।

বাজীরাও। অদ্ভুত তুমি মহাদেব—অদ্ভুত তোমার চরিত্র।

মহাদেব। এখন যা হোক ক'রে মহারাজের একটা হিল্লে ক'রে দিন, নইলে বুড়ো রাজাটা যে মারা যায়।

বাজীরাও। শয়তান—শয়তান! ছু'টোই শয়তান! ভয় নেই মহাদেব! রণজি! মলহররাও! তোমরা পণ্ডিতজির সঙ্গে এখনি সাতারায় চ'লে যাও। সেই শয়তান ছু'টোকে ধ'রে আনা চাই। আমি তাদের স্বহস্তে হত্যা করবো।

রণজি ও মলহর। যথা আজ্ঞা।

বাজীরাও। যাও মহাদেব! তুমিও এদের সঙ্গে চ'লে যাও। বাদশা ত্রিশক্তির প্ররোচনায় হুমকি দিয়েছে—ফৌজ আস্‌ছে তার দিল্লী-দারোয়োজা ভাঙ্গতে; শীঘ্রই আমায় যেতে হবে বিজয়বাহিনী নিয়ে আগ্রার পথে দিল্লী-অভিযানে।

[মলহররাও, রণজি ও মহাদেবের প্রস্থান।

বাজীরাও। চতুর্দ্দিকে শত্রুর দল মাথা খাড়া ক'রে দাঁড়িয়েছে! আমি শুধু একা—একা—দুনিয়ার বুকে আমি শুধু একা—

চিমনাজীর প্রবেশ।

চিমনাজী। একা কেন হবে দাদা—আমি যে তোমার দোসর আছি

গীত।

ওগো রাম, ওগো বীর!
যদিও কখনো আসে সেইদিন, আমি গো মুছাবো অশ্রুনীর॥
তুমিও যেখানে, আমিও সেখানে,
নহ তুমি একা ধরার ভবনে,
আমি লক্ষ্মণ সম তোমারি কারণে পরিব ছিন্ন চীর,
সব কিছু মোর দিব বলিদান নত করি মোর ক্ষুদ্র শির॥

[প্রণাম]

বাজীরাও। বাজীরাও! বাজীরাও! কে বলে তুমি একা? না—তুমি একা নও—এইতো তোমার লক্ষজন রয়েছে, তুমি যখন লক্ষ্মণের মত এমন ভাই পেয়েছ, তখন লঙ্কাজয় তোমার কাছে কিছুই নয়। চল্ তবে ভাই লক্ষ্মণ আমার! বিরাট সিন্ধুর জল মথিত ক'রে নিয়ে আসি গে চল্ মারাঠার জয়লক্ষ্মীকে দুরন্ত মোগলের স্বর্ণপ্রাসাদ হ'তে!

[চিমনকে লইয়া প্রস্থান।

———

পঞ্চম দৃশ্য।

পথ।

তর্কচঞ্চু ও বিদ্যাবাগীশের প্রবেশ।

তর্কচঞ্চু। চাঁদির জুতি খেয়ে একবারে হিম হ'য়ে গেলে দাদা? তোমার শাস্ত্র-টাস্ত্র সব কোথায় গেল?

বিদ্যাবাগীশ। ওসব বাজে কথা এখন ছেড়ে দাও; কাজের কথা কও ভায়া!

তর্কচঞ্চু। খুব তো বলেছিলে ঘোঁট পাকাও—ঘোঁট পাকাও! ব্যস্—যেম্নি হাজারটি টাকা হাতে এলো, অম্নি চুপ। আহা, দাদাগো! সংসারে তুমিই মানুষ হ'য়ে দাঁড়িয়েছ।

বিদ্যাবাগীশ। তার মানে?

তর্কচঞ্চু। টাকা পেলে তুমি মেথরগিরি পর্য্যন্তও কর্‌তে পার।

বিদ্যাবাগীশ। দুর্গা! দুর্গা! সকালবেলায—দুর্গা—দুর্গা! বলি ভায়া, তুমিও তো টাকা নিয়েছ!

তর্কচঞ্চু। নিয়েছি আর কই? টাকা তো এখনো আমার হাতে আসে নি। তোমারই কাছে জমা আছে।

বিদ্যাবাগীশ। তা বটে—তা বটে! যাক্, দেখ ভায়া, আজ একটা কাজ কর্‌তে হবে। আমাদের পাড়ার বিশু শেঠের মায়ের শ্রাদ্ধটা আর এসে পড়লো ব'লে।

তর্কচঞ্চু। ভালোই তো, খুব খাবে এখন।

বিদ্যাবাগীশ। খাওয়া তো পরের কথা, সে আর যাচ্ছে

কোথায়? সেদিন দস্তবমত একটা ঘোঁট পাকিয়ে মোটা রকমের ভোজন-দক্ষিণে আদায় করতে হবে। নইলে মান থাকবে না।

তর্কচঞ্চু। হযেছে। গরীব বেচারার বুকে কেন বাঁশ দিয়ে ডলবে দাদা?

বিদ্যাবাগীশ। বিশু শেঠ গরীব কি হে? চোরা কারবার ক'রে ভেতরে ভেতরে বেশ কামিযেছে।

তর্কচঞ্চু। কি ছুতো ধ'বে ঘোঁট আরম্ভ করবে?

বিদ্যাবাগীশ। দেখ, অনেকদিন আগে তার এক পিসী বেরিয়ে গিয়েছিল—

তর্কচঞ্চু। তাব জন্য বিশু শেঠ তো খবচ কবেছিল।

বিদ্যাবাগীশ। সেই পিসী মাগীটে এখন বুড়ী হ'যে গিয়ে বিশুর বাড়ীতে আসা-যাওয়া করছে।

তর্কচঞ্চু। আরে সে পিসী মাগী ম'বে ভূত হ'য়ে গেছে।

বিদ্যাবাগীশ। তুমি কি মরতে দেখেছ?

তর্কচঞ্চু। তুমি কি তাকে আসা-যাওয়া করতে দেখেছ?

বিদ্যাবাগীশ। নাই বা দেখ্লাম—একটা ছুতো ধ'রে ঘোঁট পাকাতে হবে তো! নইলে ভোজন-দক্ষিণেটা মোটা রকমের হবে কি ক'রে?

তর্কচঞ্চু। দেখ দাদা! তোমার সঙ্গে আর আমার থাকা চলবে না।

বিদ্যাবাগীশ। কেন হে? এ না করলে কি পযসা উপায় হয়?

তর্কচঞ্চু। কিন্তু তুমি তো নিজের গায়ে হাত দিয়ে কথা কও না! তুমি তো পরের ঘোঁট কর, কিন্তু তোমার ঘোঁট করে কে?

বিদ্যাবাগীশ। আমার আবার ঘোঁট কি?

তর্কচঞ্চু। তোমার মাসীও তো সেদিন তোমার বাড়ীতে এসেছিল। আমার সাম্‌নে কত কি দিয়ে গেল।

বিদ্যাবাগীশ। কি? আমার মাসী কি বিশু শেঠের পিসীর মত বেরিয়ে গিয়েছিল? আমার মাসী সাক্ষাৎ সতীলক্ষ্মী।

তর্কচঞ্চু। তা বল্‌বে বই কি। এখনো বিন্দে তাঁতি মরে নি। বেশী চালাকী ক'রো না, আমিও ঢাক পিটিয়ে দেবো।

বিদ্যাবাগীশ। তাহ'লে একটা টাকাও তোমায় দেবো না।

তর্কচঞ্চু। কি, দেবে না?

বিদ্যাবাগীশ। না, দেবো না।

তর্কচঞ্চু। আলবৎ দিতে হবে।

বিদ্যাবাগীশ। তোমার টাকা-ফাকা আমি জানি নে।

তর্কচঞ্চু। জান না?

বিদ্যাবাগীশ। না।

তর্কচঞ্চু। এখনি তোমার চৈতন উপড়ে দেবো মাণিক! এ আর যাকে তাকে পাও নি। এখনি তোমায় টাকা দিতে হবে।

বিদ্যাবাগীশ। গাছের ফল নাকি, তাই তোমায় দেবো?

তর্কচঞ্চু। গাছের ফল কি কিসের ফল, এখুনি তোমায় দেখিয়ে দেবো। এখুনি গিয়ে পেশোয়ার কাছে নালিশ কর্‌বো।

বিদ্যাবাগীশ। পেশোয়ার কাছে নালিশ ক'রে কিছুই কর্‌তে পার্‌বে না। পেশোয়া আমার কাছে একলাখ টাকা ধার নিয়েছে। গুজরাট জয় হ'লে, গুজরাটের প্রাসাদের সমস্ত আসবাব ঐ টাকায় আমায় বিক্রি কর্‌বে—এই সর্ত্তে।

তর্কচঞ্চু। কিন্তু আজই আমার টাকা দিতে হবে—নইলে তোমার চৈতন ওপড়াবোই ওপড়াবো।

উন্মাদিনীবেশে ছুরিকাহস্তে ধীরাবাঈয়ের প্রবেশ।

ধীরাবাঈ। দেখেছ—দেখেছ, তোমরা একটা শয়তানকে দেখেছ? শুনেছি সে এখানে এসেছে।

বিদ্যাবাগীশ। বেটী পাগলী নাকি?

ধীরাবাঈ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি পাগলী। তবে আগে আমি পাগলী ছিলাম না; সে শয়তানটা আমায় পাগলী ক'রে দিয়েছে। সে আমার কে জান? স্বামী—স্বামী। হাঃ—হাঃ—হাঃ! বল—বল, তাকে কি দেখেছ? সত্যি বল, সত্য কথা না বল্‌লে এই ছুরি তোমাদেব বুকে বসিয়ে দেবো।

তর্কচঞ্চু। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমার এই দাদা সব জানে। তোমার স্বামীর সঙ্গে এখানে কথা কচ্ছিল।

[দ্রুত প্রস্থান।

বিদ্যাবাগীশ। ও ভায়া, ও চঞ্চু ভায়া। তুমি কি রকম লোক বল তো? ডাঁহা ক্ষ্যাপা কালীর খপ্পরে আমায় ফেলে দিয়ে পালালে? [প্রস্থানোদ্যত]

ধীরাবাঈ। কোথা যাও? শয়তানটা কোথায় আছে ব'লে যাও।

বিদ্যাবাগীশ। দোহাই মা ক্ষ্যাপাকালি! আমি কিচ্ছু জানি নে।

[দ্রুত পলায়ন।

ধীরাবাঈ। পালিয়ে গেল। যার কাছে যাই, সে-ই আমায় দেখে পালিয়ে যায়। পাগলী ব'লে লোকে আমায় উপহাস করে, ছেলেরা সব হাততালি দেয়। পাগলী—পাগলী—আমি পাগলী! হাঃ—হাঃ—হাঃ! স্বামী—আমার স্বামী। কই, এত দুর্য্যোগেও আমি তো তাকে ভুল্‌তে পার্‌ছি নে। কিন্তু সে আমায় ভুলে

আছে। আমায় কত পদাঘাত করেছে—কত কলঙ্ক-কালী আমার গায়ে ঢেলে দিয়েছে—তবু তো আমি তাকে ভুল্‌তে পারছি নে। তাইতো, কি করি এখন? প্রাণের জ্বালা কোথায় গিয়ে দূর করি; কোথায় পাই শান্তি? হয়েছে—হয়েছে, আর এ ঘৃণিত কলঙ্কিত জীবনে প্রয়োজন কি? কোন কাজেই লাগ্‌বে না। তার চেয়ে আমার মরাই ভাল। [নিজের বক্ষে ছুরিকাঘাতে উদ্যত]

ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী পশ্চাৎ হইতে আসিয়া হস্ত ধরিল।

ব্রহ্মেন্দ্র। মর্‌বার এত সাধ কেন মা?

ধীরাবাঈ। বেঁচে থেকে আমার লাভ কি প্রভু?

ব্রহ্মেন্দ্র। কিন্তু আত্মহত্যা মহাপাপ।

ধীরাবাঈ। আমার দ্বারা তো জগতের কোন উপকারই হবে না।

ব্রহ্মেন্দ্র। ভুল বুঝেছ মা! একটি ক্ষুদ্র তৃণ হ'তেও জগতের উপকার হ'তে পারে। ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গও যে বিশ্ব দহন কর্‌তে পারে মা!

ধীরাবাঈ। ওগো দেব! আমি যে কলঙ্কিনী।

ব্রহ্মেন্দ্র। কে বলে? মনের অগোচর পাপ নেই। পরের নিন্দা শুনে বেদনায় কাতর হ'লে চল্‌বে না। আমি দেখ্‌ছি তুমি দেবী—মহাদেবী, তোমার সতীত্ব মহিমার দীপ্ত কিরণে সংসার যে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ছে। তোমার শুচিতা যে দেবতার চরণে গিয়ে আঘাত দিয়েছে। এস, দেশের এ দুর্দ্দিনে তোমার মত দেবীর চ'লে যাওয়া হবে না। তোমার যে বহু কাজ। মাতৃভূমির কল্যাণের জন্য প্রচণ্ড নারী-বাহিনী তৈরী ক'রে ছুটে যাও মুক্তি-সংগ্রামে পেশোয়ার পতাকাতলে, তখন দেখ্‌বে তোমার আসন কোথায়।

চল মা শুচিস্মিতা! চল দেবি! চল হিন্দুর কুলবধূ! বিশ্বজাগরণের অন্তর্বাণী নিয়ে উত্তাল তরঙ্গময়ী গঙ্গার মত বিশ্বভেদী কল্লোল তুলে, আমিও চলি তোমার অগ্রে অগ্রে ভগীরথের মত শঙ্খ বাজিয়ে বিশ্বের বুকে নূতন রূপ দিতে।

ধীরাবাঈ। দেশের কাজ করতে হবে। তাই হোক্ প্রভু! এতদিনের পর আমি দেখ্‌তে পেলাম আমার মুক্তির ক্ষেত্র। চলুন দেব! আজ পুরুষ-নারীর সম্মিলিত জাগরণে হোক্ বিশ্বের রঙ্গালয়ে নবযুগের অভ্যুদয়। [প্রস্থানোদ্যতা]

সহসা অসিহস্তে গীতকণ্ঠে শহীদ-আত্মার প্রবেশ।

শহীদ-আত্মা।—

গীত।

ধর্ তবে মা ভীম প্রহরণ,
সাজ্ মাগো তুই রক্তখাকী।
উপর থেকে আমরা মা তোর
প্রলয়-নাচন চেয়ে দেখি॥
রক্তধারা ছুট্‌বে যখন,
আমরা ছুটে আস্‌বো তখন,
তোর সাথে মা নাচ্‌বো মোরা
তোর চরণ দুটি মাথায় রাখি॥

[ধীরাবাঈকে অসি দিয়া প্রস্থান।

[পরে সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

সাতারা-প্রাসাদ।

সাহু, পিলাজি ও শ্রীপতি।

সাহু। যা শুন্‌ছি, সবই কি সত্য ব'লে মনে হয় শ্রীপতিরাও?

শ্রীপতি। কই মহারাজ, তার তো কোন চিহ্নই দেখ্‌ছি না।

সাহু। তবে কি মহাদেব পণ্ডিত আমায় একটু ভয় দেখালে?

পিলাজি। মহাদেব পণ্ডিত ভীতু লোক। তার কথায় আপনি ভয় পাবেন না।

সাহু। সে কি তবে আমায় মিথ্যাকথা বল্‌লে? তা তে বিশ্বাস হয় না। অমন সরল প্রাণ তো কাউকে দেখ্‌তে পাই নে বল্‌লে—মালবরাজ আর চন্দ্রসেন আস্‌ছে আমার সিংহাসন কেড়ে নিতে। আচ্ছা, পেশোয়াকে কি এ সংবাদ দেওয়া হয়েছে?

শ্রীপতি। তিনি এখন বুন্দেলায় যুদ্ধে ব্যস্ত, অনর্থক একটা মিথ্যা সংবাদ দিয়ে তাকে এখানে নিয়ে আসা আমি তো মোটেই ভাল মনে করি না।

পিলাজি। মহাদেব পণ্ডিতের কোন কথাই সত্য নয়। মিথ্যা বল্‌তে সে খুব অভ্যস্ত। মহারাজ, আপনি নিশ্চিন্ত হোন্‌ চন্দ্রসেন আর মালবরাজ যদি আসে, তবে আমরা আছি কি কর্‌তে মহারাজ?

সাহু। বহির্জগতে আমি দেখ্‌তে পাই আমার অনেক বন্ধু—অনেক মিত্র—অনেক দরদী। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে দেখ্‌লে দেখ্‌তে পাই, আমি যেন কাল সাপ নিয়ে খেলা কর্‌ছি—তাদের মুখে

চুমু খাচ্ছি। বেশ বুঝতে পারি, সবাই যেন কার্য্যসিদ্ধির জন্য আমার সাম্‌নে এসে তোষামোদের ডালা ধ'রে দাঁড়ায়। কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হ'লে আমায় ছোবল মার্‌তেও কুণ্ঠিত হয় না।

শ্রীপতি। মহারাজ কি তাহ'লে অনুমান করেন যে, আমরা আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী নই?

পিলাজি। তা যদি মনে করেন, তাহ'লে রাজকার্য্য হ'তে আমাদের অবসর দিন, আমরা কলঙ্কমুক্ত হ'য়ে বাঁচি।

সাহু। কে হিতাকাঙ্ক্ষী, কে অহিতাকাঙ্ক্ষী, আমি আজও পর্য্যন্ত কাউকে চিনে উঠ্‌তে পার্‌লাম না। কাল যাকে দেখেছি হিতাকাঙ্ক্ষী—আবার আজ দেখ্‌ছি তাকে শত্রু—পরম শত্রু! এখনো পর্য্যন্ত মানুষ চিন্‌তে পার্‌লাম না। চন্দ্রসেনের মনে যদি এতটাই দুরভিসন্ধি ছিল, কেন সে আমায় বল্‌লে না, আমি স্বহস্তে তাকে এই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা ক'রে বল্‌তাম—জাতির যে নেতা, তাকেই বলে রাজা। এ সিংহাসনে শুধু তোমার স্বার্থ নেই,—যারা বুকের রক্ত অম্লানবদনে এই সিংহাসনতলে ঢেলে দিয়ে যায়, তাদেরও সমান স্বার্থ—সমান অধিকার। এ সিংহাসন শুধু তোমার নয়—তাদেরও স্বার্থ সেখানে জড়িয়ে আছে। যদি জনরঞ্জন হ'তে পার, তবেই তুমি রাজা—তবেই তোমার এই সিংহাসন। মাত্র ওইটুকু বল্‌তাম, আর কিছু না। [নেপথ্যে তোপধ্বনি]

সকলে। ওকি! ওকি!

দূতের প্রবেশ।

দূত। মহারাজ! মালববাহিনী পুরী আক্রমণ করেছে

[প্রস্থান।

শ্রীপতি ও পিলাজি। তাই নাকি—তাই নাকি!

[প্রস্থান।

সাহু। ওঃ! বিশ্বাসঘাতকের দল। পেশোয়া—পেশোয়া! এ সময় যদি পেশোয়া থাক্‌তো—

দ্রুত মহাদেবের প্রবেশ।

মহাদেব। পালিয়ে আসুন—পালিয়ে আসুন মহারাজ, আমার সঙ্গে পালিয়ে আসুন, এখানকার কীটপতঙ্গ পর্য্যন্ত বিশ্বাসঘাতক।

সাহু। মহাদেব!

মহাদেব। এখন প্রাণ বাঁচান, পরে যা বল্‌বার বল্‌বেন।

চন্দ্রসেন ও গিরিধরের প্রবেশ।

চন্দ্রসেন। বৃদ্ধ রাজার প্রাণ আর বাঁচ্‌বে না মহাদেব! এইবার ইষ্টনাম স্মরণ কর রাজা!

সাহু। চন্দ্রসেন! বিশ্বাসঘাতক নফর! একি তোমার কর্ম্মের পরিচয়? একি তোমার ধর্ম্মের নীতি? যার অন্নে প্রতিপালিত—যার সহানুভূতিতে তুমি শক্তিমান—তারই বুকে আজ ছুরি বসাতে এসেছ? বাঃ! এ বৃত্তি শিখ্‌লে কোথায়? এ বৃত্তি তো মানুষের নয়। বেইমান!

চন্দ্রসেন। এ আমার প্রতিশোধ। পেশোয়ার পদ ন্যায়তঃ আমারি প্রাপ্য, কিন্তু আমায় বঞ্চিত ক'রে একজন উদ্ধত যুবাকে দিলেন পেশোয়া-পদ, করলেন আমার অপমান। শুধু আমার অপমান নয়, সমস্ত রাজপ্রতিনিধিদেরও।

সাহু। যাক্, আজ যদি তোমার হস্তে মরি, আমি একাই

মরবো ; কিন্তু তোমায় পেশোয়া-পদ দিলে লক্ষ লক্ষ নরনারী যে তোমার কবলে প'ড়ে মরতো। দূর হও—দূর হও ঘৃণিত কুকুর! তোমার পাপের দুর্গন্ধে এখানকার বাষ্প বিষাক্ত হ'য়ে উঠেছে! তোমার মুখের দিকে চাইতে আমার ঘৃণা হ'চ্ছে।

গিরিধর। অহঙ্কারী সাতারা-রাজ! ভেবেছিলে বোধ হয় আপনার পেশোয়া বাজীরাও একজন দিগ্বিজয়ী বীর। হাঃ—হাঃ—হাঃ! ফুৎকারে উড়ে যাবে আপনার পেশোয়া বাজীরাও!

মহাদেব। কান দুটি কি এইবার আপনার গজিয়েছে মালবরাজ? দেখি—দেখি। সেদিন কান দুটি গেছে—আজ নাকটি যাবে। আমি আপনার জন্যে বেশ ক'রে ক্ষুরখানা শাণিয়ে রেখেছি।

চন্দ্রসেন। রাজমুকুট আমার হাতে দিয়ে নীরবে এখান হ'তে চ'লে যান।

মহাদেব। আপনিও অম্‌নি রাজমুকুট মাথায় না দিয়ে ধপাস ক'রে রাজসিংহাসনে ব'সে প'ড়ে আপনার গো-জন্মটা ধন্য ক'রে ফেলুন।

চন্দ্রসেন। বাচাল ব্রাহ্মণ! তোমায় এখনি শাস্তি দেবো।

মহাদেব। টিকি ধ'রে কথা বলেছি কিনা! কথায় বলে, উচিত কথা বল্‌তে গেলেই বন্ধু বিগ্‌ড়ে যায়।

চন্দ্রসেন। উচিত কথা তোমায় বল্‌তে হবে না। পুনশ্চ যদি কোন কথা বল, তাহ'লে তোমার জিভটা উপড়ে নেবো।

মহাদেব। তা নেবেন বই কি! আপনার এখন পায়াভারী হয়েছে যে!

চন্দ্রসেন। মহারাজ!

সাহু। মহাদেব! মহাদেব! দাও তো—দাও তো বন্ধু! আমায়

একখানা অস্ত্র দাও তো! এরা ভেবেছে বৃদ্ধ হয়েছি ব'লে আমি দুর্ব্বল। ভুলে গেছে এরা আমি শিবাজীর পৌত্র—শিবাজীর বংশধর। দাও—দাও, জীবন-সূর্য্যের অস্তাচলে যাবার পথে এমন একটা কিছু ক'রে যাই, যাতে লোকে বলে, হ্যাঁ—শিবাজীর পৌত্র বটে সাহু। দাও—দাও, অস্ত্র দাও—অস্ত্র দাও—

গৈরিক বসনপরিহিতা ধীরাবাঈ আসিয়া সাহুকে অস্ত্র দিয়া প্রস্থান করিল।

সাহু। বাঃ! বাঃ! কি অপূর্ব্ব জ্যোতি! আয়—আয় রে বেইমান, রাজমুকুট নিবি আয়।

চন্দ্রসেন। বধ কর মালবরাজ, বৃদ্ধ বাজাকে।

অস্ত্রকরে শ্রীপতি ও পিলাজীর প্রবেশ।

শ্রীপতি। সাবধান চন্দ্রসেন! মহারাজের রক্ষক আমরা আছি।

চন্দ্রসেন। তবে আসুন, আপনাদেরই আগে শেষ করি।

[কৃত্রিম যুদ্ধ ; শ্রীপতি ও পিলাজির পলায়ন।

চন্দ্রসেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! রাজপ্রতিনিধিদ্বয় পালিয়েছে!

মহাদেব। তা পালাবে বই কি! ওঁরা তো আর আমার মত বোকা নন, ওঁরা শাঁকের করাত, আসতে যেতে কাটে। গভীর জলের মাছ, ওঁদের ধরে কে?

গিরিধর। কেড়ে নাও-কেড়ে নও বন্ধু রাজমুকুট।

চন্দ্রসেন। দিন—দিন মহারাজ, রাজমুকুট দিন। [রাজমুকুট কাড়িতে উদ্যত।]

মহাদেব। [সাহুর অস্ত্র লইয়া] যতক্ষণ এ ব্রাহ্মণ বেঁচে থাক্‌বে, যতক্ষণ তার হাতে এই অস্ত্র থাক্‌বে, কার সাধ্য মহারাজের রাজ-মুকুট কেড়ে নেয়।

চন্দ্রসেন। একি! সিংহের সম্মুখে শৃগালের চীৎকার! আরে আরে বৃত্তিভোগী ব্রাহ্মণ! তুমি চাও ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম পালন কর্‌তে? ধর্ তবে এ অহঙ্কারের পুরস্কার। [মহাদেবকে গুলি করিল।]

মহাদেব। ওঃ! মহারাজ! আর বুঝি আপনাকে বাঁচাতে পার্‌লাম না। [পতন]

সাহু। কর্‌লি কি—কর্‌লি কি জল্লাদ! ব্রহ্মহত্যা কর্‌লি? তোমার মাথায় এখনি বজ্রাঘাত হবে। ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ!

চন্দ্রসেন। মহারাজ! এখনো বল্‌ছি—

সাহু। আমিও বল্‌ছি—এ রাজমুকুট কদর্য্য নরককুণ্ডে ফেলে দিযে পিতামহের অভিশাপ মাথায় তুলে নেবো না।

চন্দ্রসেন। বটে, তবে আমার প্রতিহিংসা—প্রতিশোধের বজ্রাঘাত সহ্য করুন।

সাহু। আয—আয় রে গৃহভেদী বিভীষণ! বজ্র তোর চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে ফেলি।

[চন্দ্রসেনসহ যুদ্ধ ও প্রস্থান।

মহাদেব। উঃ! কই, এখনো তো রণজি, মলহররাও এলো না। হায—হায়, আমার প্রভুকে রক্ষা করে কে?

নিরস্ত্র সাহুর পুনঃ প্রবেশ।

সাহু। মহাদেব! মহাদেব! আমাকেও তোমাব পাশে স্থান দাও—আমিও আর আত্মরক্ষা কর্‌তে পার্‌লাম না।

চন্দ্রসেন ও গিরিধরের প্রবেশ।

গিরিধর। নিরস্ত্র—বধ কর এইবার বৃদ্ধ রাজাকে।

[নেপথ্যে পিস্তলধ্বনি]

রণজি ও মলহররাওয়ের প্রবেশ।

রণজি। তার পূর্ব্বে—

মলহর। তোমরাও বিদায় নাও।

গিরিধর। বিশ্বাসঘাতক রণজিকে বধ কর চন্দ্রসেন!

[সকলের যুদ্ধ ও প্রস্থান।

সাহু। জানি না এ যুদ্ধের পরিণতি কি?

মহাদেব। ভগবানের সুবিচার ঠিক আছে মহারাজ!

যুদ্ধ করিতে করিতে চন্দ্রসেন, মলহররাও
ও রণজির প্রবেশ।

মলহর। মালবরাজ প্রাণভয়ে পলায়ন কর্‌লে চন্দ্রসেন!

রণজি। চন্দ্রসেন! এইবার তোমার পরিণাম চিন্তা কর।

চন্দ্রসেন। উঃ—আর যে পারছি নে, পালাই—পালাই!

[পলায়নোদ্যত]

সহসা ত্রিশূলহস্তে ভৈরবীবেশিনী ধীরাবাঈয়ের প্রবেশ।

ধীরাবাঈ। কোথায় পালাবে শয়তান!

চন্দ্রসেন। য়্যাঁ, কে—কে তুমি নারি?

ধীরাবাঈ। তোমার নিয়তি। মনে পড়ে, আমিই সেই কুলটা—ব্যভিচারিণী। হাঃ—হাঃ—হাঃ! প্রতিশোধ চাই--প্রতিশোধ চাই

চন্দ্রসেন। ওঃ! সর্ব্বনাশী—[ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।]

[রণজির ইঙ্গিতে মলহররাও চন্দ্রসেনকে বন্দী করিল।]

রণজি। জয় মহাত্মা ছত্রপতি শিবাজীর জয়!

সাহু। চন্দ্রসেন! চন্দ্রসেন! তোমার সুখের স্বপ্ন যে ভেঙ্গে গেল! ভেবেছিলে অতর্কিতে রাজপুরী আক্রমণ ক'রে বেশ একটা খেলা খেলে নেবে। স্বার্থপর বেইমান!

রণজি। যাও—একে কারাগারে নিয়ে যাও। বিচার করবে এর স্বয়ং পেশোয়া। চন্দ্রসেন! সংসারে যদি বড় হ'তে চাও, আগে ছোট হও।

[চন্দ্রসেনকে লইয়া ধীবাবাঈ ও রণজির প্রস্থান।

মহাদেব। ওই বুঝি দিনের আলো নিভে এলো। আমায় বিদায় দিন মহারাজ!

সাহু। ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ! তোমার এ ঋণ রাজবংশ কখনো পরিশোধ করতে পারবে না। যাও দেবতা, দেবলোকে চ'লে যাও। দেশের সমস্ত নরনারী তোমার প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি পূজার বেদীতে বসিয়ে নতজানু হ'য়ে করবে তোমার আত্মার উদ্দেশে বন্দনা—চারণ কবির গানের ছন্দে ভেসে উঠবে তোমার কর্ম্মের মহিমা—জাগিয়ে তুলবে তোমার এ আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত সমস্ত জাতির প্রাণে মুক্তির প্রেরণা।

[মহাদেবকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

জোতপুর-দুর্গ।

নেপথ্যে মুহুর্মুহুঃ তোপধ্বনি ও দুর্গবাসিগণের আর্ত্তনাদ;
দ্রুতবেগে ছত্রশালের প্রবেশ।

ছত্রশাল। গেল—গেল, আমার সব গেল! এত চেষ্টাতেও দুর্গ রক্ষা কর্‌তে পার্‌লাম না। ওই—ওই! জ্বলন্ত অগ্নিগোলা আস্‌ছে। একটা মেয়ের জন্য আমার সর্ব্বস্ব গেল। কই, এখনো তো পেশোয়া আমায় রক্ষা কর্‌তে ছুটে এলো না। ওই—ওই দুর্গবাসিগণের কাতর আর্ত্তনাদ। যুদ্ধ কর—যুদ্ধ কর সৈন্যগণ! দুর্গ রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কর। রাজপুতের কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখ।

[দ্রুত প্রস্থান।

সৈন্যগণসহ মহম্মদখাঁ বঙ্গষের প্রবেশ।

মহম্মদ। উড়িয়ে দাও—দুর্গ উড়িয়ে দাও। ধূলিসাৎ ক'রে ফেল। কাফের হিন্দুরাজাকে দেখিয়ে দাও মুসলমানের অপরাজেয় শক্তি। বন্দী কর ওই ছন্নমতি বৃদ্ধ রাজাকে। [সৈন্যগণসহ প্রস্থান।

রক্তাক্তকলেবরে ছত্রশালের প্রবেশ।

ছত্রশাল। ওঃ, হ'লো না, সব চেষ্টা ব্যর্থ হ'লো। সৈন্যগণ! মৃত্যুর ভয় ক'রো না, মর্‌তেই হবে একদিন। প্রাণের মমতা তুচ্ছ

ক'রে ভগবানের নাম নিয়ে শত্রু-শক্তিকে প্রতিহত কর। এমন কীর্ত্তি সঞ্চয় ক'রে যাও, যা দুনিয়া তোমাদের কখনও ভুল্‌বে না।

সৈন্যগণসহ মহম্মদখাঁ বঙ্গষের প্রবেশ।

মহম্মদ। শক্তি আর হবে না রাজা! হিন্দুর অস্তিত্ব এবার ভারত হ'তে মুছে যাবে। শীঘ্র আত্মসমর্পণ কর রাজা!

ছত্রশাল। আত্মসমর্পণ করতে হবে? নিজের হৃদপিণ্ড নিজে উপড়ে দিতে হবে? না—না, তা পার্‌বো না, এ যে একটা নূতন রকমের আত্মসমর্পণ হবে। হাতে গড়া এ কীর্ত্তিমন্দির শত্রুর হাতে তুলে দিতে হবে? না—না, তা হবে না।

মহম্মদ। বৃদ্ধ রাজা! এখনো তোমার দর্প? চেয়ে দেখ, তোমার সব কিছু তোপের মুখে উড়ে গেছে।

ছত্রশাল। তা যাক্। তবু হিন্দু তার দর্প ভুল্‌বে না নবাব! জীবনের শেষ অধ্যায়ে অভিশাপের বোঝা মাথায় নিয়ে, ভুলের অপরাধে সমস্ত জীবনটাকে কলঙ্কের পদতলে নিষ্পেষিত হ'তে দেবে না।

মহম্মদ। শোন বুন্দেলপতি! তুমি যদি তোমার কন্যা মস্তানীকে এখনো আমার হাতে তুলে দাও, তাহ'লে আমি তোমার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা কর্‌তে পারি। এমন কি তোমার সমস্ত ক্ষতি-পূরণের ব্যয়ভারও বহন কর্‌তে পারি।

ছত্রশাল। হাঃ-হাঃ-হাঃ! বানরের গলায় কখনো মুক্তার মালা শোভা পায় না নবাব! আর আমারও পারের ঘাটে এসে আর ফিরে যাওয়া চলে না। দুনিয়ার একপ্রান্তে ঐশ্বর্য্যসম্ভার সমস্তই প'ড়ে থাকুক্, পরপারে আমায় যেতেই হবে!

মহম্মদ। তাহ'লে—

ছত্রশাল। আমি অচল।

মহম্মদ। সৈন্যগণ! বন্দী কর।

ছত্রশাল। সাবধান! অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হ'লেও—জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হ'লেও, আমার হাতে এখনো তরবারি আছে। এগিয়ে এস, মর্‌তেই যদি হয়, তবে মর্‌বার মতই মর্‌বো আজ।

মহম্মদ। আক্রমণ কর সৈন্যগণ—চূর্ণ কর হিন্দুর অহঙ্কার।

অস্ত্রকরে মস্তানীর প্রবেশ।

মস্তানী। হিন্দুর অহঙ্কার চূর্ণ কর্‌বে মুসলমান, আর মুসলমানী চূর্ণ কর্‌বে মুসলমানের অহঙ্কার। ভয় নেই বাবা, আমরা এসে পড়েছি।

ছত্রশাল। উঃ! ভগবান্! সত্যই তুমি আছ।

মহম্মদ। মস্তানি! মস্তানি! তুমি এসেছ উত্তাল তরঙ্গের গতি-রোধ কর্‌তে তুচ্ছ তোমার নারীশক্তি নিয়ে! হাসির কথা। জাতিদ্রোহিণি! কাফের হিন্দুর গলে বরমাল্য দিয়ে ভেবেছ তুমি মুসলমান জাতির অপমান কর্‌বে? যদি ভালো চাও এখনো, আমার পাণিগ্রহণ কর। দেখ্‌তে পাচ্ছো তোমার পিতার কি শোচনীয় দুর্দ্দশা করেছি—এরপর দেখ্‌তে পাবে পেশোয়া বাজীরাওযের অবস্থা কি হয়। দিল্লী হ'তে বাদশারও ফৌজ আস্‌ছে।

বাজীরাওয়ের প্রবেশ।

বাজীরাও। এলেও বাজীরাও তার কর্ত্তব্য ভুল্‌বে না, মহাত্মা ছত্রপতি শিবাজীর স্বপ্ন সে সফল কর্‌বেই। এ সঙ্কল্প—এ অভিযান

আমার ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য নয় মহম্মদখাঁ! এ হ'চ্ছে সমস্ত হিন্দুজাতির মুক্তির সঙ্কল্পে অভিযান। সারা হিন্দুস্থানের বুকের উপর যে আগুন জ্বেলে দিয়েছি, সে আগুনে মুসলমানের সর্ব্বাঙ্গ জ্বালিয়ে দেবে; যে জ্বালা উদ্গীরণ করেছি, আগ্নেয়গিরির মত মুহুর্মুহুঃ অগ্ন্যুদ্গারে মুসলমানের রাজ্যে ছড়িয়ে পড়্বে। বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গের মত মুসলমানের গর্ব্বিত শিরের উপর প'ড়ে বিশ্বভেদী হাহাকার তুল্‌বে।

মহম্মদ। উড়ে যাবে—ফুৎকারে উড়ে যাবে পেশোয়া, তোমার সে আকাশকুসুম কল্পনা। হিন্দুর মাথা তুলে দাঁড়াবার পথ রোধ ক'রে দিয়েছে হিন্দু। মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি আর হিন্দুর হবে না। যাও, চ'লে যাও, কেন বিপন্ন হ'তে চাও তুচ্ছ একটা নারীর জন্য!

বাজীরাও। একটা দুরন্ত পিশাচ কর্ত্তৃক নারীর মান মর্য্যাদা দলিত হবে, তার প্রতিকারের জন্য কেউ দাঁড়াবে না? জীবন বিপন্ন হবে ভেবে নিয়েই তো এই নারীকে আশ্রয় দিয়েছি।

মহম্মদ। কিন্তু চিন্তা কর নি তার ভবিষ্যৎ।

বাজীরাও। তাও চিন্তা করেছি নবাব!

মহম্মদ। তবে?

বাজীরাও। মানুষের যেটা ধর্ম্ম, সেটাই পালন কর্‌তে চাই। সেখানে ভবিষ্যৎ চিন্তা নেই—পরিণামের কল্পনা নেই—স্বার্থের কোন ছায়াও নেই। আছে শুধু কর্ত্তব্য আর কর্ম্ম।

মহম্মদ। তাহ'লে তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালন ক'রে যাও। সৈন্যগণ! মস্তানীকে বেঁধে ফেল।

বাজীরাও। এখনো তোমার সে শুভক্ষণ আসে নি নবাব!

মস্তানীর রক্ষক মহাবীর বালাজি বিশ্বনাথের পুত্র বাজীরাও—মৃত্যুর মূর্ত্তিতে তোমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে। আগে মৃত্যুর কবল হ'তে রক্ষা পাও, তারপর মস্তানীকে পাবার আশা ক'রো।

মহম্মদ। দেখ্ তবে কাফের! মস্তানীকে পাই কিনা। সৈন্যগণ! আক্রমণ কর কাফের হিন্দুকে।

[সৈন্যগণ ও মহম্মদখাঁ বাজীরাওকে আক্রমণ করিল। পরে বাজীরাওয়েব সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান]

ছত্রশাল। মা! মা মস্তানি!

মস্তানী। বাবা! বাবা!

ছত্রশাল। দুর্ব্বার মহম্মদখাঁর কবল হ'তে তোকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌বো কি মা?

মস্তানী। ঈশ্বর আছেন বাবা! সুবিচার তিনি ঠিকই কর্‌বেন।

রক্তাক্তকলেবরে বাজীরাওয়ের প্রবেশ।

বাজীরাও। ভগবান্ সুবিচার করেছেন রাজা! প্রকৃতির সহস্র দুর্য্যোগের মাঝখান দিয়ে তাঁর মহিমা ফুটে উঠেছে। মহম্মদখাঁ আর ইহজগতে নাই—সে নিহত।

ছত্রশাল। নিহত? মহম্মদখাঁ বঙ্গষ নিহত? মহামতি পেশোয়া! কি ব'লে আপনাকে আশীর্ব্বাদ কর্‌বো—তার ভাষা যে খুঁজে পাই নে।

বাজীরাও। আশীর্ব্বাদ আমায় কর্‌তে হবে না মহারাজ! আশীর্ব্বাদ করুন সমস্ত হিন্দুজাতিকে—তারা যেন জাতীয়তা রক্ষায় —মাতৃভূমির মর্য্যাদা রক্ষায়, অম্লানবদনে জীবন বলি দেয়।

ছত্রশাল। আজ যেন আমি সব ফিরে পেলাম। মহান্ পেশোয়া!

আদর্শ মাতৃভক্ত সন্তান! তোমার কর্ম্ম-গরিমায়—কঠোর ব্রতপালনে ভারতের হিন্দুজাতির প্রাণে প্রাণে জেগে উঠুক—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"—বিশ্বস্রষ্টার মহাবাণী। ওরে, কে আছিস্ তোরা আহত ব্যথাহত হিন্দু, আয়—আয়, ছুটে আয়, মায়ের ছেলেকে দেখে যা—তাকে যোগ্য সম্মান দিয়ে যা—প্রীতির অঞ্জলি দিয়ে যা—বিজয় মাল্যে ভূষিত ক'রে যা।

পুষ্পমাল্যহস্তে গীতকণ্ঠে বুন্দেল-বালকবালিকাগণের প্রবেশ।

সকলে।—

গীত।

ধর জয়ি, ধর বীর! প্রীতির অঞ্জলি নবীন প্রভাতে আজি।
দুর্জ্জয় রাত্রি হ'লো অবসান, এসেছে প্রভাত নব সাজে সাজি॥
গিয়েছিল যাহা, ফিরে এলো তাহা, নাহিক অশ্রু নাহিক আর,
দলিত মথিত মায়েব কুটিরে জ্বলিয়া উঠিল আলোক-ধার,
চল বিজয়ী মায়ের ছেলে! লভিতে মায়ের অভয় রাজি॥

[বাজীরাওকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিল।]

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজসভা।

সাহু, পিলাজি ও শ্রীপতি।

সাহু। চন্দ্রসেনের বিচারের ভার পেশোয়া আমাকেই দিলেন। দিয়েছিলাম তাঁকে বিচারের ভার, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান ক'রে আমায় জানিয়ে দিয়েছেন—"মহারাজ বর্ত্তমানে আমার বিচার করা ধৃষ্টতা মাত্র। আপনিই তার বিচার করুন।" ধন্য পেশোয়া, ধন্য তোমার কর্ত্তব্যজ্ঞান—প্রভুভক্তি। যাক্, আমি চন্দ্রসেনকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করবো সর্দ্দারগণ!

পিলাজি। মহারাজের কার্য্যে বাধা দেবার শক্তি আমাদের নেই।

সাহু। কেন? আমি যদি কোন অন্যায় করি, আপনারা তাতে বাধা দেবেন না কেন? ন্যায়ের পক্ষপাতী যে সকলেই। আমি মানুষ—আমারও ভুল হওয়া স্বাভাবিক। আপনারা আমার সে ভুল সংশোধন ক'বে দিয়ে প্রকৃত বন্ধুর মত কাজ করুন।

শ্রীপতি। আপনি রাজা—দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা—

সাহু। সেইজন্য আপনারা আজ কুণ্ঠিত হ'চ্ছেন আমার অন্যায়ের প্রতিকূলে দাঁড়াতে? না, কুণ্ঠিত হবেন না, আপনাদের যা কিছু বলবার—নিঃসঙ্কোচে বলতে পারেন।

পিলাজি। তা হ'লে শুনুন মহারাজ! এক পেশোয়া হ'তেই রাজ্যে যতকিছু দুর্ঘটনা ঘট্‌ছে, কিন্তু মহারাজের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

সাহু। এই আমার ভুল—এই আমার অন্যায়? মার্জ্জনা

করবেন, এক্ষেত্রে আপনাদের এ অভিযোগ আমি গ্রহণ করতে পারবো না। এখন চন্দ্রসেনের বিষয়ে যদি কিছু বলবার থাকে, বলুন।

শ্রীপতি। তাকে এক্ষেত্রে ক্ষমা করাই উচিত ব'লে মনে হয়।

সাহু। চন্দ্রসেন যে কিরূপ শয়তান, সেদিন কি আপনারা দেখতে পান নি? তারই মাতৃভূমির সর্ব্বনাশ সাধন করতে কি দুর্দ্ধর্ষ তার অভিযান! অতর্কিতে নৈশ আক্রমণে আমায় সে বিপর্য্যস্ত ক'রে তুলেছিল, কই, তার সে দুষ্কর্ম্মের প্রতিকার করতে কেউ তো দাঁড়ায় নি! যারা দাঁড়িয়েছিল, তারা করেছিল মাত্র অভিনয়—প্রাণহীন ছিল তাদের রক্ষার প্রচেষ্টা। ছিল মাত্র একজন আমার প্রকৃত দরদী বন্ধু—সে পণ্ডিত মহাদেব ব্রাহ্মণ। প্রভুর প্রাণরক্ষায় তার ক্ষুদ্র শক্তিটুকু নিয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু পারলে না, ঢ'লে পড়লো চির নিদ্রার কোলে আততায়ীর গুলিতে। আজও সেই মানবদেবতার গতাসু আত্মার পদতলে আমি শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করি।

শ্রীপতি। আমরা যখন শত চেষ্টাতেও শত্রুর গতিরোধ করতে পারলাম না, মহাদেব পণ্ডিতের পক্ষে সেটা গৌরবের হয় নি। সে ক্ষেত্রে তার বীরত্ব দেখানো বাতুলতা মাত্র।

পিলাজি। এ নিয়তির আহ্বান ব'লেই মনে হয়।

সাহু। হাঃ—হাঃ—হাঃ! আপনারা তার কর্ম্মের চমৎকার মীমাংসা ক'রে দিলেন। চন্দ্রসেনকে আপনারা ক্ষমা করতে বলেন? কোন দেশের নীতি কি বলে গৃহভেদী বিভীষণ যারা—জাতি-দ্রোহী মাতৃঘাতক যারা, তাদের মার্জ্জনা করতে? এই, কে আছিস্, নিয়ে আয় চন্দ্রসেনকে।

শ্রীপতি। মহারাজ!

সাহু। বাধা দেবেন না, বিচার আমায় কর্‌তেই হবে।

বন্দী চন্দ্রসেনবেশী ধীরাবাঈকে একজন
প্রহরী রাখিয়া গেল।

সাহু। চন্দ্রসেন! চন্দ্রসেন! বিশ্বাসঘাতক!

ধীরাবাঈ। সে চ'লে গেছে মহারাজ! [ছদ্মবেশ উন্মোচন]

সাহু। য়্যাঁ, একি! কে তুমি?

ধীরাবাঈ। বিশ্বাসঘাতিকা—

শ্রীপতি। চন্দ্রসেনপত্নী!

সাহু। সত্যই কি মা তুমি বিশ্বাসঘাতিকা? না—না, তা তো নও! তুমি যে দেবী—আদর্শ মায়ের পূজারিণী। সেদিন আমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'যে দেখেছি মা, তোমার সেই সাধিকার মূর্ত্তি। সত্যই কি আজ তোমার এ মূর্ত্তি বিশ্বাসঘাতিকার?

ধীরাবাঈ। সত্যই মহারাজ! আমি বিশ্বাসঘাতিকা—অপরাধীকে পালাবার অবকাশ দিয়েছি।

সাহু। তুমিই তাকে পালাবার অবকাশ দিয়েছ?

ধীরাবাঈ। হাঁ মহারাজ! আমি প্রতিজ্ঞা রাখ্‌তে পার্‌লাম না। জেগে উঠ্‌লো আমার আহত প্রাণের ভিতর "পতি পরম গুরু" এই মহাবাণী। পতিসেবাই যে নারীর একমাত্র ধর্ম্ম। স্বামীর বিশুষ্ক মুখখানি কল্পনা ক'রে শিরায় শিরায় বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটে গেল। উদ্দেশ্য ভুলে গেলাম—কর্ত্তব্যে বিরত হ'লাম। উন্মাদের মত আত্মহারা হ'য়ে প্রত্যক্ষ মৃত্যুর কবল হ'তে স্বামীকে আমার বাঁচাতে কারাগারে ছুটে গেলাম।

সাহু। বাঃ নারি! চমৎকার তোমার অভিনয়।

ধীরাবাঈ। আমায় দণ্ড দিন মহারাজ! আমি দণ্ড নিতে প্রস্তুত। আমায় কঠোর দণ্ড দিন।

সাহু। দেবো—দেবো, আমি তোমায় কঠোর দণ্ড দেবো নারি! কিন্তু এতেও তো তুমি স্বামীর সোহাগ পাবে না! যেমনভাবে কাঁদ্‌ছো, ঠিক তেমনিভাবেই কাঁদ্‌তে হবে। কান্নার শেষ হবে না।

ধীরাবাঈ। তা জানি মহারাজ! আমার এ কান্নার শেষ হবে না। কিন্তু আশায় যে সংসার বেঁচে রয়েছে। আশা, যদি কখনো কোনদিন দেবতার আশীর্ব্বাদে আমার বিপথগামী স্বামীর চৈতন্য ফিরে আসে, হয়তো সেদিন আমার এ কান্নার শেষ হ'তে পারে। আমায় দণ্ড দিন মহারাজ!

সাহু। মা! মা! তোমার দণ্ড যে আমার রাজনীতিতে খুঁজে পাচ্ছি নে। তোমার স্বামী-পূজায় আমি মুগ্ধ! আমি তোমায় মুক্তি দিলাম। আজ যদি চন্দ্রসেনের মৃত্যুতে তোমার কোন চাঞ্চল্য না দেখ্‌তাম, বাহ্যিক সন্তুষ্ট হ'লেও কিন্তু মনে মনে আমি তোমায় অশ্রদ্ধা কর্‌তাম। যাও দেবি! মাতৃভূমির কল্যাণকল্পে জীবন উৎসর্গ করগে। [মুক্তকরণ]

ধীরাবাঈ। এ জীবন অনেকদিন পূর্ব্বেই উৎসর্গ করেছি মহারাজ! মোগলের দর্প চূর্ণ ক'রে তার ওপর উড়িয়ে দেবো মহারাষ্ট্রের বিজয়-পতাকা। তার স্তম্ভমূলে স্থাপন কর্‌বো মহারাষ্ট্রের সিংহাসন—সে সিংহাসনে প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর্‌বে সমস্ত মারাঠা-নারী হৃদয়ের সমস্ত শোণিত উজাড় ক'রে ঢেলে দিয়ে।

[প্রস্থান।

শ্রীপতি। যাক্, ঈশ্বর ভালই করেছেন। সব দিক রক্ষা হ'য়ে গেল।

গীতকণ্ঠে ত্র্যম্বকের প্রবেশ।

ত্র্যম্বক।— গীত।

তোদের আশার মুখে পড়্‌বে ছাই।
ভাব্‌ছো যাহা মনে মনে হবার তার আর আশা নাই॥
লঙ্কাভাগের কল্পনাটা ডুব্‌বে সাগরজলে,
তোরা তখন দম্‌কা হাওয়ায় তলিয়ে যাবি তলে,
ফুরিয়ে যাবে কারসাজি সব, হারিয়ে যাবে সকল ঠাঁই॥

[প্রস্থান।

শ্রীপতি। যাক্, এখন এদিককার কি কর্‌ছেন মহারাজ! বাদশাহের দূত অপেক্ষা কর্‌ছে, তার কি উত্তর দিচ্ছেন?

সাহু। উত্তর আমি দেবো না, উত্তর দেবেন পেশোয়া।

শ্রীপতি, পিলাজি। পেশোয়া!

সাহু। হ্যাঁ, সেই পেশোয়া—আদর্শ মানুষ যিনি—আদর্শ পুরুষসিংহ যিনি। [প্রস্থান।

শ্রীপতি। দেখ্‌লেন পিলাজি মশাই! বাজীরাওয়ের ওপর মহারাজের কি টান।

পিলাজি। বাজীরাও যাদু জানে—যাদু জানে।

শ্রীপতি। পদে পদে আমরা অপমানিত হ'চ্ছি। পেশোয়া বাজীরাওকে শীঘ্র দূর কর্‌তে না পার্‌লে আমাদের আর শান্তি নাই।

পিলাজি। একশোবার। আসুন, নিভৃতে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

পুনা-প্রাসাদ।

কাশীবাঈ ও চিমনাজী।

চিমনাজী। কি ভাব্‌ছো বৌদি?

কাশীবাঈ। ভাব্‌ছি অনেক কিছু ভাই!

চিমনাজী। দাদা নেই ব'লে? তাতে আর ক্ষতি কি হয়েছে?

কাশীবাঈ। ওই দেখ গোদাবরীর ওপারে নিজাম বাহাহাদুর ছাউনি ফেলেছে। সেতুবন্ধনের কাজ চল্‌ছে—ওই দেখ সেতুমুখে বিখ্যাত কালখেড় বনানী-প্রান্তে নিজাম বাহাদুরের প্রকাণ্ড শিবির দেখা যাচ্ছে। পেশোয়া এখানে নেই। পুনা এখন সম্পূর্ণ অরক্ষিত। মনে হয়, সেতুবন্ধন হ'য়ে গেলেই বিপক্ষের দল পুনা আক্রমণ করবে।

চিমনাজী। তার জন্য ভয় কি বৌদি! আমি তো রয়েছি। দাদাও এলো ব'লে। বুন্দেল-যুদ্ধে দাদার জয় হয়েছে। মহম্মদখাঁ নিহত।

কাশীবাঈ। সুসংবাদ ভাই!

চিমনাজী। চল, আজ মন্দিরে গিয়ে ভাল ক'রে ঠাকুরের পূজো করবে চল। আমার দাদার জয় হয়েছে।

কাশীবাঈ। যুদ্ধ—কেবল যুদ্ধ। হায়, একটি দিনের তরেও তাঁর জীবনে শান্তি এলো না। কত ভাবি—আবার কত ভুলি। মন যে কিছুতেই প্রবোধ মান্‌তে চায় না। জানি না এ জাগরণে মারাঠা-জাতির উত্থান না পতন?

চিমনাজী। উত্থান বৌদি! দেখ্‌বে, দাদাই করবে মহাত্মা শিবাজীর স্বপ্ন সফল।

গীত।

কেন ভয়—কেন ?
এ ব্রত-পালনে ভারতের বুকে
হবে যে মোদের অভ্যুদয়॥
শিবাজীর মত আমরা এবার
ভাঙ্গিব চুরিব মোগল-পাহাড়,
মারাঠা-কীর্ত্তি স্থাপিব আমরা
হর্ষে জগতময়॥
বুকের রক্ত দেবো ঢেলে,
নহি পশু মোরা—মায়ের ছেলে,
মানুষ আমরা—পূজারী আমরা,
জয় গো জননি, তোমার জয়॥

[মৃত্তিকায় প্রণাম করতঃ প্রস্থান

কাশীবাঈ। বা-রে ছেলে! তোর ক্ষুদ্র প্রাণে এতখানি প্রেম! দে—দে রে তরুণ! তবে তোর প্রেমের তরঙ্গে সংসার ভাসিয়ে দে। তোরাই যে দেশের আশা ভরসা—তোরাই যে লক্ষকোটি নরনারীর ভবিষ্যতের রক্ষক।

মশালহস্তে মুসলমান ফকিরবেশী ধীরাবাঈয়ের প্রবেশ।

ধীরাবাঈ। পেশোয়া-পত্নি!

কাশীবাঈ। একি, কে তুমি? এখানে কি ক'রে প্রবেশ করলে। চিমন! চিমন! শত্রু—শত্রু!

চিমনাজীর পুনঃ প্রবেশ।

চিমনাজী। কই শত্রু বৌদি? আরে, এ যে মুসলমান—শত্রু!

[অস্ত্রাঘাতে উদ্যত।]

ধীরাবাঈ। দাঁড়াও ভাই। দেখ, আমি কে? [বেশ পরিবর্ত্তন।]

কাশীবাঈ। চন্দ্রসেনপত্নী ধীরাবাঈ!

চিমনাজী। বা-রে, আর একটু হ'লেই তলোয়ারটা বসিয়ে দিতাম আর কি!

কাশীবাঈ। তোমার এ সাজ কেন মা?

ধীরাবাঈ। শত্রু নিপাতের জন্য। এই দেখ মশাল, ফকিরের বেশ ধ'রে যাবো গোদাবরীর ওপারে নিজাম-শিবিরে আগুন লাগিয়ে দিতে। তারা যে এসেছে মা আমাদের সর্ব্বনাশ করতে। এ বেশে সেখানে গেলে কেউ আমায় সন্দেহ করবে না।

কাশীবাঈ। অদ্ভুত তোমার সাহস। সত্যই তুমি বীরাঙ্গনা—

ধীরাবাঈ। নিশ্চিন্ত থাকো দেবি, কালই শুনতে পাবে, নিজাম-শিবির পুড়ে ছাই হ'যে গেছে।

কাশীবাঈ। তবে যাও কল্যাণি, যাও মায়ের সেবিকাদাসি! করগে দেশ ও জাতির কল্যাণ। আমার অন্তর-দেবতা বলছে—জয় তোমার অনিবার্য্য।

ধীরাবাঈ। প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা! জলে ওঠ্—আরও জ্ব'লে ওঠ্! যেমন জ্ব'লে উঠেছিল খাণ্ডবদহনে গাণ্ডীবীর গাণ্ডীবটঙ্কারে দেব বৈশ্বানর। [প্রস্থান।

কাশীবাঈ। ওগো বীরাঙ্গনা মারাঠা-নারি! বিজয়িনীর বেশে ফিরে এস তোমার মাতৃমন্দিরে। চল চিমন দেব-মন্দিরে, প্রাণের আকুল আবেদন দিয়ে দেবতাকে জানাই গে চল, হে দেবতা! তুমি আমাদের কল্যাণ কর—আমাদের সিদ্ধি দাও।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

গোদাবরী-তীরস্থ নিজাম-শিবির।

চিনকিলিচ খাঁ, গিরিধর ও চন্দ্রসেন আসীন ; বান্দা সকলকে সুরা দিতেছিল।

চিনকিলিচ। সেতুনির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পন্ন হ'তে আজ সমস্ত রাতটাই বোধ হয় কেটে যাবে?

গিরিধর। আজ্ঞে, হ্যাঁ নিজাম বাহাদুর।

চিনকিলিচ। প্রভাতের আগে আমাদের গোদাবরী পার হবার সম্ভাবনা নেই।

চন্দ্রসেন। নিজাম বাহাদুর ঠিকই অনুমান করেছেন।

চিনকিলিচ। তাহ'লে এই সমস্ত রাতটা কাটে কি ক'রে? উপস্থিত রাতটা এপারে স্ফূর্ত্তিতেই কাটানো যাক্। কি বলেন রাজা গিরিধরজি?

গিরিধর। তা বই কি! তার ওপর মশকের বিকট উৎপাত—নিবিড় বনের ধার—

চিনকিলিচ। চন্দ্রসেনজী! কি বলেন?

চন্দ্রসেন। গোস্তাকি মাপ্ করবেন জনাব! এখন আমাদের স্ফূর্ত্তি করবার সময় নয়। যতক্ষণ না পুনা জয় হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের এইভাবেই চুপচাপ থাকতে হবে।

চিনকিলিচ। একটু স্ফূর্ত্তি না করলে যে দিল চাঙ্গা হ'য়ে উঠ্‌বে না দোস্ত! এই, কোন্ হ্যায়? কাশ্মীরী বাঈজীদের বোলাও।

গীতকণ্ঠে বাঈজীগণের প্রবেশ।

বাঈজীগণ।—

গীত।

বুকের মধু লুটে নিয়ে বঁধু কোথা পালালো।
পালালো পালালো পিয়া কাঁহা পালালো॥
পিয়ার তরে আঁখিতে পানি ঝরে,
কত ডাকি তারে বারেবারে, তবু সে নাহি এলো।
কেঁদে কেঁদে সারারাতি
কুসুমের মালা গাঁথি,
পরাবো বঁধুরে ব'লে ব'সে ব'সে কেটে গেল॥

চিনকিলিচ। বহুত আচ্ছা—বহুত আচ্ছা! দিল একদম খোস্ হো গিয়া। যাও বিবিজান সব, তোমাদের আমি বহুত বহুত ইনাম দেবো।

[বাঈজীগণ কুনিশ করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

চিনকিলিচ। ওইটেই বুঝি দিল্লী-দরোয়াজা—পেশোয়ার নয়া কেল্লা? আর ওইটাই বুঝি মস্তানী-বাগিচা?

গিরিধর। আজ্ঞে, হ্যাঁ জনাব!

চিনকিলিচ। মস্তানী বিবি তাহ'লে ওই বাগিচায় আছে?

গিরিধর। মস্তানী বিবি এখন নেই। পেশোয়া তাকে সঙ্গে নিয়ে মহম্মদখাঁর বিরুদ্ধে বুন্দেল যাত্রা করেছে।

চিনকিলিচ। বুন্দেল-যুদ্ধের ফলাফলের এখনো তো কোন সংবাদ পাওয়া গেল না।

চন্দ্রসেন। মহম্মদখাঁর জয় অনিবার্য্য।

চিনকিলিচ। আচ্ছা, আমরা যে এখানে এসে রাতারাতি পুলটা বানিয়ে ফেল্‌ছি, পুনাবাসীরা কি তা ঘুণাক্ষরেও জান্‌তে পার্‌ছে না?

গিরিধর। পুনাবাসীরা এখন গুজরাটে হানা দিতেই ব্যস্ত। তারা এ খবর জান্‌বে কি ক'রে?

চিনকিলিচ। শোন্‌বার কথা বটে! এইবার চন্দ্রসেনজীর চালে বাজীরাও মাত্‌ হ'য়ে যাবে। পেশোয়া যখন শুন্‌বে আমরা তাব সাধের পুনা দখল কর্‌তে তার বুকে চেপে বসেছি—তখন সে গুজরাট-জয়ের আশা ত্যাগ ক'রে আমাদের সঙ্গে সন্ধি কর্‌তে পথ পাবে না।

গিরিধর। জনাব খাঁটী কথা বলেছেন।

জনৈক দূত আসিয়া নিজাম বাহাদুরকে পত্র দিয়া প্রস্থান করিল।

চিনকিলিচ। [পত্রপাঠ করতঃ], ইস্‌, ইয়া আল্লা! [শিরে করাঘাত করিতে লাগিল।]

গিরিধর ও চন্দ্রসেন। কি হ'লো—কি হ'লো জনাব!

চিনকিলিচ। বাজীরাওহস্তে মহম্মদখাঁ নিহত হয়েছে। খোদা মেহেরবান! এ কি কর্‌লে?

চন্দ্রসেন। আবার বাজীরাওয়ের জয় হ'লো! দুর্দ্ধর্ষ বঙ্গষখাঁ নিহত! উঃ, ভগবান্‌! একি অসীম শক্তি দিয়েছ ওই বাজীরাওকে।

গিরিধর। কানে হাত লাগ্‌লেই বাজীরাওয়ের কথা মনে প'ড়ে যায়—রক্ত গরম হ'য়ে ওঠে।

চন্দ্রসেন। কান যাক্‌, তাতে ক্ষতি নেই। এদিকে মানও যে যায়।

চিনকিলিচ। পাজি বাজীরাওকে এইবার দেখিয়ে দিতে হবে নিজাম-শক্তির কী প্রচণ্ড প্রতিঘাত।

[সহসা নেপথ্যে—আগুন—আগুন !]

সকলে। ওকি ! ওকি !

চিনকিলিচ। এ যে শিবিরে আগুন জ্বলছে ! কে দিলে—কোন্ শত্রু দিলে ?

ফকিরের বেশে জ্বলন্ত মশালহস্তে
ধীরাবাঈয়ের প্রবেশ।

ধীরাবাঈ। আমি—আমি। হাঃ—হাঃ—হাঃ। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—

চিনকিলিচ। ফকিব সাহেব ! ফকির সাহেব ! কেন তোমার এ প্রতিহিংসা ?

ধীরাবাঈ। আমি ফকির নই নিজাম বাহাদুর ! আমি হিন্দু-নারী। [ছদ্মবেশ উন্মোচন।]

চিনকিলিচ। একি ! এ যে সত্যই আওরাৎ !

চন্দ্রসেন। কলঙ্কিনি ! শয়তানি ! [ধীরার বক্ষে অস্ত্রাঘাত]

ধীরাবাঈ। ওঃ ! জীবন আমার এতদিনে ধন্য হ'লো। স্বামি ! দেবতা ! বিদায় ! তবে যাবার সময় ব'লে যাচ্ছি—আমার এ মৃত্যু যেন তোমার মানবত্বকে ফিরিয়ে আনে—শয়তানের তালিকা হ'তে তোমার নাম যেন মুছে যায়। ওঃ !

[টলিতে টলিতে প্রস্থান।

গিরিধর। বাপ্, সাংঘাতিক মেয়েমানুষ !

[সহসা নেপথ্যে তোপধ্বনি ও তূর্য্যনাদ।]

চিনকিলিচ। ও আবার কি?

সেতুরক্ষক। [নেপথ্যে] জনাব! জনাব! পেশোয়ার ফৌজ সেতু উড়িয়ে দিলে।

সকলে। পেশোয়ার ফৌজ?

চিনকিলিচ। সত্যই তো—সত্যই তো! ওই সেতু বিধ্বস্ত হ'য়ে গেল। তাইতো, এখন কি করি? ওই যে চতুর্দ্দিকে পেশোয়ার ফৌজ আমাদের ঘিরে ফেলেছে। কে আছিস্, নিয়ে আয় আমার হাতী—আজ গোলামের বাচ্চাকে সায়েস্তা ক'রে দেবো।

বাজীরাও, রণজি ও মলহররাওয়ের প্রবেশ।

বাজীরাও। আর হাতীতে চড়্তে হবে না জনাব! গোলামের বাচ্চা নিজেই এসে পড়েছে।

চিনকিলিচ। বটে, তুমিই সেই পেশোয়া বাজীরাও, নইলে কার এতখানি সাহস নিজাম বাহাদুরকে উপহাস করে? তবে মনে রেখো পেশোয়া! আজ আমার পরাজয় হয়েছে ব'লে নিজাম বাহাদুর একজন গোলামের কাছে শির নোয়াবে না।

বাজীরাও। এ স্পর্দ্ধা আজ ভুল্তে হবে জনাব!

চিনকিলিচ। এত সাহস তোমার কাফের পেশোয়া?

রণজি। পেশোয়ার মর্য্যাদা নষ্ট করবেন না নিজাম বাহাদুর!

মলহর। নচেৎ নিজের মর্য্যাদা নষ্ট হবে নবাব!

বাজীরাও। মানুষের প্রতি মানুষের অত্যাচার আমি সহ্য করতে পারি না। বেশী কথা বল্তে চাই না—আপনারা আগে অস্ত্র নামান।

[সকলে অস্ত্র নামাইল।]

বাজীরাও। আপনারা এখন কি চান? মুক্তি না মৃত্যু? যদি মুক্তি চান, তাহ'লে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করুন; সাতারার সার্ব্বভৌমত্ব শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার ক'রে রাজস্বের চতুর্থাংশ "চৌথ"রূপে সাতারা-সরকারে দাখিল করুন। তা যদি না করেন, আজই প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের পৃথিবী হ'তে বিদায় নিতে হবে।

চিনকিলিচ। [স্বগত] আচ্ছা, এখন তো বাঁচা যাক্! [প্রকাশ্যে] সন্ধিপত্র প্রস্তুত হোক্, আমরা স্বাক্ষর ক'রে দিচ্ছি।

বাজীরাও। মলহর, এঁদের নিয়ে যাও। রণজি! সন্ধিপত্র প্রস্তুত করগে, আমিও যাচ্ছি।

রণজি। আসুন আপনারা।

মলহর। দেখ্‌বেন যেন গলদ রাখ্‌বেন না।

[বাজীরাও ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বাজীরাও। খুব শুভক্ষণে এসে পড়েছিলাম। আমার জন্মভূমি হিন্দুস্থান! আমার আরব্ধ কর্ম্ম আমি যেন সম্পূর্ণ ক'রে যেতে পারি। এইবার যেতে হবে আমায় দিল্লীর পথে।

কাশীবাঈ ও চিমনাজীর প্রবেশ।

কাশীবাঈ। স্বামি! স্বামি!

চিমনাজী। দাদা! দাদা!

বাজীরাও। তোমাদের সমস্ত কুশল তো?

চিমনাজী। দেখ্‌লে বৌদি, আমি তো বলেছিলাম, দাদা আমার ঠিক এসে পড়্‌বে।

বাজীরাও। পুনা—আমার বড় সাধের পুনা! তার দিকে দৃষ্টি আমার সর্ব্বদাই প'ড়ে থাকে ভাই! শোন কাশীবাঈ, তোমার

নারীবাহিনী নিয়ে পুনা রক্ষা কর। দিল্লীর সিংহাসন উড়িয়ে দিতে আমি যাবো দিল্লীতে—নইলে বাদশাহী ফৌজ এসে আমার দিল্লী-দরোয়াজা ভেঙ্গে দেবে। আমাদের ঋণ পরিশোধ কর্‌বার দিন সাম্‌নে এসেছে! যুগের মতন ক'রে মনকে এখন গ'ড়ে তুল্‌তে হবে, জীবনের সমস্ত মায়াটুকু কাটিয়ে ছুট্‌তে হবে সত্যের সন্ধানে।

কাশীবাঈ। তাই হবে পেশোয়া! আমরাও জাতির প্রাণে জ্বালা জাগিয়ে দেবো। সেই প্রজ্বলিত জ্বালার আগুনে পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে আততায়ীর দল।

বাজীরাও। গাও তবে চিমন সেই গান, যে গানের সুরে নেচে উঠ্‌বে লক্ষ তরবারি, এক সঙ্গে লক্ষ কণ্ঠে ভেরীর মত বেজে উঠ্‌বে সেই গান—"দিল্লী চলো—দিল্লী চলো।"

চিমনাজী।—

গীত।

বাজায়ে রণভেরী গগন বিদারি
  দিল্লী চলো ভাই, দিল্লী চলো।
অরাতি-রক্ত করিতে পান,
ধর ভাই, ধর শাণিত কৃপাণ,
বজ্র-আরাবে মিলিত কণ্ঠে
  জয় হিন্দ্‌, জয় হিন্দ্‌, সবাই বলো॥
মুক্তির লগ্ন এসেছে মোদের,
মায়ার বাঁধন ছিঁড়িয়া ফেল,
  জয় হিন্দ্‌—জয় হিন্দ্‌—দিল্লী চলো॥

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

কক্ষদ্বার।

চিন্তামগ্না মস্তানী।

মস্তানী। শুন্‌লাম বিরাট বাহিনী নিয়ে পেশোয়া দিল্লীর পথে অগ্রসর হ'চ্ছেন। শুনে প্রাণটা আমার আনন্দে নেচে উঠ্‌ছে। আমার মনে হ'চ্ছে আমিও তাঁর সঙ্গে যাই, আমার নারীজন্ম সার্থক করি। কিন্তু আবার আশঙ্কাও যেন জেগে উঠ্‌ছে। খোদা! জানি না অলক্ষ্যের পথে থেকে মস্তানীর ভাগ্যপটে কি ছবি এঁকে রেখেছ? সে ছবি কান্নার না হাসির।

বাজীরাওয়ের প্রবেশ।

বাজীরাও। মস্তানি! মস্তানি!

মস্তানী। আসুন পেশোয়া! এইমাত্র আপনার কথা ভাব্‌ছিলাম। পুনার কি সংবাদ?

বাজীরাও। পুনা আক্রমণ কর্‌বার জন্য নিজাম বাহাদুর গোদাবরী নদীতে সেতু নির্ম্মাণ কর্‌ছিলেন, যদি সেই রাত্রে উপস্থিত হ'য়ে সেতু ভেঙ্গে দিতে না পার্‌তাম, তাহ'লে আমার সাধের পুনা শত্রু-কবলিত হ'তো।

মস্তানী। পেশোয়া তাহ'লে জয়ী হয়েছেন?

বাজীরাও। হ্যাঁ মস্তানি! গুরুদেবের আশীর্ব্বাদে আমার জয় হয়েছে। পরাজিত শত্রুর দল সাতারা-সরকারের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার

করেছে। চৌথও দাখিল করবেন—এই সর্ত্তে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেছেন। সেইজন্য আমি তাদের মুক্তি দিয়েছি। এইবার আমায় দিল্লী যেতে হবে। তারপর বিপুল বিক্রমে আমায় ভূপাল-রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'তে হবে। চন্দ্রসেনের প্ররোচনায় রাজপুতানার রাজাবাও আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। এবার মহা পরীক্ষা উপস্থিত—দেখি শিবাজীর আশীর্ব্বাদে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারি কি না।

মস্তানী। আপনাকে খুব পরিশ্রান্ত ব'লে মনে হ'চ্ছে। চলুন, একটু বিশ্রাম করবেন।

বাজীরাও। না—মস্তানি! এ জীবনে বোধ হয় আর বিশ্রাম করতে পারবো না। হয়তো আর এ কর্ম্মময় জীবন অলস-শয্যায় ঢেলে দিতে পারবো না। যেদিন সফল করতে পারবো ছত্রপতির অন্তর্বাণী—হয়তো সেদিন আমার বিশ্রামের দিন ফিরে আসবে; আজ নয় প্রিয়ে!

মস্তানী। একদণ্ড—এক পলও কি আপনি বিশ্রামের অবসর পান না। এমনভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করলে যে আপনার জীবনী শক্তি হ্রাস হ'য়ে যাবে। মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন কতদিন?

বাজীরাও। আচ্ছা, চল, কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে নিই।

মস্তানী। আপনি কক্ষমধ্যে যান, আমি থাকি আপনার প্রহরায়।

বাজীরাও। তুমি জেগে থাকবে?

মস্তানী। হ্যাঁ পেশোয়া! আপনার জীবন যে আজ হিন্দুর সমস্ত নরনারীর কাছে লক্ষ কোহিনুর-তুল্য অমূল্য রত্ন।

বাজীরাও। আচ্ছা, তাহ'লে ক্ষণকালের জন্য বিশ্রাম ক'রে নিই।

[প্রস্থান।

মস্তানী। ওকি! কিসের শব্দ! কার ছায়ামূর্ত্তি! এই নিশী-

রাত্রে কে এখানে আস্‌বে ? প্রাণে আতঙ্ক জেগে উঠ্‌ছে ! পেশোয়াকে ডাক্‌বো ? না—না, তিনি এইমাত্র যে শুয়েছেন। তাঁর এ শান্তিতে বাধা দেবো না। ওই যে, কে যেন অন্ধকারে মিশে গেল ! কে—কে ?

ছুরিকাহস্তে ছদ্মবেশী চন্দ্রসেনের প্রবেশ।

চন্দ্রসেন। আমি বান্দা ওসমান, শাহজাদি !

মস্তানী। বান্দা ! বান্দা ! এত রাত্রেও তুমি জেগে আছ ? একি, হস্তে শাণিত ছুরিকা—তোমার চোখ দু'টো যেন জল্ জল্ কর্‌ছে। বল বান্দা, তোমার উদ্দেশ্য কি ?

চন্দ্রসেন। উদ্দেশ্য অন্য কিছু নয় শাহজাদি ! পেশোয়ার চতুর্দ্দিকে শত্রু ; তাই পাহারা দেবার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছি। আপনি বিশ্রাম করুনগে। আমি সজাগ আছি। ওসমান বান্দা থাক্‌তে পেশোয়ার কেউ অনিষ্ট কর্‌তে পার্‌বে না। আপনি যান—

মস্তানী। যাচ্ছি, কিন্তু বান্দা ! আজ কেন তোমায় দেখে আমার এত ভয় হ'চ্ছে। না বান্দা, আমি কক্ষদ্বার ছেড়ে কোথাও যাবো না। তুমি হারেমের অন্যদিকে পাহারা দাওগে।

চন্দ্রসেন। বান্দাকে অবিশ্বাস কর্‌ছেন শাহজাদি ? আপনি যান —কোন চিন্তা নেই আপনার।

মস্তানী। তবে চল্‌লাম। দেখো বান্দা ! তোমার মাথার ওপরে রইলেন ভগবান্।

[প্রস্থান।

চন্দ্রসেন। ভগবান্ ? ভগবানকে ভুলে গেছি। ভগবান্ ব'লে যে কি আছে, তা মোটেই বিশ্বাস হয় না। ভগবানকে আমি

মানতে চাই না। ভগবান্ আমার কি করেছে? সবাই যখন ভগবানের ছেলে, তখন দানে তার এ পক্ষপাত কেন? এক ছেলে হাস্‌বে—এক ছেলে কাঁদবে। না, এ অবিচারকে আমি প্রশ্রয় দিতে পার্‌বো না। হোক্ সে ভগবান্! যে উদ্দেশ্য নিয়ে বান্দা সেজে এখানে আছি, সে উদ্দেশ্য এখনই সিদ্ধ কর্‌তে হবে। ভেবেছিলাম পুনা অবরোধ ক'রে প্রতিশোধ নেবো; তাও হ'লো না। দেখ্‌লাম শুধু শৌর্য্যে অস্ত্রে প্রতিশোধ নেওয়া হয় না—কৌশলও উদ্ভাবন কর্‌তে হয়। প্রতিহিংসা, আরও ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠ। এই আমার শেষ চেষ্টা। চাই—বাজীরাওয়ের ছিন্নশির চাই। এইবার কক্ষমধ্যে প্রবেশ ক'রে বাজীরাওকে চিরনিদ্রার কোলে শুইয়ে রাখিগে। [ছুরিকা হস্তে ধীরে ধীরে অগ্রসর]

ত্রিশূলহস্তে ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীর প্রবেশ।

ব্রহ্মেন্দ্র। [চন্দ্রসেনকে ত্রিশূল বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন।]

চন্দ্রসেন। [ভীত হইয়া] য়্যাঁ, কে—কে তুমি? একি ভয়াল মূর্ত্তি তোমার? অগ্নিগোলার মত চক্ষু দুটি হ'তে মৃত্যুর মূর্ত্তি যেন ফুটে বেরুচ্ছে। করধৃত ত্রিশূল হ'তে কালানল ছড়িয়ে পড়্‌ছে। কে তুমি?

ব্রহ্মেন্দ্র। ভগবানের প্রেরিত দূত। সুবিচার দেখাতে এসেছি তাঁর। চন্দ্রসেন! তুমি সবার চক্ষে ধূলি দিয়ে ভারতের একটা অমূল্য সম্পদ্ নিশ্চিহ্ন কর্‌তে এসেছ? উঃ, কি ভয়ঙ্কর তোমার দুরাশা—স্বার্থপিপাসা!

চন্দ্রসেন। ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী! কুটিল ব্রাহ্মণ! যাও—যাও, স'রে যাও—

পিস্তলহস্তে চিমনাজীর প্রবেশ।

চিমনাজী। তুমিও স'রে যাও জগতের বুক হ'তে চিরদিনের মত। ঘরভেদী বিভীষণ!—

[চন্দ্রসেনের বুক লক্ষ্য করিয়া গুলি করিল, চন্দ্রসেন আর্ত্তনাদ করতঃ ভূতলে পতিত হইল।]

দ্রুত বাজীরাও ও তৎপশ্চাতে মস্তানীর প্রবেশ।

বাজীরাও। কি হ'লো মস্তানি? এতরাত্রে প্রাসাদমধ্যে পিস্তল-ধ্বনি। আলো—আলো, একটা আলো নিয়ে এস।

মলহররাও ও রণজীর আলোহস্তে প্রবেশ।

বাজীরাও। য়্যাঁ, একি! একি!

মস্তানী। বান্দার বুকে কে গুলি মার্‌লে?

বাজীরাও। গুরুদেব! আপনি এই গভীব রাত্রে এ বেশে এখানে কেন?

ব্রহ্মেন্দ্র। প্রিয়তম শিষ্য পেশোয়াকে রক্ষা কর্‌তে।

চিমনাজী। এই দেখ নতুন বৌদি! ইনি বান্দা নন্, বান্দার বেশধারী সেনাপতি চন্দ্রনাথ। আমি ওকে গুলি করেছি। এই পিশাচ দাদাকে খুন কর্‌তে এসেছিল।

বাজীবাও। চন্দ্রসেন! চন্দ্রসেন!

চন্দ্রসেন। উঃ! পেশোয়া! আমার সব আশা নিষ্ফল হ'লো। মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝলাম—ভগবান্ যার রক্ষক, তাকে কেউ মার্‌তে পাবে না। ভগবান্ যাকে মার্‌বে, তাকে রক্ষা কর্‌বার শক্তি কারও নেই। আমায় মার্জ্জনা করুন পেশোয়া! মার্জ্জনা করুন গুরুদেব! এ

জন্মে যে ভুল ক'রে গেলাম, পরজন্মে যেন সে ভুলের সংশোধন করতে পারি। আশীর্ব্বাদ ক'রে যাই পেশোয়া! তোমার কর্ম্ম যেন মহাত্মা ছত্রপতি শিবাজীর স্বপ্ন সফল করে।

বাজীরাও। চন্দ্রসেন! ঈশ্বর তোমায় ক্ষমা করুন। তুমি তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাও। তাঁর চরণে অনুতাপের অশ্রু ঢেলে দিয়ে বল—হে ভগবান্! তুমি আমায় ক্ষমা কর—আমি পরজন্মে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো।

ব্রহ্মেন্দ্র। অনুতাপেই পাপের ক্ষয় হয়। মরবার সময় যখন তোমার চক্ষু ফুটেছে, তখন তোমার পাপের বোঝাও অনেক হাল্কা হ'য়ে গেছে। যাও, আমরা আর কেউ তোমায় অভিশাপ দেবো না, তোমার গতায়ুঃ আত্মার মুক্তিকামনায় ভগবানের কাছে মিনতি জানাবো।

চন্দ্রসেন। জীবন আমার ধন্য হ'লো। মহান্ পেশোয়া! আমার অন্তিমের অনুরোধ—সাতারার মাটিতে আমার যেন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

বাজীরাও। তাই হবে চন্দ্রসেন! তোমার অন্তিমের আদেশ পেশোয়া পালন করবে।

ব্রহ্মেন্দ্র। আমি চন্দ্রসেনকে নিয়ে সাতারা চল্‌লাম বাজীরাও। দিল্লী জয় ক'রে এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। [সকলে ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীকে প্রণাম করিল।] এস চন্দ্রসেন! আজ তুমি আবর্জ্জনার নও—সত্যই তুমি আজ মারাঠার ভাই।

[চন্দ্রসেনকে লইয়া প্রস্থান।

বাজীরাও। রণজি! মলহররাও! এইবার বাহিনী চালনা কর দিল্লী-অভিমুখে।

রণজিৎ ও মলহর। যথা আজ্ঞা।

চিমনাজী।—

গীত।

দিল্লী চলো দিল্লী চলো।
বজ্র-আরাবে মিলিতকণ্ঠে
জয় হিন্দ্‌, জয় হিন্দ্‌, সবাই বলো।

[জয় হিন্দ্‌ ধ্বনি করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

ভূপাল-প্রান্তর—নিজাম-শিবির।

চিনকিলিচ খাঁ ও গিরিধর।

গিরিধর। বড়ই দুঃসংবাদ নিজাম বাহাদুর!

চিনকিলিচ। দুঃসংবাদ বটে। সত্যই চন্দ্রসেনজির মৃত্যু বড়ই শোচনীয়। বেচারা এত চেষ্টা ক'রেও কাম ফতে করতে পারলে না।

গিরিধর। ভূপাল-রণক্ষেত্রে নাকি এইবার তুমুল সংগ্রাম হবে?

চিনকিলিচ। হ্যাঁ গিরিধরজি! বাদশা স্বয়ং ভূপাল-রণক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হয়েছেন। রাজপুতানার রাজারাও এসে উপস্থিত হয়েছে। আমাদেরও যেতে হবে।

গিরিধর। আমরা যে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেছি?

চিনকিলিচ। রেখে দিন আপনার সন্ধিপত্র। সেদিন তো কেটে গেছে। এইবার জান্‌বেন রাজা, ভুপাল-যুদ্ধেই পেশোয়ার চির-সমাধি।

গিরিধর। তা তো স্পষ্টই দেখ্‌তে পাচ্ছি, কিন্তু দৈবের হাত এড়ানো বড় শক্ত কথা। অনেকবার তো আমরা প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে দেখ্‌লাম, কিন্তু কিছুতেই জয়ী হ'তে পার্‌লাম না। প্রতি-বারই দৈব আমাদের প্রতিকূলে দাঁড়ালো। ফির্‌তে হ'লো দারুণ পরাজয় নিয়ে।

চিনকিলিচ। সেসব কথা এখন রেখে দিন রাজা। আমি একটা নতুন জাল পেতেছি।

গিরিধর। কি রকম?

চিনকিলিচ। বাজীরাওকে আমার শিবিরে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠিয়েছি।

গিরিধর। হে-হে-হে। আপনার নিমন্ত্রণ সে রক্ষা কর্‌তে আস্‌বে? সেকথা মনেও ঠাঁই দেবেন না নিজাম বাহাদুর!

চিনকিলিচ। কেন আস্‌বে না?

গিরিধর। পেশোয়া আস্‌বে তার শত্রুর শিবিরে নিমন্ত্রণ রক্ষা কর্‌তে? এযে স্বপ্ন। মানুষের প্রাণটা তো অত তুচ্ছ নয়।

চিনকিলিচ। পেশোয়া বীর—বীরের মর্য্যাদা সে নিশ্চয়ই রাখ্‌বে। তার প্রাণের মায়া বিন্দুমাত্র নেই। তা যদি থাক্‌তো, তাহ'লে ভারতের সমগ্র শক্তির বিরুদ্ধে সে দাঁড়াতে সাহসী হ'তো না। আপনি ভুল বুঝেছেন মালবরাজ!! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পেশোয়া নিশ্চয়ই আমার শিবিরে নিমন্ত্রণ রক্ষা কর্‌তে আস্‌বে।

গিরিধর। দুর্ভাগ্য হয় যদি তার, তবেই আস্‌বে। আমি তো মোটেই এটা বিশ্বাস করি না। আমি কেন, কেউ আপনার এ কথা বিশ্বাস কর্‌বে না। শুন্‌লে বল্‌বে—নিজাম বাহাদুরের মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে।

চিনকিলিচ। বহুত আচ্ছা, এখনি তার প্রমাণ দেখ্‌তে পাবে। আজ যদি প্রকৃতই পেশোয়া আমার নিমন্ত্রণ রক্ষা কর্‌তে না আসে, তাহ'লে জান্‌বো—সে ভীরু কাপুরুষ। তার এ রণ-আয়োজন সমস্তই ব্যর্থ হবে।

রক্ষীর প্রবেশ।

চিনকিলিচ। কি চাস্‌?

রক্ষী। পেশোয়া দ্বারদেশে।

চিনকিলিচ। যা, সসম্মানে তাকে এখানে নিয়ে আয়।

[রক্ষীর প্রস্থান।

চিনকিলিচ। দেখ্‌লেন বাজা! আমার কথা সত্য কি না?

গিরিধর। এখনো বিশ্বাস কর্‌তে পাচ্ছি না।

চিনকিলিচ। এখনো অবিশ্বাস?

গিরিধর। বিশ্বাস যে প্রতিপদে হারিয়ে ফেলেছি।

রক্ষিসহ বাজীরাওয়ের প্রবেশ।

বাজীরাও। আর আপনাকে বিশ্বাস হারাতে হবে না মালব-রাজ! চেয়ে দেখুন—আমি সেই পেশোয়া বাজীরাও কি না।

[রক্ষীর প্রস্থান।

গিরিধর। পেশোয়া!

বাজীরাও। বিশ্বাস হ'চ্ছে এখন? ভেবেছিলেন, বোধ হয় প্রাণের মমতায় বাজীরাও নিজাম বাহাদুরের নিমন্ত্রণ রক্ষা করবে না। সে আপনার ভুল ধারণা। বীর কখনো বীরের মর্য্যাদায় আঘাত দেয় না।

চিনকিলিচ। পেশোয়া এসেছেন আমার শিবিরে। নাচনেওয়ালী—নাচনেওয়ালী। আজ আমার ভারী আনন্দ। কে আছিস্, নাচনেওয়ালীদের পাঠিয়ে দে—

বাজীরাও। নৃত্যগীতে প্রয়োজন নেই নিজাম বাহাদুর! বলুন, কি প্রয়োজনে আপনি আমায় নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠিয়েছিলেন।

চিনকিলিচ। যদি বলি কৌশলে আপনাকে আয়ত্তের মধ্যে এনে—

বাজীরাও। হাঃ-হাঃ-হাঃ! বাজীরাও আপনার সে কৌশল ব্যর্থ করবে নিজাম বাহাদুর!

চিনকিলিচ। আপনি এত সাহস রাখেন পেশোয়া?

বাজীরাও। সে সাহস না রাখ্‌লে কেউ কি কখনো স্বেচ্ছায় নিজের জীবনকে বিপন্ন করতে চায় নবাব?

চিনকিলিচ। আমি যদি আপনাকে এখুনি বন্দী করি?

বাজীরাও। বাজীরাওকে বন্দী করবার মত শৃঙ্খল এখনো তৈরি হয় নি।

গিরিধর। শুন্‌ছেন নিজাম বাহাদুর!

বাজীরাও। শুন্‌ছেন বই কি। উনি তো আর বধির নন্ মহারাজ!

চিনকিলিচ। শুনুন পেশোয়া! আমরা আপনার সর্ত্ত মান্‌তে চাই না। কোন রাজাও সে সর্ত্ত মান্‌বে না। আপনি বিদ্রোহিতা বন্ধ করুন।

বাজীরাও। বিদ্রোহিতা? বিদ্রোহিতা কাকে বলে নিজাম-বাহাদুর? আমার যদি এ বিদ্রোহিতা হয়, তাহ'লে মোগল-বাদশাহদের সমস্ত কার্য্যই বিদ্রোহিতামূলক। একে বিদ্রোহিতা বলে না—বলে জাতীয়তা-প্রতিষ্ঠা।

চিনকিলিচ। কিন্তু আপনার এ আকাশকুসুম কল্পনা। আপনার এ ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে কতক্ষণ বাধা দেবেন উত্তাল জলোচ্ছাসের?

বাজীরাও। এক মুহূর্ত্তও যদি পারি, তাহ'লেও জান্‌বো আমি মানুষের মত একটা কাজ করেছি। যদি মরি, তাতেও ক্ষতি নেই,—ম'রেও আমি অমর হ'য়ে থাক্‌বো; তবু পশুর মত জীবন নিয়ে বেঁচে থাক্‌তে ইচ্ছা করি না।

গিরিধর। এইবার বন্দী করুন নিজাম বাহাদুর!

বাজীরাও বাঃ! হিন্দুর নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে আজ কালিমা ছড়িয়ে দিয়েছেন রাজা! নিজের আত্মাকে কলুষিত ক'রে হিন্দু-স্থানের সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছেন। সমগ্র জাতির অস্তিত্বে এ কালিমা লিপ্ত হয়েছে। মালবরাজ! ভুলে যাবেন না জাতীয়তা। হৃদয়ের রক্তে এ কলঙ্ক ধৌত ক'রে যশের দীপ্তি ফুটিয়ে তুলুন। ভয় পাবেন না। পশ্চাতে নরকের কলরব শুনেও পিছিয়ে আস্‌বেন না? সুপ্ত অসি সসম্মানে তুলে ধ'রে গর্ব্বদৃপ্ত মোগলের সাম্‌নে গিয়ে যদি দাঁড়াতে পারেন, তাহ'লে নূতন গরিমায় সমগ্র হিন্দুস্থান উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌বে—নূতন শক্তিতে হিন্দু আবার সোজা হ'য়ে দাঁড়াবে। যদি মরেন, তাতে ক্ষতি কি? কীর্ত্তিই যে অক্ষয়—অমর। তা যদি না করেন, জাতীয়তাকে যদি পদদলিত করেন, তাহ'লে আপনার নাম কেউ কর্‌বে না, ইতিহাস আবর্জ্জনার মত আপনাকে দূরে ফেলে রাখ্‌বে—দুনিয়া আপনাকে বিদ্রূপ কর্‌বে।

গিরিধর। তা করুক্। তাব'লে ক্ষুদ্র পতঙ্গের মত আগুন নেবাতে ছুটে যাবো না। আমি তো উন্মাদ নই পেশোয়া!

বাজীরাও। ওঃ, প্রাণের মায়া এত? কিন্তু প্রাণ কতক্ষণের মালবরাজ? এই আছে, এই নেই। কোন্ অজ্ঞাত মুহূর্ত্তে তার শেষ হয়, মানুষ তা কল্পনায় আন্‌তে পারে না। তবু মানুষের কি ভ্রান্ত ধারণা! বারুদের স্তূপে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর চিন্তা ভুলে যায়। পিতার স্নেহ—মায়ের ভালবাসা সন্তানকে মৃত্যুর গ্রাস হ'তে রক্ষা করতে পারে না; শক্তিমানের শত শক্তিও তার কাছে পরাজিত হয়। মরতেই হবে রাজা। মৃত্যুমুখরিত রণাঙ্গনে—বীরের তীর্থক্ষেত্রে যদি মরতে পারেন, ভগবানের করুণায় আপনার নামে দুন্দুভি বেজে উঠবে। শহীদের আসনে বসিয়ে সমগ্র দেশবাসী আপনার পায়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করবে।

গিরিধর। পেশোয়া!

বাজীরাও। কলঙ্কের বোঝা মাথায় নেবেন না মালবরাজ। বিশ্বের বুকে বিদ্রূপের মত নিজেকে রেখে যাবেন না। পরপারে গিয়েও শান্তি পাবেন না, আপনার অভিশপ্ত আত্মা শুষ্ককণ্ঠে শুধু বিশৃঙ্খল চীৎকার ক'রে বেড়াবে। আসুন, জাতির এ গৌরব-অভিযানে—মুক্তির সংগ্রামে যোগদান করবেন আসুন। বিশ্ববিজয়িনী শক্তিতে হৃদয় পূর্ণ ক'রে ভেরীর ডাকে ছুটে চলুন। এ দিন আর আসবে না। এমন কীর্ত্তি রেখে যান, যা স্মরণে মানুষ ধন্য হবে—জগতের সৌন্দর্য্য—শ্রী ফুটে উঠবে।

চিনকিলিচ। আপনি কি মনে করেন পেশোয়া, মোগল-শক্তি এতই দুর্ব্বল?

বাজীরাও। না নবাব বাহাদুর, তা মনে করি না। তবে হিন্দুও

বড় ভয়ঙ্কর। ভূমিকম্পের মত এ জাত যখন মাথা নাড়া দেয়, তখন মোগল-সাম্রাজ্যের ভিত্তি পর্য্যন্ত ন'ড়ে ওঠে। মোগলের উন্মাদনা কেঁপে উঠে মাটির নীচে নেমে যায়। আগুনের মত এ জাত যখন জ্ব'লে ওঠে, তখনই পতঙ্গের মত লক্ষ আততায়ী তাতে পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়। এন যেন আপনার মনে থাকে।

চিনকিলিচ। এ জাতের মেয়েগুলো তূর্য্যধ্বনির মত পুরুষগুলোকে জাগিয়ে তোলে—হাস্‌তে হাস্‌তে বীরের সাজে সাজিয়ে দেয়—আগুন চিবিয়ে পাপ—শত্রুর রক্ত গায়ে মেখে নিজের দেহ ভস্ম করে। অদ্ভুত হিন্দুনারী।

বাজীরাও। জানবেন নবাব বাহাদুর! এ জাত বীরত্বের পরীক্ষা দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। ভাবতে যে যতবার এসেছে, এ জাতের সম্মুখে মাথা নামিয়ে গেছে; এইবার ঔরঙ্গজেব পুত্র মহম্মদশাহের পালা পড়েছে।

চিনকিলিচ। মনে রাখ্‌বেন পেশোয়া, আজ আপনার এ নিমন্ত্রণ নয়, আপনার মরবার দিন। মনে রাখ্‌বেন, আজ আপনাকে আর ফির্‌তে হবে না। আপনার অভ্রভেদী অহঙ্কার এখনি বিচূর্ণিত হবে।

বাজীরাও। তা'হ'লে আসি নিজাম বাহাদুর। [প্রস্থানোদ্যত]

চিনকিলিচ। দাঁড়ান।

বাজীরাও। অবসর নাই।

চিনকিলিচ। আপনি আমার বন্দী।

বাজীরাও। আমি জানি, আমার গতি অবাধ।

[প্রস্থানোদ্যত]

চিনকিলিচ। পেশোয়াকে বন্দী করুন গিরিধরজি!

গিরিধর। নিশ্চয়—নিশ্চয় বন্দী করবো।

[বাজীরাওকে বন্দী করিতে উদ্যত হইলে, বাজীরাও অসি তুলিয়া গিরিধরের সাম্‌নে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।]

বাজীরাও। বন্দী করুন।

[চিনকিলিচ বংশীধ্বনি করিলেন, রক্ষিগণ আসিয়া চক্রাকারে বাজীরাওকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, নেপথ্যে সহসা পিস্তলধ্বনি। মলহররাও ও রণজি আসিয়া "সেলাম নবাব বাহাদুর!" বলিয়া নবাবের সম্মুখে পিস্তল ধরিয়া দাঁড়াইল। রক্ষিগণ পলায়ন করিল।]

চিনকিলিচ। একি! একি!

বাজীরাও। বন্দী করুন নবাব, বাজীরাওকে।

চিনকিলিচ। বাঃ! বাঃ! পেশোয়া—পেশোয়া! এতদিনে বুঝেছি আপনি আদর্শ মানব! দেখ্‌ছি আপনি প্রকৃত বীর! আপনি আমার শত্রু হ'লেও আপনার বীরত্বকে আমার পূজা করতে ইচ্ছা হ'চ্ছে। যান পেশোয়া! আপনি আমাদেব ভাগ্যাকাশে কাল ধূমকেতুর মত উদয় হ'লেও—পৃথিবীব এতবড় একটা সম্পদ্ আমি উচ্ছেদ করতে চাই না।

বাজীরাও। নবাব!

চিনকিলিচ। আপনার প্রাণে যখন এতখানি সাহস—এতখানি আকাঙ্ক্ষা—এতখানি দৃঢ়সঙ্কল্প, তখন যান পেশোয়া—যান মাতৃভক্ত দেশবন্ধু, পূজা করুন গে আপনার মাতৃভূমির। জীবনব্যাপী সাধনার সাফল্য অর্জ্জন করতে ছুটে যান রণাঙ্গনে, গৌরব-মণ্ডিত হোক আপনার এই আত্মত্যাগের মহিমময়ী মূর্ত্তি। ধন্য হোক্ দেশবাসী, ধন্য হোক্ দেশের মাটি।

বাজীরাও। তাহ'লে আসি নবাব, আবার দেখা হবে রণাঙ্গনে—ভূপাল-প্রান্তরে।

চিনকিলিচ। শত্রুর শিবিরে নিমন্ত্রণ রক্ষা কর্‌তে এসেছেন, শুধু শুধু ফিরে যাবেন না। শত্রু হ'লেও আপনি বীর। নিয়ে যান বীরত্বের মর্য্যাদাটুকু—আমি অকুণ্ঠিতভাবে আজ আপনাকে দান কর্‌ছি। [বাজীরাওসহ আলিঙ্গন]

বাজীরাও। সেলাম।

[প্রস্থান।

[মলহররাও ও রণজি 'সেলাম' বলিয়া প্রস্থান করিল।

গিরিধর। এ আবার কি কর্‌লেন নিজাম বাহাদুর?

চিনকিলিচ। ভুল করি নি বন্ধু, ভুল করি নি। যোগ্যজনে যোগ্য সম্মান দিয়েছি। মনে রাখ্‌বেন—"ইস্ মুলুকমে এক বাজি ঔর সব্ পাজি"।

[প্রস্থান।

গিরিধর। বাঃ। বাজীরাও, তুমি যাদুকর—যাদুকর।

[প্রস্থান।

———

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

আশ্রম।

ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীর প্রবেশ।

ব্রহ্মেন্দ্র। বিশ্বব্যাপী বিরাট আন্দোলন দেখা দিয়েছে। এ মৃত্যুর মহাসমারোহ। ওই বাজ্‌ছে রণ-দুন্দুভি। মারাঠার অভ্যুত্থান—শিবাজীর ব্রত-উদ্‌যাপনের শুভলগ্ন। মারাঠা! জাগ—জাগ, আসমুদ্র হিমাচলে ছড়িয়ে পড়ুক্ তোমাদের কীর্ত্তি-যশঃ। বাজীরাও—বাজীরাও! আরও দীপ্ত হ'য়ে ওঠ—আরও ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠ! আমি তোমায় আদর্শ মানুষের মত দেখ্‌তে চাই।

কাশীবাঈয়ের প্রবেশ।

কাশীবাঈ। সে আশা আর নাই গুরুদেব! দেখ্‌তে চান যাকে আদর্শ মানুষ, তিনি এখন আত্মভোলা—প্রেমের নেশায়।

ব্রহ্মেন্দ্র। সেকি মা?

কাশীবাঈ। একবর্ণও মিথ্যা বলি নি দেব! বাজের আঘাতে আমার বুকখানা ভেঙ্গে গেছে। ভেবেছিলাম, বীরের পত্নী হয়েছি, আমার নারীজন্ম সার্থক হবে; কিন্তু সব আশা নৈরাশ্যে ঢেকে দিলে প্রভু!

ব্রহ্মেন্দ্র। বাজীরাওয়ের সংবাদ কি মা?

কাশীবাঈ। তিনি গেছেন বুন্দেলে মস্তানীর কাছে।

ব্রহ্মেন্দ্র। আবার?

কাশীবাঈ। হ্যাঁ দেব! সেখান থেকে তিনি আব বেরুতে চাইছেন না। অথচ শত্রু এসে দ্বারে হুঙ্কার ছাড়্ছে। যে পেশোয়ার অগ্নিবর্ষী বাক্যে সমস্ত মারাঠার নরনারী পুলক-ছন্দে নেচে উঠেছিল, আজ তারা—সেই জননেতা পেশোয়ার ভাবান্তব দেখে হতাশের নিঃশ্বাস ফেল্‌ছে। ওই দেখুন ভূপাল-প্রান্তরে বিরাট শক্তিব সম্মিলন ভারত হ'তে মারাঠার চিহ্ন মুছে দেবার জন্য।

ব্রহ্মেন্দ্র। সিংহ আবার নিদ্রিত হ'লো?

কাশীবাঈ। তাই মনে হয় দেব!

ব্রহ্মেন্দ্র। তাকে জাগাবার জন্য কেউ কি যায় নি?

রণজি ও মলহররাওয়ের প্রবেশ।

রণজি। আমরা গিয়েছিলাম দেব! কিন্তু তার নিদ্রা ভাঙ্গাতে পার্‌লাম না। মনে হ'লো মোহিনী মায়ায় আমাদের পেশোয়া আত্মবিস্মৃত—প্রাণহীন—হৃদয়হীন। দেখ্‌তে পেলাম না কণামাত্র অস্তিত্ব সেই কর্ম্মবীর বাজীরাওয়ের সেই বিশ্বব্যাপী দীপ্তির ভিতর।

মলহর। বুঝ্‌লাম, পেশোয়া আমাদের আর নাই। বিলাস-মঞ্চে প'ড়ে রয়েছে তাঁর প্রাণহীন কঙ্কালমূর্ত্তি।

ব্রহ্মেন্দ্র। আবার সেই পেশোয়ার প্রাণহীন কঙ্কালমূর্ত্তিতে নূতন ক'রে মেদ মজ্জার সঞ্চার কর্‌তে হবে, তার সমস্ত মোহ কাটিয়ে দিয়ে শিরায় শিরায় জ্বালিয়ে দিতে হবে লেলিহান অগ্নিশিখা।

রণজি। আমরা যে অকৃতকার্য্য হ'য়ে ফিবে এলাম দেব!

কাশীবাঈ। গুরুদেব! চলুন, আমার সঙ্গে আপনিও চলুন,

পেশোয়াকে জাগাতে হবে—নূতন ক'রে তাঁর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।

ব্রহ্মেন্দ্র। তাই যাবো মা, তাই যাবো। দেখবো তার ঘুমের নেশা কতখানি। ভয় নেই—আমার দীক্ষাদান ব্যর্থ হবে না।

চিমনাজীর প্রবেশ।

চিমনাজী। আমিও আপনাদের সঙ্গে যাবো। দাদাকে টেনে আনবো মায়াবিনীর মায়ার পুরী চূর্ণ ক'রে। দাদা যদি তাতে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তাহ'লে আমিও দাঁড়াবো দাদার বিরুদ্ধে। জাতির নেতাকে বুঝিয়ে দেবো, কেন সে নিয়েছিল নেতৃত্বের ভার? মারাঠাজাতিকে ধ্বংসের মুখে এগিয়ে দিয়ে নিজে থাকবে বিলাস-মগ্ন হ'য়ে? না, তা হবে না,—প্রতিকার এর করতেই হবে।

ব্রহ্মেন্দ্র। প্রতিকার করতেই হবে প্রাণাধিক! চল পেশোয়ার কাছে, দেখি কি হয়। পেশোয়া বাজীরাও! সত্যই কি তুমি মরেছ?

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বুন্দেল-অন্তঃপুর সংলগ্ন উদ্যান।

মস্তানী।

মস্তানী। মস্তানীর কলঙ্কে সারা দেশটা ছেয়ে গেছে। সকলেই সমস্বরে বল্‌ছে মায়াবিনী মস্তানীর জন্যই পেশোয়া আজ কর্ম্মবিস্মৃত—মস্তানী হ'তেই মারাঠাজাতি জগৎ হ'তে লোপ পাবে। ওঃ! এ যেন বজ্রাঘাতের মত মনে হ'চ্ছে। লজ্জায় ধিক্কারে মাটিতে সেঁধিয়ে যেতে ইচ্ছা ক'র্‌ছে। কিন্তু আমার তো কোন দোষ নেই। আমি তো তাঁকে ধ'রে রাখি নি। কত বোঝাই, কত বলি, তবু তিনি শোনেন না,—কেবল বলেন—"আর পার্‌ছি নে।"

বাজীরাওয়ের প্রবেশ।

বাজীরাও। মস্তানি! একি! চোখে তোমার জল কেন প্রিয়ে?

মস্তানী। তোমার নির্ম্মমতা যে আমার বুকখানা দ'লে দিয়েছে প্রিয়তম! চোখে জল কেন আস্‌বে না? ওগো পেশোয়া! ওগো দেবতা! তুমি যেমন বাঁচিয়েছিলে আমায় বঙ্গষখাঁর কবল হ'তে—আজও সেই রকম কলঙ্কের হাত হ'তে আমায় বাঁচাও।

বাজীরাও। তোমার কলঙ্ক? কিসের কলঙ্ক তোমার?

মস্তানী। দেশের প্রাণ তুমি, জাতির নেতা তুমি, জাতির আসন্ন মুক্তি-সংগ্রামে তুমি যদি এভাবে আমার কাছে দিনযাপন কর, তাহ'লে বল প্রভু! আমার কি তাতে কলঙ্ক হবে না? লোকে বল্‌বে মস্তানীর মায়ার কুহকে পেশোয়া আজ কর্ত্তব্যে উদাসীন।

বাজীরাও। আমি যে আর পারছি নে মস্তানি! আমার উৎসাহ উদ্দীপনা সব যে নৈরাশ্য-সাগরে ডুবে যায়। আশ্চর্য্যের বিষয়, কোন রাজশক্তি আমার সাহায্যে দাঁড়ালো না। দারুণ ক্ষোভে দুঃখে হৃদয় ভেঙ্গে গেছে। কাজ নেই আর যুদ্ধে। মস্তানি! এতে দোষ তো তোমার নয়।

মস্তানী। তোমায় আবার যুদ্ধ করতেই হবে। যে যজ্ঞের অবতারণা করেছ, সে যজ্ঞ তোমায় পূর্ণ করতেই হবে। যাও বীর! যাও পেশোয়া! আমি তোমায় বন্দী ক'রে রাখ্‌বো না আমার রূপের কারাগারে। আমি তোমায় সংসারের বুকে কাপুরুষ সাজাবো না—আমায় ভুলে যাও। নগণ্যা আমি—আমার ভালবাসা অতি তুচ্ছ। আমার চেয়ে গরীয়সী তোমার জন্মভূমি—ভালবাসা তাঁর স্বর্গীয়। যাও পুরুষসিংহ, সেই মায়ের তুমি পূজা কর।

বাজীরাও। মস্তানি! তোমার ওজস্বিনী ভাষা আমার নিরাশ-ক্ষুব্ধ প্রাণের ভেতর কর্ত্তব্যের আলেখ্য তুলে ধরছে—আমার হৃদয়ের সুপ্ত বিবেককে সজীব ক'রে তুলছে, কিন্তু তুমি জান না মস্তানি, সারা হিন্দুস্থানটা আমার ওপর কিরূপ অবিচার করছে। সাতারা-সরকারও অর্থসাহায্য বন্ধ ক'রে দিয়েছেন। ঋণজালে আবদ্ধ হয়েছি—ঋণের ভারে বুকের হাড়গুলো চুরমার হ'য়ে গেছে। যুদ্ধ করবো কি ক'রে মস্তানি? অনাহারে সৈন্যগণ কতদিন যুদ্ধ করবে? যারা আমার কথায় প্রাণ দেবে, তাদের আমি খেতে দিতে পারছি না; তার চেয়ে পরাজয়ই আমার ভাল। স্বজাতির এই অবিচার দেখে আমার মনে হয়, এ ঈশ্বরের অভিশাপ; মারাঠাজাতির পতন অনিবার্য্য।

চিমনাজীর প্রবেশ।

চিমনাজী। মারাঠাজাতির যদি পতন হয়, সে পতন তোমারি জন্য হবে দাদা! ঈশ্বরের অভিশাপে নয়।

বাজীরাও। একি! চিমন! ভাই! তুমি এখানে কি জন্য এলে?

চিমনাজী। তোমায় জাগাতে।

বাজীরাও। আমি কি ঘুমিয়ে আছি?

চিমনাজী। সংসার তো তাই বলে।

বাজীরাও। সংসারের সে মিথ্যাকথা।

চিমনাজী। মিথ্যাকথা? জাতির নেতা তুমি, তুচ্ছ এক নারীর প্রেমে মুগ্ধ হ'য়ে কর্ত্তব্য ভুলে গেছ? শত্রুর জয়ভেরী বেজে উঠেছে, দেশের নবনারী সেই ভেরীরব শুনে তাদের জাগ্রত শক্তিকে আরও শক্তিমান্ ক'রে তুল্ছে—আর তুমি সেসব ভুলে মনুষ্যত্বের কত নিম্নে তলিয়ে যাচ্ছ।

বাজীরাও। [উত্তেজিতভাবে] চিমন!

চিমনাজী। ভয় পাবো না দাদা স্পষ্ট কথা বল্‌তে তোমার চোখরাঙানিতে। কি জন্য তুমি নেতার দায়িত্ব নিয়েছিলে? কি জন্য দেশবাসীদের ক্ষেপিয়ে দিয়েছিলে? এই জন্যই কি? এইভাবে তাদের মেরে ফেল্‌তে? এস দাদা, চ'লে এস! ওগো দেবি! তুমি এঁকে ছেড়ে দাও; দেশ যায়—জাতি যায়। যদি না ছাড়, তাহ'লে আমি তোমায় হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হবো না।

মস্তানী। পেশোয়া! পেশোয়া! ওঃ! আমার বুক যে যায়!

বাজীরাও। চিমন! সীমা অতিক্রম ক'রে চলেছ।

চিমনাজী। তুমি কি সেই কর্ম্মবীর পেশোয়া? এই কি তার যোগ্য কথা? না—না, তুমি পেশোয়া নও—তুমি তার কঙ্কাল।

বল—বল, কে তুমি পিশাচ মহাবীর বাজীরাওয়ের আকার ধ'রে এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ ?

বাজীরাও। তুমি বল্‌ছো কি চিমন ?

চিমনাজী। কি বল্‌ছি, তাও কি তুমি বুঝতে পারছো না দা'দা ? বিলাস ছিল যার ঘৃণার—আলস্য ছিল যার উপেক্ষার—রণস্থল ছিল যার পূজার মন্দির—শত্রুনাশ ছিল যার সাধনা, সেই পেশোয়া তুমি ? না—না, কখনই না ; সেই দেবকল্প মহাত্মার মৃত্যু হয়েছে।

বাজীরাও। সত্যই তার মৃত্যু ঘটেছে চিমন ! আমি আর পারছি না—চিন্তায় চিন্তায় মস্তিষ্ক বিকৃত হ'য়ে গেছে—দারুণ অবসাদে আজ আমি জর্জ্জরিত। যাও ভাই ! আমায় একটু শান্তিতে থাকতে দাও—জীবনে কোনদিন শান্তি পাই নি।

চিমনাজী। এতেও তুমি শান্তি পাবে না দা'দা !

বাজীরাও। তবে শান্তি পাবো কিসে ?

ব্রহ্মেন্দ্রস্বামী, কাশীবাঈ, রণজি ও মলহররাওয়ের প্রবেশ।

ব্রহ্মেন্দ্র। মাটির সেবায়।

বাজীরাও। মাটির সেবায় ?

ব্রহ্মেন্দ্র। সব ভুলে গেলে বাজীরাও ? জান না দেশের মাটিতে কত সুধা—সেই সুধা তুমি আজও পান করছো। তার সেবায় শান্তি যে আপনিই আসে বাজীরাও। তুমি আজ সেই শান্তি হারাতে বসেছ তুচ্ছ এক নারীর প্রেমে মুগ্ধ হ'য়ে।

মস্তানী। উঃ !

বাজীরাও। গুরুদেব !

ব্রহ্মেন্দ্র। বাজীরাও! ওই চেয়ে দেখ মারাঠার উচ্ছেদসাধনে মিলিত শক্তির কি গুরুগম্ভীর তূর্য্যনাদ! কই, তোমার সে জাগরণ কই? যে জাগরণে মারাঠার সমস্ত নরনারী জেগে উঠেছিল—শিবাজীর আত্মা হেসে উঠেছিল? কই পেশোয়া, আজ তোমার স রুদ্রদেবতার মূর্ত্তি কই? কণ্ঠে তোমার বজ্রধ্বনি কই? অস্ত্রে তোমার অগ্নি উদ্গীরণ কই?

বাজীরাও। সব গেছে দেব, সব গেছে। অবসাদে—অবিচারে আমায় মুহ্যমান ক'রে ফেলেছে। যুদ্ধ আর চাই না।

ব্রহ্মেন্দ্র। বাজীরাও! বাজীরাও! জাতিদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক! যাও—যাও, এখনো যাও, নতুবা আমি তোমায় অভিশাপ দিয়ে যাবো। ছিঃ-ছিঃ। কেন তোমার এত দুর্ব্বলতা—এত নির্জ্জীবতা? জাগ—জাগ কর্ম্মবীর! জাগ আদর্শ মাতৃভক্ত সন্তান! বল, জয় জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। মায়ের সঙ্গে বেইমানি ক'রো না বাজীরাও। স্মরণ কর তোমার প্রতিজ্ঞা।

কাশীবাঈ। পেশোয়া, আজ যদি আপনি জনশক্তির সাম্‌নে গিয়ে না দাঁড়ান, তাহ'লে আপনার সাম্‌নে মাথা খুঁড়ে মর্‌বো।

চিমনাজী। এ মুখ আর কাউকে দেখাবো না—বিষ খেয়ে মর্‌বো দাদা।

বণজি। ওই সঙ্গে আমরাও নিজের বুকে নিজে গুলি কর্‌বো।

মস্তানী। পেশোয়া! পেশোয়া! তোমার পায়ে ধরি পেশোয়া! আমার কলঙ্কের হাত হ'তে অব্যাহতি দাও। ওই—ওই বিদ্রূপ-কটাক্ষ—শ্লেষবাণী। ওগো মহাবীর পেশোয়া! তুমি মাটির সেবা কর গে। আমি তোমার কেউ নই—তোমার বড় আপনার যে এই দেশ।

বাজীরাও। মস্তানি!

মস্তানী। একি, তবু যাবে না? তাহ'লে পেশোয়া, আমাকেই আগে যেতে হবে। নইলে তুমি তো যাবে না। আমি চল্লাম পেশোয়া! আমার ভালবাসার গণ্ডীতে তোমার কর্ত্তব্যকে বেঁধে রাখ্‌বো না। [পিস্তল বাহির ক'রত: নিজের বুকে গুলি করিতে উদ্যত]

বাজীরাও। [বাধা দিয়া] কর কি—কর কি মস্তানি! তুমি এভাবে আত্মহত্যা ক'রো না। আমি যাচ্ছি—তোমার এ আদর্শে আমি মুগ্ধ—স্তম্ভিত। গুরুদেব! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন কাশীবাঈ, চিমন, রণজি, মলহররাও, তোমরাও সকলে আমায় ক্ষমা কর। আমার নয়নের অন্ধকার দূর হ'য়ে গেল। দেখ্‌তে পেলাম আমার কর্ম্মক্ষেত্র। জ্ব'লে উঠুক্ আবার অগ্নিশিখা—জেগে উঠুক আবার রক্ত-পিপাসা! চল—চল ভাইসব, মারাঠার বিজয়-পতাকা নিয়ে ছুটে চল।

সকলে। জয় মহামতি পেশোয়া বাজীরাওয়ের জয়।

বাজীরাও। জয় মাতৃভূমির জয়।

ব্রহ্মেন্দ্র। মাভৈঃ! মাভৈঃ! যাও বীর, যাও ভক্ত! তোমার যশঃ-সৌরভ মৃগনাভীর মত পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ুক্।

বাজীরাও। কিন্তু সৈন্যদের রসদ কোথায় পাবো? আমি কপর্দ্দকহীন—ঋণে ঋণে আমি যে জর্জ্জরিত।

কাশীবাঈ। দেশের নারীরা দেশের জন্য তাদের গাত্র-অলঙ্কার খুলে দিতে প্রস্তুত। ওই চেয়ে দেখুন, তারা কাতারে কাতারে আস্‌ছে।

[নারীগণ একে একে আসিয়া তাহাদের অলঙ্কার খুলিয়া দিয়া, বাজীরাওয়ের পদতলে রাখিয়া চলিয়া গেল।]

বাজীরাও। মা-ভগ্নীর দান আমি সাদরে শ্রদ্ধা-পুলকিত অন্তরে মাথায় তুলে নিলাম।

ব্রহ্মেন্দ্র। অর্থের অভাব হবে না বাজীরাও, অর্থ দেবো আমি! তুমি শুধু ক'রে যাও তোমার কর্ত্তব্যপালন।

বাজীরাও। তাই হবে গুরুদেব! আবার নূতনরূপে বাজীরাও দেখা দেবে দেশবাসীর হতাশার মাঝখানে। সারা হিন্দুস্থান আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে—গৃহশত্রুর দল একযোগে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। চল—চল ভাইসব! গুরুদেবের পদরেণু মাথায় নিয়ে মুক্তির সংগ্রামে।

[ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীর পদধূলি লইয়া বাজীরাও, চিমন, রণজি ও মলহররাও প্রস্থান করিল, ব্রহ্মেন্দ্র স্বামী সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।]

ব্রহ্মেন্দ্র। মা! মা! দেখিস্ মা! আমার আশীর্ব্বাদ যেন ব্যর্থ হয় না।

[প্রস্থান।

কাশীবাঈ। এস বোন্, আমরাও নারীবাহিনী নিয়ে স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করি।

মস্তানী। মস্তানী এতদিনে কলঙ্কমুক্ত হ'লো।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

ভূপাল-প্রান্তর—রণস্থল।

[নেপথ্যে মুহুর্মুহুঃ তোপধ্বনি, বাদশাহী সৈন্যগণের জয়ধ্বনি ও ঘন ঘন তূর্য্যনাদ।]

চিনকিলিচ, গিরিধর ও রাজন্যবর্গের প্রবেশ।

চিনকিলিচ। বাজীরাওকে নিশ্চিহ্ন কর—নিশ্চিহ্ন কর—

চিমনাজীর প্রবেশ।

চিমনাজী। তার পূর্ব্বে তোমরাও নিশ্চিহ্ন হও আততায়ীর দল!

গিরিধর। বধ কর—বধ কর উদ্ধত বালককে।

[চিমনাজীসহ যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

দ্রুতপদে বাজীরাও, মলহররাও ও রণজির প্রবেশ।

বাজীরাও। ভয় নেই চিমন! যুদ্ধ কর—যুদ্ধ কর। জাতির মুখ উজ্জ্বল কর। চল—চল বন্ধুগণ! মহাসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়িগে চল। তুলে আন্‌তে হবে মুক্তা—প্রবাল, তারি মালা গেঁথে পরিয়ে দিতে হবে মায়ের গলায়—সফল করতে হবে আজ ছত্রপতির শিবাজীর স্বপ্ন।

রণজি, মলহর। জয় মহামতি পেশোয়ার জয়।

মোগল-সৈন্যগণ। [নেপথ্যে] জয় দিল্লীশ্বর মহম্মদশাহের জয়।

বাজীরাও। ঐ—ঐ মোগল-সৈন্যগণের জয়ধ্বনি। চূর্ণ কর মোগল-

শক্তি। গ'ড়ে তোল রুদ্র-দেবতার মূর্তি। মারাঠা-মোগলের এই সংঘর্ষে বিশ্ব স্তম্ভিত হ'য়ে যাক্। বল, জয় মহাত্মা ছত্রপতি শিবাজীর জয়।

মলহর, রণজি। জয় মহাত্মা ছত্রপতি শিবাজীর জয়।

[সকলের প্রস্থান।

যুদ্ধ করিতে করিতে চিমনাজীসহ চিনকিলিচ, গিরিধর ও মোগল-সৈন্যগণের প্রবেশ।

গিরিধর। বধ কর—বধ কর সৈন্যগণ সিংহশিশুকে। সপ্তরথী-পরিবেষ্টিত অভিমন্যুর মত ওকে ধ্বংস ক'রে ফেল।

চিমনাজী। আরে আরে জাতিদ্রোহী বেইমান! এস, অগ্রে তোমারি বিনাশসাধন করি।

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

[নেপথ্যে তোপধ্বনি—"আল্লা হো আকবর"।]

মস্তকে গুলিবদ্ধ রক্তাক্তকালেবর চিমনাজীকে বক্ষে লইয়া বাজীরাওয়ের প্রবেশ; তৎপশ্চাৎ রণজি ও মলহররাওয়ের প্রবেশ।

চিমন। উঃ। দাদা! আমি পার্‌লাম না—তুমি এর প্রতিশোধ নাও। পায়ের ধূলো দাও, পরজন্মে এসে যেন এর প্রতিশোধ নিতে পারি। বিদায় মা জন্মভূমি, বিদায়। [মৃত্যু]

বাজীরাও। চিমন! চিমন! সব শেষ! ওঃ, আমার একি হ'লো! আমার দক্ষিণ হস্ত ভেঙে গেল। মারাঠা-আকাশের একটা

উজ্জ্বল নক্ষত্র খ'সে পড়্‌লো। ওরে স্নেহাধার! আমার অন্তর যে হাহাকারে ভ'রে গেল। একি শোকের তুফানে আমায় ফেলে চ'লে গেলি? আমার সমস্ত উৎসাহ—উদ্দীপনা যে নৈরাশ্যে ডুবে গেল। না—না, আর যুদ্ধ চাই না। রণজি! মলহররাও! যুদ্ধ বন্ধ কর—বন্ধ কর। চিমন! ভাই! [অবসন্ন হইয়া পড়িল।]

রণজি, মলহর। পেশোয়া! পেশোয়া!

বাজীরাও। যুদ্ধে আর প্রয়োজন নেই বন্ধুগণ! আমি কাজ শেষ ক'রে ফেলেছি—আমাকেও এইবার বিদায় দাও।

[অস্ত্রদ্বারা নিজ বক্ষে আঘাত করিতে উদ্যত]

ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীর প্রবেশ।

ব্রহ্মেন্দ্র। [বাজীরাওয়ের হস্ত ধরিয়া] এখনো তোমার কাজ সমাপ্ত হয় নি বাজীরাও। এই তো কর্ম্মকাণ্ডের প্রথম অধ্যায়, এখনো অনেক বাকী। জীবন-নাট্যের যবনিকা এখনো অনেক দূরে। এখনি অবসাদে মুহ্যমান হ'লে চল্‌বে না। ওঠ বাজীরাও! বীরসন্তান বীরের মত মরেছে—তবে চক্ষে অশ্রু কেন? বুকে এত হাহাকার কেন? আনন্দ কর পেশোয়া! এ মৃত্যু সকলের বাঞ্ছনীয় হোক।

বাজীরাও। মহাপুরুষ! সংসার যে আমার চক্ষে আজ শূন্য ব'লে মনে হ'চ্ছে।

ব্রহ্মেন্দ্র। দুর্ব্বলতা ত্যাগ কর বাজীরাও! আবার নূতন শক্তি নিয়ে জেগে ওঠ। মোগলের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিতে তুমি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে। ওই চেয়ে দেখ বীর, তোমার পানে আকুল নয়নে চেয়ে আছে—দেশজননী—লক্ষকোটী নরনারী। একের মমতায় লক্ষ জীবনের জীবন-হন্তারক হ'য়ে দাঁড়িও না। তোমার

কণ্ঠ হ'তে মেঘমন্দ্রে ধ্বনিত হোক্ "জয় মা জন্মভূমির জয়।" হিন্দুস্থানের মাটিতে মারাঠার বিজয়-পতাকা তুলে ধর। মোগল-অদ্রি সমভূমি ক'রে ফেল।

বাজীরাও। একি! আবার যে ধমনীতে হিমানী শোণিত উষ্ণ হ'য়ে উঠ্‌লো! প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর্‌তে হবে—ব্রত উদ্‌যাপন কর্‌তে হবে। এখনো শেষ হয় নি আমার কর্ম্মের—এখনো সফল কর্‌তে পারি নি ছত্রপতির স্বপ্ন! যাও চিমন! তোমার জন্য আর এক ফোঁটা অশ্রু ফেল্‌বো না—আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে বল্‌বো সত্যই তুমি বালাজী বিশ্বনাথের পুত্র—বাজীরাওয়ের ভাই। আবার বেজে উঠুক্ মারাঠার রণ-দামামা। যুদ্ধ চাই—যুদ্ধ চাই—মোগলের দর্পচূর্ণ কর্‌তে চাই। মারাঠার এ জয়যাত্রায়—মারাঠার এ জাগরণে হে শহীদবীর শিবাজি, ঝ'ড়ে পড়ুক্ তোমার আশীর্ব্বাদ, মূর্চ্ছিত হোক্ দুরন্ত মোগল, সফল হোক্ তোমার স্বপ্ন।

[শিবাজীর উদ্দেশ্যে শির নত করিলেন।]

সকলে। জয় মহাত্মা ছত্রপতি শিবাজীর জয়।

[শির নত করিল।